«رأى رجلا لا يتم ركوعه، وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال : لومات هذا على حاله هذه، مات على غير ملة محمد (ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم)، مثل الذي لايتم ركوعه وينقرفي سجوده، مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لايغنيان عنه شيئا »

তিনি এক ব্যক্তিকে ছালাত রত অবস্থায় দেখতে পেলেন, সে তার রুকু পূর্ণভাবে আদায় করছে না এবং সাজদায় ঠোকর দিচ্ছে। তিনি বললেন ঃ যদি এই ব্যক্তি তার এই অবস্থায় মারা যায় তবে সে মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ধর্মের উপর মারা যাবে না। কাক যেমন রক্তের মধ্যে ঠোকর দিয়ে থাকে সেও তদ্রূপ তার ছালাতে ঠোকর দিচ্ছে। যে ব্যক্তি পূর্ণভাবে রুকু করে না এবং সাজদায় ঠোকর দেয় তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ ক্ষুধার্তের ন্যায় যে একটি অথবা দু'টি খেজুর খায় কিন্তু তাতে মোটেও তার ক্ষুধা নিবারণ হয় না।[১]

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন ঃ

«نهاني خليلي ﷺ أن أنقر في صلاتي نقر الديك، وأن ألتفت التفات الثعلب، وأن أقعي كإقعاء القرد»

আমার একান্ত বন্ধু (নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে ছালাতে মোরগের ন্যায় ঠোকর দিতে, শিয়ালের ন্যায় এদিক ওদিক তাকাতে ও বানরের ন্যায় বসতে নিষেধ করেছেন।[২]

তিনি বলতেন–

«أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، قالوا : يارسول الله! وكيف

---

[১] আবু ইয়ালা স্বীয় 'মুসনাদে' (৩৪০, ৩৪৯/১), আজুররী 'আরবাইন' গ্রন্থে বাইহাকী ও ত্বাবারানী (১/১৯২/১) আয্‌যিয়া 'আলমুনতাকা মিনাল আহাদীছিছ ছিহাহ ওয়াল হিসান গ্রন্থে (২৭৬/১), ইবনু আসাকির (২/২২৬/২, ৪১৪/১, ৮/১৪/১ ও ৭৬/২) হাসান সনদে। একে ইবনু খুযাইমাহ ছহীহ বলেছেন (১/৮২/১) হাদীছের অতিরিক্ত অংশ ছাড়া প্রথম অংশের উপর মুরসাল সনদে শাহিদ (সাক্ষ্যমূলক) বর্ণনা পাওয়া যায় যা ইবনু বাত্তাহ এর 'আল ইবানাহ' গ্রন্থে রয়েছে। (৫/৪৩/১)

[২] ত্বায়ালিসী, আহমাদ, ইবনু আবী শাইবাহ। এটা হাসান হাদীছ, যেমনটি হাফিয আব্দুল হাক ইশবিলীর 'আহকাম' নামক গ্রন্থের টীকায় আমি আলোচনা করেছি। (১৩৪৮)

يسرق من صلاته؟ قال : (لا يتم ركوعها وسجودها)»

সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট চোর হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে ছালাতে চুরি করে। ছাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন হে আল্লাহর রাসূল ঃ ছালাতে আবার কিভাবে চুরি করবে? উত্তরে তিনি বললেন ঃ সে ছালাতের রুকু ও সাজদাগুলো পূর্ণ করেনা।[১]

«وكان يصلي، فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف قال : "يامعشر المسلمين! إنه لاصلاة لمن لايقيم صلبه في الركوع والسجود"»

তিনি এক সময় ছালাত পড়া অবস্থায় আড় চোখে একটি লোককে দেখতে পেলেন যে, সে তার মেরুদণ্ডকে রুকু ও সাজদায় সোজা করছেনা। ছালাত শেষে তিনি বললেন ঃ হে মুসলিম সম্প্রদায়, যে ব্যক্তি রুকু ও সাজদায় স্বীয় মেরুদণ্ডকে সোজা করেনা তার কোন প্রকারেই ছালাত হবে না।[২] অপর এক হাদীছে বলেছেন ঃ ছালাত আদায়কারীর ছালাত ততক্ষণ পর্যন্ত যথেষ্ট হবে না যতক্ষণ রুকু ও সাজদায় স্বীয় পিঠ সোজা না করবে।[৩]

أذكار الركوع
রুকুর যিক্‌র বা দু'আসমূহ

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনেকগুলো যিকর ও দু'আ পাঠ করতেন। তিনি একেক সময় একেকটি পাঠ করতেন ঃ

১। «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ» অর্থ ঃ আমি মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি– তিনবার[৪] কখনো তিনি তিনবারেরও অধিকবার এই দু'আ

---

[১] ইবনু আবী শাইবাহ (১/৮৯/২) ত্বাবারানী, হাকিম– এবং তিনি একে ছহীহ বলেছেন ও যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

[২] ইবনু আবী শাইবাহ (১/৮৯/১) ইবনু মাজাহ ও আহমাদ, ছহীহ সনদে। আছ ছাহীহা (২৫৩৬) দ্রষ্টব্য।

[৩] আবু আওয়ানাহ, আবু দাউদ ও সাহমী (৬১) এবং দারাকুতনী একে ছহীহ বলেছেন।

[৪] আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, দারাকুতনী, ত্বাহাবী, বায্যার, ইবনু খুযাইমাহ (৬০৪) ও ত্বাবারানী সাতজন ছাহাবী থেকে 'আল-কাবীর' গ্রন্থে। এতে ঐসব ব্যক্তিদের প্রতিবাদ পাওয়া যায় যারা তিন তাসবীহ এর কথা অস্বীকার করেছেন, যেমন ইবনুল ক্বাইয়িম ও অন্যান্যগণ।

আওড়াতেন[১]। একবার তিনি এত বেশী শব্দগুলো আওড়ালেন যে তাঁর রুকু কিয়ামের (দাঁড়ানোর) কাছাকাছি হয়ে গিয়েছিল। অথচ তিনি কাউমায় দীর্ঘ তিনটি সূরা পাঠ করতেন ঃ তা হচ্ছে 'বাকারাহ', 'নিসা' ও 'আলু-ইমরান'। এর মাঝে মাঝে তিনি দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। যেমনটি 'রাত্রিকালীন ছালাত' অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

২। «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ» অর্থ ঃ আমি আমার প্রতিপালকের প্রশংসা সহ পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তিনবার।[২]

৩। «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ» অর্থ ঃ সকল ফিরিশতা ও জিবরীল (আলাইহিস সালাম) এর প্রভু অতি বরকতময়[৩] পবিত্র।[৪]

৪। «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي» অর্থাৎ- "হে আমার উপাস্য আমি তোমার প্রশংসাসহ পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি, হে আমার উপাস্য! তুমি আমাকে ক্ষমা কর।" তিনি কুরআনের উপর আমল করতঃ রুকু ও সাজদাতে এ দু'আটি বেশী বেশী করে পড়তেন।[৫]

৫। «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، (أَنْتَ رَبِّي)، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي، وَمُخِّي وَعَظْمِي (وفي رواية وَعِظَامِي) وَعَصَبِي، وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমি তোমার উদ্দেশে রুকু করছি, তোমার উপর ঈমান এনেছি, তোমার উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করেছি, তুমি আমার প্রতিপালক। আমার

---

(১) এ কথা ঐসব হাদীছ থেকে বুঝা যায় যেগুলোতে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কিয়াম, রুকু ও সাজদা সমান হওয়ার কথা রয়েছে। যেমনটি এই অনুচ্ছেদের পরে আসছে।

(২) ছহীহ, আবূ দাউদ, দারাকুতনী, আহমাদ, তাবারানী ও বাইহাকী এটি বর্ণনা করেছেন।

(৩) আবু ইসহাক বলেন «السبوح», তিনি যিনি সর্ব প্রকার অশুভ থেকে মুক্ত। «قدوس» হচ্ছে বরকতময়, কারো মতে এর অর্থ হচ্ছে- পবিত্র। ইবনু সীদাহ বলেন- سبوح قدوس আল্লাহর গুণবাচক নামের অন্তর্ভুক্ত, কেননা তাঁর পবিত্রতা ও ত্রুটি বিমুক্ততা বর্ণনা করা হয়। (লিসানুল আরব)

(৪) মুসলিম ও আবু আউয়ানাহ।

(৫) বুখারী ও মুসলিম «يتأول القرآن» বাক্যটির অর্থ হচ্ছে কুরআনে এ বিষয়ে যা—

কান, চোখ, মগজ, হাড়, শিরা ও আমার পদযুগল যা কিছু বয়ে এনেছে[১] সবই বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর জন্য সুনির্ধারিত ।[২]

৬। اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، أَنْتَ رَبِّي، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَدَمِي وَلَحْمِي وَعَظْمِي وَعَصَبِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۞

অর্থাৎ– হে আল্লাহ! আমি তোমার উদ্দেশে রুকু করছি, তোমার উপর ঈমান এনেছি, তোমার উদ্দেশে আত্মসমর্পণ করেছি, তোমার উপরই ভরসা করেছি, তুমি আমার প্রতিপালক। আমার কান, চোখ, রক্ত, মাংস, হাড় এবং শিরা বিশ্ব প্রতিপালকের জন্য সুনির্দিষ্ট ।[৩]

৭। «سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ» وهذا قاله في صلاة الليل ۞

অর্থাৎ– হে প্রতাপ, রাজত্ব[৪] অহংকার ও বড়ত্বের মালিক আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

এ দু'আটি তিনি রাত্রের (নফল) ছালাতে পড়েছেন ।[৫]

আদেশ করা হয়েছে তার উপর আমল করতেন। অর্থাৎ মহান আল্লাহর এই বাণীতে «فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا» অর্থাৎ– তাই তুমি স্বীয় প্রতিপালকের প্রশংসা সহ পবিত্রতা বর্ণনা কর এবং ক্ষমা চাও, তিনি অবশ্যই তাওবাহ কবুলকারী।

(১) «استقلت» অর্থ ঃ বহন করেছে, এটা «الإستقلال» থেকে নির্গত– যার অর্থ উঁচু হওয়া। এটা বিশেষের পর সাধারণ বুঝানোর পদ্ধতি মাত্র।

(২) মুসলিম, আবূ আওয়ানা, ত্বাহাবী ও দারাকুতনী।

(৩) ছহীহ্ সনদে নাসাঈ।

(৪) এখানে «الجبروت» শব্দটি «الجبر» এর مبالغة বা চূড়ান্ত জ্ঞাপক শব্দ যার অর্থ বাধ্যতা, বশ্যতা। «الملكوت» শব্দটি «الملك» থেকে অধিক চূড়ান্ত জ্ঞাপক শব্দ যার অর্থঃ ক্ষমতা, রাজত্ব। অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন চূড়ান্ত বাধ্যতা ও ক্ষমতার অধিকারী।

(৫) ছহীহ্ সনদে আবূ দাউদ, নাসাঈ।

ফায়েদাহ্ ঃ একই রুকুতে এই সবগুলো দু'আ পাঠকরা যাবে কিনা? এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইবনুল কাইয়িম 'যাদুল মা'আদ' কিতাবে দ্বিধা পোষণ করেছেন। ইমাম নববী দৃঢ়তার সাথে প্রথম মত সমর্থন করে বলেন ঃ উত্তম হলো যথাসম্ভব সবগুলো দু'আ পাঠ করা। এমনিভাবে সব বিষয়ের দু'আর ক্ষেত্রে এরূপ করা উচিত। তবে আবুত্তাইয়িব ছিদ্দীক হাসান খান "নুযুলুল আবরার" (৮৪) কিতাবে উক্ত মতকে অগ্রাহ্য করে বলেন ঃ একেক সময় একেকটা পাঠ করবে। সবগুলো একত্রে পড়ার কোন দলীল আমি দেখতে পাইনা। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি==

إطالة الركوع
রুকূ দীর্ঘায়িত করা

«كان ﷺ يجعل ركوعه، وقيامه بعد الركوع، وسجوده، وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء»

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রুকূ ও রুকুর পর দাঁড়ানো, সাজদাহ এবং দুই সাজদার মাঝখানে অবস্থানের পরিমাণ বরাবরের কাছাকাছি রাখতেন।[১]

النهي عن قراءة القرآن في الركوع
রুকুতে কুরআন পাঠ নিষেধ

«كان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وكان يقول : ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عزوجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم»

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রুকূ ও সাজদায় কুরআন তিলাওয়াত

ওয়াসাল্লাম) একেক সময় একেকটা পাঠ করতেন। (তাঁর) অনুসরণ হবে— নতুন আবিষ্কার অপেক্ষা উত্তম।

এটাই হাক্ব ইনশা'আল্লাহ। কিন্তু হাদীছ দ্বারা এই রুকনটিসহ অন্যান্য রুকন দীর্ঘায়িত করা প্রমাণিত আছে। যেমন পরবর্তীতে এর আলোচনা আসছে। তাঁর রুকূ তাঁর দাঁড়ানোর পরিমাপের কাছাকাছি হয়ে যেত। সুতরাং মুছল্লী ব্যক্তি যদি এই ক্ষেত্রে দীর্ঘায়িত করার সুন্নত পালন করতে যায় তাহলে তা ইমাম নববীর মতানুযায়ী সবগুলো দু'আ পাঠ ব্যতীত সম্ভব হবে না। আত্বা ইবনু নাছর 'কিয়ামুল্লাইল' (৭৬) কিতাবে ইবনু জুরাইজ থেকেও বর্ণনা করেছেন এবং তিনি আত্বা থেকে তা বর্ণনা করেছেন। অন্যথায় বার বার পড়ার পন্থা অবলম্বন করতে হবে যা এসব দু'আর কোন কোনটির ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে বর্ণনাও করা হয়েছে। আর এটাই সুন্নতের অধিক নিকটবর্তী পন্থা আল্লাহ সমধিক জ্ঞাত।

(১) বুখারী ও মুসলিম, এটি 'ইরওয়াউল গালীল' গ্রন্থে (৩৩১) উদ্ধৃত হয়েছে।

করতে নিষেধ করতেন।(১)

তিনি বলতেন– জেনে রেখ আমাকে রুকু বা সাজদাবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করা হয়েছে, তাই রুকুতে তোমরা পরাক্রমশালী মহান প্রতিপালকের বড়ত্ব বর্ণনা কর, আর সাজদায় দু'আ করতে সচেষ্ট হও। কেননা এটি হচ্ছে তোমাদের দু'আ কবুল হওয়ার(২) উপযুক্ত ক্ষেত্র।(৩)

الاعتدال من الركوع وما يقول فيه

রুকু থেকে সোজা হয়ে সুস্থিরভাবে দাঁড়ানো ও পঠিতব্য দু'আ

অতঃপর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রুকু অবস্থা থেকে মেরু দণ্ডকে উঠাতেন এই বলতে বলতে ঃ «سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ»

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে তিনি তার কথা শুনেন।(৪)

এ বিষয়ে তিনি ছালাতে ত্রুটিকারীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ঃ

«لاتتم صلاة لاحد من الناس حتى.....يكبر.....ثم يركع.....ثم يقول : سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما»

কোন ব্যক্তির ছালাত ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না সে الله اكبر আল্লাহু আকবার বলবে অতঃপর রুকু করবে অতঃপর «سمع الله لمن حمده» বলে সোজা হয়ে দাঁড়াবে।(৫)

---

(১৩৩) মুসলিম ও আবূ আওয়ানা। নিষেধাজ্ঞাটি ফরয এবং নফল উভয় প্রকার ছালাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইবনু আসাকির (১৭/২৯৯/১) যে অতিরিক্ত অংশ উল্লেখ করেছে যা হচ্ছে– «فاما صلاة التطوع فلاجناح». অর্থঃ "তবে নফল ছালাতে তা পড়তে অসুবিধা নেই" এটুকু হয় শায (شاذ) হাদীছ অথবা মুনকার (منكر) হাদীছ। ইবনু আসাকির নিজেই একে ত্রুটিযুক্ত বলেছেন। অতএব এর উপর আমল করা বৈধ হবে না।

(২) এখানে «قمن» শব্দের মীমে যবর এবং যের উভয়টাই বিশুদ্ধ। শব্দটির অর্থ হচ্ছে উপযুক্ত বা আশাব্যঞ্জক।

(৪) বুখারী ও মুসলিম।

(৫) আবূ দাউদ, হাকিম এবং তিনি একে ছহীহ বলেছেন ও যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

وكان إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه

তিনি যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখন এমনভাবে সোজা হতেন যে, মেরুদণ্ডের হাড়গুলো স্ব-স্ব স্থানে ফিরে যেত।[১] অতঃপর তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় বলতেন– «ربنا (و) لك الحمد» অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক সব প্রশংসা তোমার।[২] এ বিষয়ে তিনি মুক্তাদীসহ সকল প্রকার মুছল্লীকে নির্দেশ দিয়ে বলেন – «صلوا كما رأيتموني أصلي» অর্থঃ আমাকে তোমরা যেভাবে ছালাত আদায় করতে দেখ ঠিক সেভাবে ছালাত আদায় কর।[৩]

তিনি বলতেন ঃ

إنما جعل الإمام ليؤتم به...... وإذا قال : سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فقولوا : «اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ» يسمع الله لكم، فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم : سمع الله لمن حمده ※

ইমামকে কেবল অনুসরণের উদ্দেশে নিয়োগ করা হয়...... তিনি যখন «سمع الله لمن حمده» বলবেন তখন তোমরা বলবে «اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ», অর্থাৎ– হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ! তোমার জন্যই সব প্রশংসা। আল্লাহ তোমাদের কথা শ্রবণ করবেন, কেননা আল্লাহ তাবারাক ওয়াতা'আলা স্বীয় নবীর কণ্ঠে বলেছেন ঃ ‹سمع الله لمن حمده› যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে তিনি তা শ্রবণ করেন।[৪]

---

[১] বুখারী ও আবূ দাউদ, 'ছহীহ আবূ দাউদ' (৭২২)। «الفقار» যবর দ্বারা এর অর্থ মেরুদণ্ডের হাড় যা ঘাড় থেকে নিয়ে পশুর লেজের সূচনাস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। 'কামূস' ও ফাতহুল বারী দ্রষ্টব্য। (২/৩০৮)

[২ও৩] বুখারী ও আহমাদ।

[৪] মুসলিম, আবূ আওয়ানা, আহমাদ ও আবূ দাউদ।

জ্ঞাতব্য ঃ এই হাদীছ মুক্তাদীর «سمع الله لمن حمده» বলার সাথে ইমামের শরীক না হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে না। তদ্রূপ «ربنالك الحمد» বলাতে ইমামের মুক্তাদীর সাথে শরীক না হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে না। কেননা হাদীছটি ইমাম ও মুক্তাদী এ রুকনটিতে কী পাঠ করবে তা বলার জন্য আসেনি। বরং এসেছে এটা বর্ণনা করার জন্য যে, ইমামের «سمع الله لمن حمده» বলার পর মুক্তাদী «ربنالك الحمد» বলবে। এই ব্যাখ্যার সমর্থনে রয়েছে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইমাম হওয়া সত্ত্বেও «ربنالك الحمد» বলার হাদীছ, এমনিভাবে নবী (ছাল্লাল্লাহু== আলাইহি

উপরোক্ত নির্দেশের কারণ দর্শিয়ে অপর হাদীছে তিনি বলেন ঃ

« فإنه من وافق قوله قول الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه »

কেননা যার কথা ফিরিশতাদের কথার সাথে মিলে যাবে তার পূর্বকৃত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।(১) তিনি রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াবার সময় দু'হাত উঠাতেন।(২) তাকবীরে তাহরীমায় উল্লেখিত নিয়মানুসারে এবং তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ হয়েছে বলতেন ঃ

১। « رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ »(৩)

কখনো বলতেন ঃ

২। « رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ » (৪)

কখনো এই শব্দ দুটোর সাথে–

৩ ও ৪। « اللهم » শব্দ যোগ করতেন।(৫)

তিনি এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে বলতেন ঃ

ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীছটির সাধারণ ভঙ্গিও এর সমর্থন করে– « صلوا كما رأيتموني أصلي » অর্থ ঃ তোমরা আমাকে যেভাবে ছালাত আদায় করতে দেখ ঠিক সেইভাবে ছালাত আদায় কর। এ হাদীছের দাবী হচ্ছে– ইমাম যা করবে মুক্তাদীও তাই করবে যেমন, « سمع الله لمن حمده » ও অন্যান্য কার্যাদি। এ বিষয় নিয়ে আমার সাথে যে বিদ্বানগণ বুঝাপড়া করেছিলেন তাদের চিন্তা করা উচিত। আশা করি যা উল্লেখ করেছি তাই যথেষ্ট। অধিক জানার জন্য হাফিয সুয়ূতীর এ বিষয়ে লিখিত পুস্তিকা "দফ্ উত্‌তাশনী'য় ফীহ্‌কমিত্ তাসমী" যা তার কিতাব 'আল-হাবী-লিল ফাতাউয়ি (১/৫২৯)-এর অন্তর্ভুক্ত।

(১) বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী এবং তিনি একে ছহীহ বলেছেন।

(২,৩ও৪) বুখারী ও মুসলিম। এ হস্ত উত্তোলন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে সাব্যস্ত। কিছু সংখ্যক হানাফী আলিমসহ বেশিরভাগ আলিম হাত উঠানোর পক্ষে মত পোষণ করেন। পূর্বোক্ত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা– ১১১।

(৫) বুখারী, আহমাদ, ইবনুল কাইয়িম প্রমাদ বশতঃ এই « اللهم » ও « و » এর সমন্বয়ে বর্ণিত হাদীছ অর্থাৎ اللهم ربنا ولك الحمد এর বিশুদ্ধতাকে 'যাদুল মা'আদ' গ্রন্থে অস্বীকার করেন। অথচ তা বুখারী, মুসনাদ আহমাদ ও নাসাঈতে আবু হুরাইরা== থেকে দুটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এমনিভাবে ইবনু উমার থেকে দারিমীতে ও আবু সাঈদ খুদরী থেকে বাইহাকীতে ও আবু মুসা আশ'আরী থেকে নাসাঈর এক বর্ণনায়ও তা রয়েছে।

«إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا : اللهم، ربنا! لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه»

ইমাম যখন– «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» বলেন তখন তোমরা বলবে– «اَللّٰهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ» কেননা যার কথা ফিরিশতাদের কথার সাথে মিলবে তার পূর্বকৃত পাপ মাফ করে দেয়া হবে।(১)

কখনো তিনি এরসাথে নিম্নোক্ত দু'আগুলোর যে কোন একটি বৃদ্ধি করতেন ঃ

৫। مِلْءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ *

অর্থ ঃ আসমান ভর্তি, যমীন ভর্তি এবং তদুপরি তুমি আরো যা চাও তাও ভর্তি তোমার প্রশংসা।(২)

৬। مِلْءَ السَّمَاوَاتِ، وَ[مِلْءَ] الْأَرْضِ، وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ *

অর্থ ঃ আসমান ভর্তি, যমীন ভর্তি, এতদুভয়ের মধ্যে যাকিছু আছে তা ভর্তি ও তদুপরি তুমি আরো যা চাও তাও ভর্তি তোমার প্রশংসা।(৩)

কখনো উপরোক্ত দু'আর সাথে এই কথা যোগ করতেন ঃ

৭। أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

অর্থ ঃ হে প্রশংসা ও মর্যাদার অধিকারী! তুমি যা দাও তা রোধকারী কেউ নেই, তুমি যা রোধ কর তা দানকারী কেউ নেই। আর কোন বিত্তশালী ব্যক্তির সম্পদ(৪) তোমার কাছে কোন উপকার করতে পারে না।(৫)

---

(১) বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী একে ছহীহ বলেছেন।

(২৩৩) মুসলিম ও আবূ আওয়ানাহ।

(৪) এখানে «الجد» শব্দটি বিশুদ্ধ মতানুসারে «حظ» দ্বারা হবে যার অর্থঃ ভাগ্য, বড়ত্ব ও রাজত্ব। অর্থাৎ পৃথিবীতে সন্তান, বড়ত্ব ও রাজত্ব লাভে ভাগ্যবান কোন ব্যক্তির এসব উপকারে আসবে না তথা তার সম্পদ তাকে মুক্তি দিতে পারবে না বরং তার উপকার ও মুক্তির জন্য নেক আমলই কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

(৫) মুসলিম ও আবূ আওয়ানাহ।

৮। কখনো তিনি এই শব্দগুলো বৃদ্ধি করতেন ঃ

مِلْءَ السَّمٰوَاتِ، وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَاقَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، [اللّٰهُمَّ!] لَامَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَامُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَايَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ۞

অর্থ ঃ আসমান, জমিন এবং তদুপরি তুমি যা চাও তাও ভরতি তোমার প্রশংসা। হে প্রশংসা ও মর্যাদার অধিকারী, বান্দার প্রশংসা পাওয়ার সর্বাধিক যোগ্য, আমরা সবাই তোমার বান্দাহ, তুমি যা দাও তা রোধকারী কেউ নেই এবং তুমি যা রোধ কর তা দানকারী কেউ নেই, আর কোন বিত্তশালী ব্যক্তির সম্পদ তোমার নিকট কোন উপকার করতে পারবে না।(১)

কখনো তিনি রাত্রের ছালাতে বলতেন ঃ

৯। «لِرَبِّيَ الْحَمْدُ لِرَبِّيَ الْحَمْدُ» অর্থ ঃ আমার প্রতিপালকের জন্য সকল প্রশংসা। আমার প্রতিপালকের জন্য সকল প্রশংসা। এই দু'আটি বারংবার পাঠ করতেন যার ফলে তার রুকুর পর দাঁড়ানোর সময় রুকুর সময়ের কাছাকাছি হয়ে যেত। যে রুকু প্রাথমিক দাঁড়ানোর প্রায় সমপরিমাণ ছিল যার ভিতর তিনি সূরা আল-বাক্বারা পাঠ করেছেন।(২)

১০। رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضٰى!

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার জন্য সব প্রশংসা। অত্যধিক পবিত্র প্রশংসা যার মধ্যে ও উপরে বরকত নিহিত। ঠিক ঐভাবে যেভাবে আমাদের প্রতিপালক ভালবাসেন ও সন্তুষ্ট হন।

এ দু'আটি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পিছনে ছালাত আদায়কারী এক ব্যক্তি ঐ সময় বলেছিল যখন তিনি রুকু থেকে মাথা উঠান এবং «سمع الله لمن حمده» বলেন। ছালাত শেষে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন ঃ এক্ষণি (ছালাতে) কে কথা বলেছ? লোকটি বলল ঃ হে

---

(১) মুসলিম, আবু আওয়ানাহ ও আবু দাউদ।

(২) ছহীহ সনদে আবু দাউদ ও নাসাঈ, এটি 'আল-ইরওয়া'তে উদ্ধৃত হয়েছে। (৩৩৫)

আল্লাহর রাসূল আমি বলেছি! রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন ঃ আমি তেত্রিশের উর্ধ্বে ফেরেশতাকে এ বিষয়ে প্রতিযোগিতা করতে দেখলাম যে, তাদের কে কার পূর্বে তা লিপিবদ্ধ করবে।(১)

إطالة هذا القيام ووجوب الاطمئنان فيه

রুকূর পর দণ্ডায়মান দীর্ঘায়িত করা ও তাতে ধীরস্থিরতা ওয়াজিব

পূর্বে যেমন উল্লেখ হয়েছে যে, তিনি তাঁর ক্বিয়াম রুকূর কাছাকাছি দীর্ঘায়িত করতেন, বরং কখনো এই পরিমাণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, দীর্ঘ সময় দাঁড়ানোর কারণে মন্তব্যকারী এমনও বলত যে, তিনি ভুলে গেছেন।(২)

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এতে স্থিরতার জন্য নির্দেশ দিতেন, তিনি ছালাতে ত্রুটিকারীকে বলেছিলেন ঃ

ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما فيأخذ كل عظم مأخذه، وفي رواية :

وإذا رفعت فأقم صلبك، وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها،

وذكرله : أنه لاتتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك *

অতঃপর তুমি তোমার মাথা এভাবে উঠাবে যাতে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পার ও প্রত্যেকটি হাড় স্ব-স্ব স্থানে ফিরে যেতে পারে। অপর বর্ণনায় আছে যখন মাথা উঠাবে তখন মেরু দণ্ডকে সোজা করবে এবং এমনভাবে মাথা উঠাবে যাতে হাড়গুলো স্বীয় জোড়ায় ফিরে যায়।(৩) এবং তাকে এও বলে দেন যে, কারো

---

(১) মালিক, বুখারী ও আবূ দাউদ।

(২) বুখারী, মুসলিম ও আহমাদ। আর এটি 'আল-ইরওয়াতে (৩০৭) উদ্ধৃত হয়েছে।

(৩) বুখারী, মুসলিম শুধু প্রথম শব্দে, দারিমী, হাকিম, শাফিঈ ও আহমাদ অপর শব্দে।

এখানে « عظام » দ্বারা উদ্দেশ্য পীঠের মেরুদণ্ডে অবস্থিত পরস্পর মিলিত হাড় যেমন একটু পূর্বে রুকু থেকে সোজা হওয়ার অধ্যায়ে উল্লেখ হয়েছে। আর « مفاصل » হচ্ছে « مفصل » শব্দের বহুবচন যার অর্থঃ শরীরের প্রত্যেক দুই হাড়ের মিলন কেন্দ্র (জয়েন্ট)। দেখুন আল-'মুজামুল অসীত্ব'।

জ্ঞাতব্য ঃ এই হাদীছের মর্ম সুস্পষ্ট। আর তা হচ্ছে এই যে, কাউমায় (দাঁড়ানোতে) ধীরস্থিরভাবে অবস্থান করা, পক্ষান্তরে মক্কা, মদীনা ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য এলাকায় আমাদের যে ভাইগণ এ হাদীছ থেকে অত্র কাউমায় বাম হাত ডান হাতের উপরে রাখার বৈধতা প্রমাণ করেছেন তা হাদীছটির বর্ণনা সমষ্টি থেকে অনেক দূরে। যে হাদীছটি ফক্বীহদের নিকট ছালাতে ত্রুটিকারীর হাদীছ নামে পরিচিত। বরং এহেন

ছলাত ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণতা লাভ করবে না, যতক্ষণ না সে এ কাজগুলো করবে।
তিনি বলতেন ঃ

لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها ٭

প্রমাণ গ্রহণ বাত্বিল। কেননা উল্লেখিত হাত রাখার কোন আলোচনা উপরোক্ত হাদীছের কোন সূত্রের কোন শব্দে প্রথম ক্বিয়ামেই নেই। অতএব উল্লেখিত ধারণা করার ব্যাখ্যায় রুকুর পর বাম হাতকে ডান হাতের দ্বারা ধারণ করা কিভাবে সিদ্ধ হতে পারে? এই বক্তব্য হল ঐ অবস্থার জন্য প্রযোজ্য যখন হাদীছের শব্দ সমষ্টি এখানে উক্ত ব্যাখ্যার স্বপক্ষে শক্তি যোগায় অথচ এখানে তা না হয়ে শব্দগুলো পরিষ্কারভাবে এর বিপক্ষে প্রমাণ বহন করছে। সর্বোপরি উপরোক্ত হাত রাখার ব্যাপারে মূলতঃ হাদীছটিতে আদৌ কোন বক্তব্য নেই। কেননা «عظام» দ্বারা পিঠের হাড় উদ্দেশ্য যেমনটি পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পূর্বোক্ত কাজও এর সমর্থন করে। যাতে রয়েছে- «استوى حتى يعود كل فقار مكانه....» অর্থ ঃ এমনভাবে সোজা হতেন যে, প্রত্যেকটি জোড়া স্ব-স্ব স্থানে ফিরে যেত। তাই ইনছাফ সহকারে চিন্তা করুন। এ বিষয়ে আমি মোটেও সন্দিহান নই যে, এই কাউমায় বুকের উপর হাত রাখা ভ্রষ্টতাপূর্ণ বিদ'আত, কেননা ছালাতের ব্যাপারে এতসব হাদীছ থাকা সত্ত্বেও কোন একটি হাদীছে আদৌ এর উল্লেখ আসেনি। যদি এর কোন ভিত্তি থাকত তবে অবশ্যই আমাদের পর্যন্ত একটি সূত্রে হলেও কোন বর্ণনা এসে পৌঁছত। একথার সমর্থনে এও রয়েছে যে, সলাফদের মধ্যে কেউই এই আমল করেননি এবং আমার জানামতে কোন হাদীছের ইমাম তা উল্লেখও করেনি।

আর শাইখ তুওয়াইজিরী স্বীয় 'রিসালার' (১৮-১৯) পৃষ্ঠায় ইমাম আহমদ (রহঃ) থেকে যা উল্লেখ করেছেন তার সাথে উপরোক্ত বক্তব্যের কোন দ্বন্দ্ব নেই যাতে তিনি বলেছেন ঃ 'রুকুর পরে কেউ ইচ্ছা করলে স্বীয় হস্তদ্বয় ছেড়েও দিতে পারে এবং বেঁধেও রাখতে পারে (এটা ছালিহ্ বিন ইমাম আহমদ তাঁর 'মাসায়িল' গ্রন্থের ৯০ পৃষ্ঠায় স্বীয় পিতা থেকে যা উল্লেখ করেছেন তারই অর্থ)। দ্বন্দ্ব হওয়ার কারণ এই যে, কথাটি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেননি বরং তা তাঁর গবেষণা ও রাই প্রসূত কথা যা কখনো ভুল হয়ে থাকে। অতএব কোন বিষয় (যেমন উপস্থিত বিষয়টি) বিদ্'আত সাব্যস্ত হওয়ার উপর কোন বিশুদ্ধ দলীল পাওয়া গেলে কোন ইমামের মতে তা বিদ্'আত হওয়ার পথে অন্তরায় হবেনা। যেমন ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ তাঁর কিছু কিতাবাদিতে এ বিষয়টি ধার্য করেছেন। বরং আমি ইমাম আহমদের এ বক্তব্যে এরই প্রমাণ পাচ্ছি যে, তাঁর নিকট উপরোক্ত হাত রাখা হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি কেননা তিনি তা করা ও না করার বেলায় এখতিয়ার দিয়েছেন। তবে সম্মানিত শাইখ কি একথা বলবেন যে, ইমাম রুকুর পূর্বেও হাত রাখার ক্ষেত্রে এখতিয়ার দিয়েছেন। অতএব সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, উপরোক্ত হাত রাখার বিষয়টি হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি। আর এটাই উদ্দেশ্য ছিল। এটা ছিল এই মাস'আলা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা। তবে মাস'আলাটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। কিন্তু এখানে এর সুযোগ নেই বরং তার ঐ প্রতিবাদ পর্বেই রয়েছে যার ইঙ্গিত এই নতুন মুদ্রিত কিতাবের পঞ্চম ভূমিকার ৩০ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

আল্লাহ ঐ বান্দার ছালাতের দিকে তাকান না, যে ছালাতের রুকু ও সাজদার মধ্যে স্বীয় মেরুদণ্ড সোজা করে না।(১)

السجود
সাজদাহ্ প্রসঙ্গ

অতঃপর তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকবীর বলে সাজদার জন্য অবনমিত হতেন।(২) তিনি এ বিষয়ে ছালাতে ত্রুটিকারীকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন ঃ

لاتتم صلاة لأحد من الناس حتى..... يقول : سمع الله لمن حمده،

حتى يستوي قائما ثم يقول : الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ۞

কারো ছালাত ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না.... সে « سمع الله لمن حمده » বলে সোজা হয়ে দাঁড়াবে অতঃপর « الله أكبر » বলবে, অতঃপর এমনভাবে সাজদাহ্ করবে যে, তার জোড়াগুলো সুস্থিরভাবে অবস্থান নেয়।(৩)

كان إذا أراد أن يسجد كبر، ويجافي يديه عن جنبيه، ثم يسجد ۞

তিনি যখন সাজদার ইচ্ছা করতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং হস্তদ্বয় পার্শ্বদ্বয় থেকে দূরে রাখতেন অতঃপর সাজদাহ্ করতেন।(৪)

كان - أحيانا - يرفع يديه إذا سجد ۞

তিনি কখনো সাজদাহ্ করা কালেও হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন।(৫)

---

(১) ছহীহ্ সনদে আহমাদ ও ত্বাবারানী স্বীয় 'আল-কাবীর' গ্রন্থে।

(২) বুখারী ও মুসলিম।

(৩) আবূ দাউদ, হাকিম এবং তিনি একে ছহীহ্ বলেছেন ও যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন।

(৪) আবূ 'ইয়ালা স্বীয় 'মুসনাদে' (ক্বাফ ২৮৪/২) উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন। ইবনু খুযাইমাহ্ (১/৭৯/২) অপর আরেকটি বিশুদ্ধ সনদে।

(৫) নাসাঈ, দারাকুতনী, মুখল্লিছ 'আল ফাওয়াইদ' গ্রন্থে (১/২/২) দুটি বিশুদ্ধ সনদে। এস্থলে হস্ত উত্তোলন দশজন ছাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং এর পক্ষে সালাফদের একদল রয়েছেন, যাদের মধ্যে রয়েছেন ইবনু উমার, ইবনু আব্বাস, হাসান বছরী, ত্বাউস ও তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ্, নাফি' মাউলা ইবনু উমার ও তাঁর পুত্র সালিম, কাসিম ইবনু মুহাম্মদ, আব্দুল্লাহ ইবনু দীনার, আত্বা প্রমুখগণ। আব্দুর==

الخرور إلى السجود على اليدين

হস্তদ্বয়ের উপর ভর করে সাজদায় গমন করা

كان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه *

তিনি মাটিতে হাঁটু রাখার পূর্বে হস্তদ্বয় রাখতেন।(১)

তিনি এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে বলতেন ঃ

إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه *

তোমাদের কেউ যখন সাজদা করে তখন যেন উটের ন্যায় না বসে বরং সে যেন স্বীয় হাঁটুদ্বয়ের পূর্বে হস্তদ্বয় রাখে।(২)

তিনি বলতেন ঃ

إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه،

فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما *

রহমান ইবনু মাহদী বলেছেন, এটা সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত এবং এর উপর সুন্নাতের ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল আমল করেছেন এবং এটি ইমাম মালিক ও শাফি'ঈর একটি মতও বটে।

(১) ইবনু খুযাইমাহ্ (১/৭৬/১) দারাকুত্বনী হাকিম এবং তিনি একে ছহীহ বলেছেন ও যাহাবী তাতে একমত পোষণ করেছেন। এর বিপরীতে যে হাদীছ এসেছে তা ছহীহ নয়। এই মত পোষণ করেছেন ইমাম মালিক। ইমাম আহমদ থেকেও এমনটি এসেছে। ইবনুল জাউযীর 'আতত্বাহকীক' গ্রন্থে (১০৮/২), মারওয়াযী স্বীয় 'মাসায়িল' গ্রন্থে (১/১৪৭/১) ইমাম আওযায়ী' থেকে ছহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন আমি লোকজনকে হাঁটুর পূর্বে হাত রাখার উপর পেয়েছি।

(২) আবূ দাউদ, তাম্মাম 'আল ফাওয়াইদ' গ্রন্থে (ক্বাফ ১০৮/১) ছহীহ সনদে নাসাঈ, 'আছছুগরা' ও 'আল-কুবরা' (৪৭/১ ফটোকপি) বাদশাহ আব্দুল আযীয ইউনিভার্সিটি, মক্কা) আব্দুল হক্ব 'আল-আহকামুল কুবরাতে (৫৪/১) একে ছহীহ বলেছেন এবং "কিতাবুত্তাহাজ্জুদে" (৫৬/১) বলেছেন ঃ এটি পূর্বের হাদীছ অর্থাৎ তার বিরোধী ওয়াইল এর হাদীছ অপেক্ষা উত্তম সনদ বিশিষ্ট বরং এটি যেমন (ওয়াইলের হাদীছ) উপরোক্ত ছহীহ হাদীছ ও তার পূর্বের হাদীছ বিরোধী ঠিক তদ্রুপ সনদের দিক দিয়েও তা ছহীহ নয় এবং এ অর্থে যে সব হাদীছ এসেছে এগুলোও অনুরূপ। দেখুন আমার আলোচনা 'আয্ যঈফাহ্' (৯২৯) ও 'আল ইরওয়া' (৩৫৭)। জেনে রাখুন উটের হাঁটুর পূর্বে হাত রাখার বিষয়ে ব্যতিক্রম হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, সে সর্ব প্রথম হাঁটু রাখে এবং তার হাঁটু হাতের মধ্যে হয়ে থাকে। দেখুন 'লিসানুল আরব' ও অন্যান্য অভিধান গ্রন্থ, ত্বাহাবী ====

মুখমণ্ডল যেমন সাজদাহ করে ঠিক তদ্রূপ হস্তদ্বয়ও সাজদাহ করে থাকে তাই যখন তোমাদের কেউ স্বীয় মুখমণ্ডল মাটিতে রাখতে যাবে তখন যেন (পূর্বে) হস্তদ্বয় রাখে এবং যখন উঠে তখনও যেন পূর্বে হস্তদ্বয় উঠায়।[১]

তিনি হাতের তালু দ্বয়ের উপর ভর করতেন ও বিছিয়ে দিতেন।[২] আর অঙ্গুলিসমূহ মিলিত রেখে[৩] ক্বিবলামুখী করতেন।[৪]

كان يجعلهما حذو منكبيه، وأحيانا حذو أذنيه، كان يمكن أنفه وجبهته من الأرض ॥

তিনি হস্তদ্বয়ের তালুকে কাঁধ বরাবর রাখতেন।[৫] আবার কখনো কান বরাবর রাখতেন।[৬] তিনি স্বীয় নাক ও কপাল মাটিতে মযবুত ভাবে রাখতেন।[৭]

'মুশকিলুল আ-ছা-র' ও 'শারহু মা'য়ানিল আ-ছার' গ্রন্থে এরূপ কথাই উল্লেখ করেছেন। ইমাম ক্বাসিম সরক্বসত্বী রাহিমাহুল্লাহ–ও 'গরীবুল হাদীছে' (২/৭০/১-২) আবূ হুরায়রা থেকে ছহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন যে, আবু হুরায়রাহ্ বলেছেন ঃ "তোমাদের কেউ পলাতক উটের ন্যায় যেন অবতরণ না করে।" ইমাম ক্বাসিম বলেন ঃ এটা সাজদার ব্যাপারে বলা হচ্ছে যে, পূর্ণ ধীরতা ও পর্যায়ক্রমতা বজায় না রেখে বিচলিত উটের ন্যায় নিজেকে নিক্ষেপ না করে এবং ধীরস্থিরতার সাথে অবতরণ করে। প্রথমে হস্তদ্বয় রাখবে অতঃপর হাঁটুদ্বয় রাখবে। এ বিষয়ে ব্যাখ্যা সম্বলিত একটি হাদীছও বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর উপরোল্লিখিত হাদীছ উল্লেখ করেন। ইবনুল কাইয়িম অদ্ভুত এক মন্তব্য করে বলেছেন ঃ যেটা বিবেক সম্মত নয় এবং ভাষাবিদগণও এই ব্যাখ্যার সাথে পরিচিত নন। কিন্তু আমি যেসব প্রমাণপঞ্জির দিকে ইঙ্গিত করেছি তা এর প্রতিবাদ করে এবং এছাড়াও আরো অনেক প্রমাণপঞ্জি আছে। তাই এগুলো অধ্যয়ন করা উচিত, আমি এ বিষয়ে শাইখ তুওয়াইজিরীর প্রতিবাদে লিখিত পুস্তিকায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আশা করি তা অচিরেই প্রকাশ পাবে।

(১) ইবনু খুযাইমাহ্ (১/৭৯/২) আহমদ, সাররাজ, হাকিম একে ছহীহ বলেছেন ও যাহাবী তাতে ঐকমত্য পোষণ করেন। এটি 'আল-ইরওয়া' (৩১৩) এ সন্নিবেশিত হয়েছে।

(২) আবূ দাউদ, হাকিম, তিনি একে ছহীহ বলেছেন ও যাহাবী তাতে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

(৩) ইবনু খুযাইমাহ্, বাইহাক্বী, হাকিম একে ছহীহ বলেছেন ও যাহাবী তাতে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

(৪) ছহীহ্ সনদে বাইহাকী, ইবনু আবী শাইবা (১/৮২/২) ও সাররাজ, অন্য সূত্রে তাওজীহুল আছাবি' গ্রন্থে।

(৫ ও ৭) আবূ দাউদ, তিরমিযী এবং তিনি ও ইবনুল মুলাক্কিন একে ছহীহ বলেছেন (২৭/২) এটি 'আল ইরওয়া' উদ্ধৃত হয়েছে। (৩০৯)

(৬) আবূ দাঊদ ও নাসাঈ ছহীহ সনদে।

তিনি ছালাতে ক্রুটিকারীকে বলেছেন ঃ

«إذا سجدت فمكن لسجودك، وفي رواية : إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك، حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه»

তুমি যখন সাজদাহ করবে তখন সুস্থিরভাবে করবে।(১) অপর বর্ণনায় আছে– তুমি যখন সাজদাহ্ করবে তখন কপাল ও হাত সুস্থিরভাবে রাখবে যাতে তোমার প্রত্যেক অঙ্গ নিজ স্থানে প্রশান্তি অবলম্বন করতে পারে।(২) তিনি বলতেন ঃ

«لاصلاة لمن لايصيب أنفه من الأرض مايصيب الجبين»

ঐ ব্যক্তির ছালাত বিশুদ্ধ হয় না যে কপালের মত করে নাক মাটিতে ঠেকায় না।(৩) তিনি হাঁটুদ্বয় এবং পদদ্বয়ের অগ্রভাগকে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করতেন।(৪) তিনি পদদ্বয়ের বক্ষদেশ ও আঙ্গুলের মাথা কিবলামুখী রাখতেন।(৫) গোড়ালিদ্বয়কে মিলিয়ে রাখতেন।(৬) পদদ্বয় খাড়া করে রাখতেন।(৭) এবং এবিষয়ে নির্দেশও দিয়েছেন।(৮) তিনি পদদ্বয়ের অঙ্গুলিগুলো ভিতরের দিকে গুটিয়ে নিতেন।(৯)

---

(১) ছহীহ্ সনদে আবূ দাউদ ও আহমাদ।

(২) ইবনু খুযাইমাহ্ (১/১০/১) হাসান সনদে।

(৩) দারাকুত্বনী, ত্বাবারানী (৩/১৪০/১) ও আবূ নুয়াইম 'আখবার আছবাহান' গ্রন্থে।

(৪) ছহীহ্ সনদে বাইহাকী, ইবনু আবী শাইবা (১/৮২/২) ও সাররাজ তাওজীহুল আছাবি' গ্রন্থে (২/৩৬৩) অন্য সূত্রে, হাকিম একে ছহীহ্ বলেছেন এবং যাহাবী তাতে একমত পোষণ করেছেন।

(৫) বুখারী, আবূ দাউদ, অতিরিক্ত অংশটি ইবনু রা-হাওয়াইহ্ স্বীয় 'মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, ইবনু সা'য়াদ (৪/১৫৭) ইবনু উমার থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ছালাতাবস্থায় তার সর্বাঙ্গ ক্বিবলামুখী রাখা পছন্দ করতেন, এমনকি স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলিকেও ক্বিবলামুখী রাখতেন।

(৬) ত্বাহাবী ও ইবনু খুযাইমাহ্ (৬৫৪নং) হাকিম। তিনি একে ছহীহ বলেছেন ও যাহাবী তাতে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

(৭) ছহীহ্ সনদে বাইহাকী।

(৮) তিরমিযী, সাররাজ এবং হাকিম একে ছহীহ্ বলেছেন ও যাহাবী তাতে একমত পোষণ করেছেন।

(৯) আবূ দাউদ, তিরমিযী এবং তিনি একে ছহীহ্ বলেছেন, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ এখানে «فتخ» শব্দটি 'খা' অক্ষর দ্বারা গঠিত, যার অর্থঃ অঙ্গুলিগুলোর জোড়ার স্থানকে মুড়িয়ে ভিতরে দিকে গুটিয়ে নিতেন। 'আন্ নিহায়াহ্'।

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই সাতটি অঙ্গের উপর সাজদাহ করতেন ঃ হাতের তালুদ্বয়, হাঁটুদ্বয়, পদদ্বয়, কপাল ও নাক, এখানে তিনি সাজদার ক্ষেত্রে শেষের দুই অঙ্গকে এক অঙ্গ ধরেছেন যেমন তিনি বলেছেন ঃ

«أمرت أن أسجد (وفي رواية : أمرنا أن نسجد) على سبع أعظم : على الجبهة، وأشار بيده على أنفه – واليدين (وفي لفظ : الكفين)، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر»

আমি আদিষ্ট হয়েছি অপর বর্ণনায় আছে আমরা আদিষ্ট হয়েছি যেন আমরা সাতটি অস্থির উপর সাজদাহ করি, যা হচ্ছে– কপাল আর এ বলে তিনি স্বীয় হাত দ্বারা নাকের দিকে ইঙ্গিত(১) করেন, হস্তদ্বয় (অপর শব্দে হাতের তালুদ্বয়) হাঁটুদ্বয়, উভয় পায়ের অগ্রভাগ, আরো আদিষ্ট হয়েছি আমরা যেন কাপড় ও চুল(২) না গুটাই (৩) তিনি বলতেন ঃ

«إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه»

বান্দা যখন সাজদা করে তখন তার সাথে সাতটি অঙ্গ(৪) সাজদাহ করে, সেগুলো হচ্ছে– তার মুখমণ্ডল, হাতের তালুদ্বয়, হাঁটুদ্বয় ও পদদ্বয়।(৫) তিনি পিছনের দিকে চুল বেঁধে রেখে ছালাত আদায়কারী এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন(৬)

إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف وقال أيضا : ذلك كفل الشيطان

---

(১) এখানে «أشار» শব্দটি যেন «أمر» (র অক্ষরে তাশদীদ দ্বারা) শব্দের অর্থে এসেছে। সে জন্য তাকে «إلى» এর পরিবর্তে «على» দ্বারা ব্যবহার (متعدي) করা হয়েছে। ফতহুলবারী দ্রষ্টব্য।

(২) অর্থাৎ আমাদের এগুলো জড় করা ও ছড়াতে না দেয়া। এখানে রুকু ও সাজদাকালে হাত দ্বারা কাপড় ও চুল উঠানো উদ্দেশ্য। (নিহায়াহ)
আমি বলতে চাইঃ এই নিষেধাজ্ঞা ছালাত রত অবস্থার সাথে নির্দিষ্ট নয় বরং আলিমদের অধিকাংশ বিদ্বানের নিকট– যদি কেউ ছালাতের পূর্বে চুল ও কাপড় গুটিয়ে নেয় তবে তাও নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে। এ কথার স্বপক্ষে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আগত হাদীছ সমর্থন যোগায়। যাতে তিনি চুল বাধা অবস্থায় ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

(৩) বুখারী ও মুসলিম। এটি 'আল-ইরওয়া'তে (৩১০) সন্নিবেশিত হয়েছে।

(৪) «آراب» শব্দের অর্থ ঃ অঙ্গসমূহ যা «إرب» শব্দের বহু বচন। যার হামযা অক্ষরে কাসরাহ (যের) ও রা অক্ষরে সাকিন হবে।

(৫ও৬) মুসলিম, আবূ উওয়ানা ও ইবনু হিব্বান।

এ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে জড়াবদ্ধ হয়ে ছালাত আদায় করে।[১] তিনি আরো বলেন ঃ এটি (বাঁধা চুল) হচ্ছে শয়তানের আসন।[২] এখানে খোপার গোড়া উদ্দেশ্য।

«وكان لايفترش ذراعيه، بل كان يرفعهما عن الأرض، ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه، وحتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت»

তিনি বাহুদ্বয় বিছিয়ে রাখতেন না[৩] বরং এ দু'টিকে মাটি থেকে উপরে রাখতেন এবং পার্শ্বদ্বয় থেকে দূরে রাখতেন ফলে পিছন থেকে তাঁর বগলের শুভ্রতা প্রকাশিত হত।[৪] এমনকি যদি বকরীর বাচ্চা[৫] তাঁর হাতের নীচ দিয়ে গমন করতে ইচ্ছা করত তবে তা পারত।[৬] তিনি এত বেশী করে এই দূরত্ব বজায় রাখতেন, যা দেখে তার কোন ছাহাবী বলেন ঃ

«إن كنا لنأوي لرسول الله ﷺ مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد»

সাজদাহকালে হস্তদ্বয়কে পার্শ্বদ্বয় থেকে দূরে রাখার চিত্র দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি মমতা[৭] জাগত[৮] তিনি এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে বলতেন ঃ

---

[১] অর্থাৎ খোপা বাঁধা ও পাকানো। ইবনুল আছীর বলেন ঃ হাদীছের ব্যাখ্যা হচ্ছে– চুল যদি ছড়ানো থাকে, তবে সাজদাকালে তা মাটিতে পড়বে ফলে এর সাজদার ছওয়াব সাজদাকারী পাবে, পক্ষান্তরে যদি বাঁধা থাকে তবে এর অর্থ দাঁড়াল এই যে, এটা সাজদা করলনা, আর তিনি এ ব্যক্তিকে জড়াবদ্ধ লোক তথা দু'হাত বাঁধা ব্যক্তির সাথে এজন্য তুলনা করলেন যে, এমতাবস্থায় সাজদা কালে হাত মাটিতে পড়েনা।
আমি বলতে চাই ঃ ইমাম শাওকানী ইবনুল আরাবী থেকে যা বর্ণনা করেছেন তা থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, এ বিধান কেবল পুরুষদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, মহিলাদের ক্ষেত্রে নয়।

[২] আবূ দাউদ, তিরমিযী এবং তিনি একে হাসান বলেছেন। ইবনু খুযাইমাহ এবং ইবনু হিব্বান একে ছহীহ বলেছেন 'ছহীহ আবূ দাউদ' (৬৫৩)।

[৩] বুখারী ও আবূ দাউদ।

[৪] বুখারী ও মুসলিম, এটি 'আল ইরওয়াতে' (৩৫৯) উদ্ধৃত হয়েছে।

[৫] এখানে মূল হাদীছে «البهمة» শব্দ রয়েছে যা «البهم» শব্দের এক বচন, এর অর্থ হচ্ছে বকরীর বাচ্চা।

[৬] মুসলিম, আবূ উওয়ানাহ ও ইবনু হিব্বান।

[৭] এখানে মূল হাদীছে «نأوي» শব্দ রয়েছে যার অর্থ হচ্ছে– দুঃখ ও মমতা বোধ করা।

[৮] আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ হাসান সনদে।

«إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك» ويقول : «اعتدلوا في السجود ولايبسط أحدكم ذراعيه انبساط (وفي لفظ : كما يبسط) الكلب»، وفي لفظ آخر وحديث آخر : «ولايفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب، وكان يقول : لاتبسط ذراعيك (بسط السبع) وادعم على راحتيك، وتجاف عن ضبعيك، فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك معك»

তুমি যখন সাজদাহ্ করবে তখন তোমার উভয় হাতের তালুদ্বয় (মাটিতে) রাখবে এবং কনুইদ্বয় উঁচু করে রাখবে।(১) তিনি আরো বলতেন ঃ তোমরা সাজদাবস্থায় সোজা থাকবে, আর তোমাদের কেউ যেন স্বীয় বাহুদ্বয় কুকুরের মত মাটিতে বিছিয়ে না রাখে।(২) অপর শব্দে ও অপর হাদীছে রয়েছে ঃ তোমাদের কেউ স্বীয় বাহুদ্বয়কে কুকুরের মত যেন বিছিয়ে না রাখে(৩) তিনি বলতেন ঃ তুমি হিংস্র প্রাণীর ন্যায় বাহুদ্বয় বিছিয়ে দিওনা, আর হাতের তালুদ্বয়ের উপর ভর রাখবে এবং বাহুদ্বয়কে দূরে রাখবে(৪) এমনটি করতে পারলে (বুঝে নিবে) যে, তোমার সাথে প্রতিটি অঙ্গ সাজদাহ্ করেছে।(৫)

وجوب الطمانينة في السجود

সাজাদায় ধীরস্থিরতা অবলম্বন অপরিহার্য

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রুকু ও সাজদাহ পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করার নির্দেশ দিতেন এবং যে ব্যক্তি তা করতনা তাকে ক্ষুধার্ত ব্যক্তির সাথে তুলনা করতেন যে দু'একটি খেজুর খায়, তাতে মোটেও তার ক্ষুধা দূর হয় না। এহেন এমন লোক সম্পর্কে তিনি বলতেন ঃ «إنه من أسوأ الناس سرقة»

---

(১) মুসলিম ও আবূ উওয়ানাহ্।

(২) বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ ও আহমাদ।

(৩) আহমাদ ও তিরমিযী এবং তিনি একে ছহীহ বলেছেন।

(৪) এখানে মূল হাদীছে «تجاف» শব্দের অর্থ হচ্ছে দূরে রাখবে, আর «ضبع» শব্দের অর্থ হচ্ছে বাহুর মধ্যভাগ। 'আন নিহায়া'

(৫) ইবনু খুযাইমা (১/৮০/২) মাক্বদিসী 'আল মুখতারা' গ্রন্থে, হাকিম মুসতাদরাক গ্রন্থে এবং তিনি একে ছহীহ বলেছেন ও যাহাবী তাতে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

এ হচ্ছে নিকৃষ্টতম চোর। যে ব্যক্তি রুকূ ও সাজদায় স্বীয় মেরুদণ্ডকে সোজা করেনা তিনি তার ছালাত বাতিল বলে ফায়ছালা দিতেন। বিস্তারিত ব্যাখ্যা রুকূ অধ্যায়ে অতিবাহিত হয়েছে এবং সাজদায় স্থিরতা অবলম্বনের ক্ষেত্রে ছালাতে ত্রুটিকারীকে তিনি যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাও এই অধ্যায়ের শুরুতে উল্লেখ হয়েছে।

أذكار السجود

সাজদার যিকরসমূহ

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই রুক্‌ন আদায় করা কালে বিভিন্ন ধরনের যিক্‌র ও দু'আ পাঠ করতেন, যার মধ্যে একেক সময় তিনি একেকটা অবলম্বন করতেন। যথা–

১। «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى»

অর্থ ঃ আমি আমার সুউচ্চ প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

এ দু'আটি তিনবার পড়তেন।[১] কখনো তিনি এর অধিকবার দু'আটি আওড়াতেন[২] এক পর্যায়ে তিনি রাত্রিকালীন নফল ছালাতে এত বেশী পরিমাণ দু'আটি পাঠ করেন যার ফলে তাঁর সাজদা প্রায় দাঁড়ানোর পরিমাণ দীর্ঘায়িত হয়েছিল অথচ ঐ দাঁড়ানোতে তিনি তিনটি দীর্ঘ সূরা পাঠ করেছিলেন সেগুলো হচ্ছে 'বাকারা', 'নিসা' 'আলু-ইমরান' যার ভিতর দু'আ ও ইসতিগফারও ছিল। যেমনটি 'রাত্রিকালীন ছালাতে' অতিক্রান্ত হয়েছে।

২। «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ»

অর্থ ঃ সর্বাধিক সমুন্নত স্বীয় প্রভুর প্রশংসাসহ পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি। এই দু'আ তিনি তিনবার পাঠ করতেন।[৩]

৩। «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ» [৪]

---

[১] আহমাদ, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ, দারাকুতনী, ত্বাহাবী, বায্‌যার, ত্বাবরানী, 'আল-কাবীর' গ্রন্থে সাতজন ছাহাবী থেকে। রুকূর যিকর (পৃষ্ঠা– ১১৫-১১৬) এর টীকা দ্রষ্টব্য।

[২] পূর্বোল্লিখিত টীকা (পৃষ্ঠা– ১১৫-১১৬) দ্রষ্টব্য।

[৩] ছহীহ, আবূ দাউদ, দারাকুতনী, আহমাদ, ত্বাবরানী ও বাইহাক্বী।

[৪] মুসলিম ও আবূ উওয়ানাহ।

(এ দু'আটির অর্থ পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে পৃষ্ঠা– ১১৬)

৪। سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ! رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن ●

এ দু'আটির অর্থ পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে পৃষ্ঠা–...... [১]

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ দু'আটি রুকু ও সাজদাহতে বেশী বেশী পড়তেন (এর দ্বারা) কুরআন এর মর্ম বাস্তবায়ন করতেন।

৫। اَللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ (وَأَنْتَ رَبِّيْ) سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُوَرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ●

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার উদ্দেশে সাজদা করলাম এবং তোমার উপরে ঈমান আনলাম এবং তোমার বশ্যতা স্বীকার করলাম, তুমি আমার প্রতিপালক। আমার মুখমণ্ডল সেই যাতকে সাজদাহ করল যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সুন্দর আকৃতি দান করেছেন এবং তিনি তাতে চক্ষু-কর্ণ সৃষ্টি করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ বরকতময় সর্বোত্তম স্রষ্টা।[২]

৬। اَللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার সব গুনাহ ক্ষমা করে দাও, ক্ষমা করে দাও ছোট, বড়, পূর্বের, পরের, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব গুনাহ।[৩]

৭। سَجَدَ لَكَ سَوَادِيْ وَخَيَالِيْ وَآمَنَ بِكَ فُؤَادِيْ، أَبُوْءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ هٰذِيْ يَدِيْ وَمَا جَنَيْتُ عَلَىٰ نَفْسِيْ ●

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমার উদ্দেশে আমার অন্তর ও মস্তিষ্ক সাজদাহ করল, তোমার উপর আমার হৃদয় ঈমান আনয়ন করল, আমি আমার উপরে তোমার

---

[১] বুখারী ও মুসলিম, এটি রুকুর যিকরসমূহেরও অন্তর্ভুক্ত, পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এতে কুরআনে উল্লেখিত নির্দেশের উপর আমল করতেন।

[২] মুসলিম, আবু উওয়ানাহ, ত্বাহাবী ও দারাকুতনী।

[৩] মুসলিম ও আবু উওয়ানাহ।

প্রদত্ত নিয়ামতের স্বীকারোক্তি জানাচ্ছি, আমার এ দু'হাতের কামাই ও স্বীয় সত্ত্বার উপর কৃত অন্যায় কর্মও স্বীকার করে নিচ্ছি।[১]

৮। سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ۞

অর্থ ঃ (এই দু'আর অর্থ রুকুতে অতিবাহিত হয়েছে, পৃষ্ঠা– ১১৭।) এটি ও এর পরবর্তী দু'আগুলো তিনি রাত্রিকালীন নফল ছলাতে পাঠ করতেন।[২]

৯। سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ۞

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আম তোমার প্রশংসাসহ পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি, তুমি ব্যতীত প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই।[৩]

১০। اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ۞

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার গোপনে ও প্রকাশ্যে কৃত অপরাধ ক্ষমা কর।[৪]

১১। اَللَّهُمَّ! اجْعَلْ فِيْ قَلْبِي نُوْرًا، (وَفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا)، وَاجْعَلْ فِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ مِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا، وَعَنْ يَمِيْنِيْ نُوْرًا، وَعَنْ يَسَارِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ أَمَامِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ خَلْفِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ فِيْ نَفْسِيْ نُوْرًا، وَأَعْظِمْ لِيْ نُوْرًا۞

অর্থ ঃ হে আল্লাহ তুমি আমার অন্তরে, জিহ্বায়, কানে, চোখে, নীচে-উপরে, ডানে-বামে, সামনে-পিছনে এবং স্বয়ং আমার সত্ত্বায় নূর দান কর। আমাকে এসবে বিপুল পরিমাণ নূর দান কর।[৫]

১২। اَللَّهُمَّ! إِنِّيْ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوْذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ

---

[১] ইবনু নছর, বায্যার, হাকিম এবং তিনি একে ছহীহ বলেছেন। কিন্তু যাহাবী তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তবে উক্ত হাদীছের পক্ষে বহু সাক্ষ্য প্রদানকারী বর্ণনা মূল কিতাবে রয়েছে। ('অতএব হাদীছ গ্রহণযোগ্য')।

[২] ছহীহ সনদে আবূ দাউদ, নাসাঈ, রুকুর অধ্যায়ে এর ব্যাখ্যা উল্লেখ হয়েছে।

[৩] মুসলিম, আবূ উওয়ানা, নাসাঈ ও ইবনু নাছর।

[৪] ইবনু আবী শাইবাহ (৬২/১১২/১) ও নাসাঈ। হাকিম একে ছহীহ বলেছেন ও যাহাবী এতে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

[৫] মুসলিম, আবূ উওয়ানাহ, ইবনু আবী শাইবা 'আল-মুছান্নাফ' (১২/১০৬/২৩১১২/১)।

عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে তোমার অসন্তুষ্টি থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, তোমার ক্ষমা গুণের মাধ্যমে তোমার শাস্তি থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, তোমার অসীলায় তোমার পাকড়াও থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, আমি তোমার প্রশংসা করে শেষ করতে পারব না। তুমি ঐ রূপ যেমন তুমি নিজে প্রশংসা করেছ।[১]

النهي عن قراءة القرآن في السجود

সাজদায় কুরআন পড়া নিষেধ

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রুকু' এবং সাজদায় কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করতেন, তবে এই রুকনটিতে তিনি বেশী করে দু'আ করার নির্দেশ দিতেন, যেমন রুকু' অধ্যায়ে উল্লেখ হয়েছে।

তিনি বলতেন ঃ

« أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء فيه »

বান্দাহ আল্লাহর সর্বাধিক নিকটতম অবস্থায় থাকে তখনই যখন সে সাজদা করে, তাই এমতাবস্থায় তোমরা বেশী করে দু'আ কর।[২]

إطالة السجود

সাজদাকে দীর্ঘায়িত করা

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় সাজদাহকে রুকুর কাছাকাছি দীর্ঘায়িত করতেন, আবার কখনোবা কোন কারণ বশতঃ তারও অধিক পরিমাণ

---

[১] মুসলিম, আবূ উওয়ানাহ, ইবনু আবী শাইবা 'আল-মুছান্নাফ' (১২/১০৬/২৫১১২/১)।

[২] মুসলিম, আবূ উওয়ানাহ, বাইহাকী, এটি 'আল-ইরওয়া' গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে- (৪৫৬)।

দীর্ঘ করতেন, যেমন কিছু সংখ্যক ছাহাবী বলেন ঃ

« خرج علينا رسول الله ﷺ في إحدى صلاتي العشي (الظهر أو العصر) وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم النبي ﷺ فوضعه (عند قدمه اليمنى) ثم كبرللصلاة فصلى، فسجد بين ظهر اني صلاته سجدة أطالها، قال : فرفعت رأسي (من بين الناس) فإذا الصبي على ظهر رسول الله ﷺ وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي فلما قضى رسول الله ﷺ الصلاة، قال الناس : يا رسول الله! إنك سجدت بين ظهراني صلاتك (هذه) سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر، أو أنه يوحى إليك! قال :

(كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته) »

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যুহরের বা আছরের মধ্যে যে কোন এক ছালাতে হাসান বা হুসাইনকে কোলে করে নিয়ে আসেন। তিনি (ইমামতের স্থলে) অগ্রসর হয়ে তাকে স্বীয় ডান পায়ের নিকটে রাখেন অতঃপর ছালাতের উদ্দেশ্যে তাকবীর বলেন এবং ছালাত আদায় করেন। তাঁর এই ছালাতে একটি সাজদাকে দীর্ঘায়িত করলে লোকজনের মধ্য হতে আমি স্বীয় মস্তক উত্তোলন করি। দেখতে পেলাম যে, বালকটি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পিঠের উপরে রয়েছে আর তিনি সাজদারত অবস্থায় রয়েছেন, এ দেখে আমি আবার সাজদায় চলে যাই। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছালাত শেষ করলে লোকজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ছালাতে একটি সাজদাকে এতই দীর্ঘায়িত করেছেন যে, আমাদের এই ধারণা হয়েছিল যে, সম্ভবত একটা কিছু ঘটেছে অথবা ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে। তিনি বললেন ঃ ও সবের কোনটাই নয় বরং আমার এই ছেলেটি আমার উপরে আরোহণ[১] করেছিল, ফলে

---

(১) এখানে মূলে « ارتحلني » শব্দ রয়েছে যার অর্থ হচ্ছে– আমার পিঠে চড়ে আমাকে আরোহণের বাহনে পরিণত করল আর « فكرهت أن أعجله » এখানে « أعجله » শব্দটি « تعجيل » অথবা « إعجال » মাসদার থেকে উদ্গত।

তার চাহিদা পূর্ণ না হতেই তাকে জলদি নামিয়ে দেয়া অপছন্দ মনে করেছি।[১]

অপর হাদীছে এসেছে ঃ

كان صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا منعوهما أشار إليهم أن دعوهما فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره وقال : «من أحبني فليحب هذين» ۞

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ছালাত আদায় কালে সাজদায় যেতেই হাসান ও হুসাইন তাঁর পিঠে লাফিয়ে চড়ে বসত, অন্যরা তাদেরকে নিষেধ করতে গেলেই তিনি ইঙ্গিতে বলতেন যে, তাদেরকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে রাখ। অতঃপর ছালাত শেষ করে তাদেরকে কোলে বসিয়ে বললেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে ভাল বাসে সে যেন এই দু'জনকেও ভালবাসে।[২]

فضل السجود
সাজদার ফযীলত

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতেন ঃ

ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة، قالوا وكيف تعرفهم يارسول الله! في كثرة الخلائق؟ قال : أرأيت لو دخلت صيرة فيها خيل دهم

---

[১] নাসাঈ, ইবনু আসাকির (৪/২৫৭/১-২) ও হাকিম এবং তিনি একে ছহীহ বলেছেন ও যাহাবী তাতে একমত পোষণ করেছেন।

[২] ইবনু খুযাইমাহ স্বীয় 'গ্রন্থে' (৮৮৭) ইবনু মাসউদ থেকে হাসান সনদে, বাইহাকী মুরসাল সনদে (২/২৬৩) ইবনু খুযাইমাহ এর জন্য অধ্যায় রচনা করেন। "অর্থবহ ইঙ্গিত দ্বারা ছালাত বাত্বিল বা বিনষ্ট না হওয়ার প্রমাণুল্লেখের অধ্যায়।"

আমি বলতে চাই– এ বিষয়টি ঐ সকল তথ্যজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত যা রায় পন্থীরা হারাম করে বসেছে, অথচ এ বিষয়ে অনেক হাদীছ বুখারী মুসলিমসহ অন্যান্য কিতাবাদিতে রয়েছে।

بهم وفيها فرس أغر محجل أما كنت تعرفه منها؟ قال : بلى قال : فإن أمتي

يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء ٭

আমার যে কোন উম্মতকে কিয়ামতের দিন আমি চিনে নিতে পারব। ছাহাবাগণ বললেন ঃ এতসব সৃষ্টিকুলের মধ্যে আপনি তাদেরকে কিভাবে চিনবেন হে আল্লাহর রাসূল? তিনি উত্তরে বললেন ঃ তুমি যদি কোন আস্তাবলে[১] প্রবেশ কর যেখানে নিছক কাল ঘোড়ার মধ্যে এমন সব ঘোড়াও থাকে যেগুলোর হাত পা[২] ও মুখ ধবধবে সাদা তবে কি তুমি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে না? ছাহাবী বললেন ঃ হ্যাঁ, পারব। তিনি বললেন ঃ ঐ দিন সাজদার কারণে আমার উম্মতের চেহারা[৩] সাদা ধবধবে হবে, আর ওযূর কারণে হাত-পা উজ্জ্বল সাদা[৪] হবে।[৫] তিনি আরো বলতেন ঃ

إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، أمر الله الملائكة أن يخرجوا

من يعبد الله، فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار

أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر

السجود ٭

---

(১) এখানে মূলেঃ «صيرة» শব্দের অর্থ ঃ আস্তাবল– যা পশুর জন্যে পাথর অথবা বৃক্ষের ডাল-পালা দ্বারা বানানো হয়। এর বহু বচন হচ্ছে– «صير» 'আননিহায়াহ'। পূর্বের মুদ্রণগুলোতে «صبرة» শব্দ বসানো ছিল যার অর্থ (পেশ দ্বারা) স্তুপীকৃত বস্তু বুঝায়। এটি ভুল ছিল যা সম্মানিত শাইখ বকর বিন আব্দুল্লাহ আবু যাইদ ২০-২-১৪০৯ হিজরী পত্র মারফত আমাকে অবহিত করেছেন। আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

(২) এখানে মূলে যে «أضجل» শব্দ রয়েছে তার অর্থ হচ্ছে এমন ব্যক্তি যার হাত ও পা-র বেড়ি বন্ধনের স্থান পর্যন্ত উচ্চে শুভ্রতা ছড়ায় যা কব্জি অতিক্রম করে কিন্তু হাঁটু অতিক্রম করে না। কেননা এ দু'টি হাজল তথা নুপুর ও বেড়ি বন্ধনের স্থান। শুধু এক হাতের বা দুই হাতের শুভ্রতা দ্বারা «محجل» হবেনা যতক্ষণ না এক বা উভয় পায়েও তা বিদ্যমান থাকবে।

(৩) মূলে «الغرة» শব্দটির অর্থঃ মুখমণ্ডলের শুভ্রতা। এখানে উযূর মাধ্যমে মুখ মণ্ডলের শুভ্রতা উদ্দেশ্য।

(৪) এখানে «محجلون» শব্দের অর্থ হচ্ছে– উযূর মাধ্যমে হাত, পা ও মুখমণ্ডলের সাদা= স্থানসমূহ। মানুষের দু'হাত, পা ও চেহারায় ফুটে উঠা চিহ্নকে ঘোড়ার হাত, পা ও চেহারার শুভ্রতার সাথে রূপকার্থে সদৃশতা দেয়া হয়েছে।

(৫) ছহীহ সনদে আহমাদ, তিরমিযী এর কিয়দাংশ বর্ণনা করে ছহীহ বলেছেন। হাদীছটিকে 'আছ্ ছাহীহা' গ্রন্থে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

আল্লাহ যখন জাহান্নামীদের কাউকে দয়া করতে চাইবেন তখন ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিবেন ঐ লোকদের বের করার জন্য যারা আল্লাহর ইবাদত করতো। অনন্তর তারা তাদেরকে বের করবেন। তারা তাদেরকে সাজদার চিহ্নসমূহ দেখে চিনে নিবেন। আল্লাহ আগুনের উপর সাজদার চিহ্ন ভক্ষণ হারাম করে দিয়েছেন। এভাবে তারা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করবেন। বস্তুতঃ আদম সন্তানের সর্বাঙ্গ আগুন ভক্ষণ করবে শুধু সাজদার স্থান ব্যতীত।[১]

السجود على الأرض والحصير
মাটি ও চাটাই এর উপর সাজদাহ্ করা

وكان يسجد على الأرض كثيرا ※

তিনি মাটির উপরেই বেশীর ভাগ সাজদা করতেন।[২]

كان أصحابه يصلون معه في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض، بسط ثوبه فسجد عليه ※

ছাহাবাগণ কঠিন গরমের ভিতর তাঁর সাথে ছালাত আদায় করা কালে যিনি স্বীয় কপাল মাটিতে ঠেকাতে পারতেন না তিনি তার কাপড় বিছিয়ে দিয়ে তার উপর সাজদা করতেন।[৩]

আর তিনি এ কথা বলতেন ঃ

.....وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما

---

[১] বুখারী ও মুসলিম। এ হাদীছে পাওয়া যাচ্ছে যে, পাপী মুছাল্লীগণ জাহান্নামে চীরস্থায়ী হবে না, এমনিভাবে অলসতাবশত ছালাত তরককারী তাওহীদবাদী ব্যক্তিও চীরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। এ বিষয়টি বিশুদ্ধভাবে সাব্যস্ত হয়েছে দেখুন 'আছ্ ছাহীহা' (২০৫৪)।
(উল্লেখ্য যে, শেষোক্ত কথাটি লেখকের মত যা সংশ্লিষ্ট হাদীছের মর্ম বিরোধী —সম্পাদক)

[২] কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মসজিদ চাটাই বা অন্য কিছু দ্বারা কার্পেটিং করা ছিল না। এ বিষয়ে প্রমাণ বহনকারী অনেক হাদীছ রয়েছে তন্মধ্যে পরবর্তী হাদীছ এবং আবু সাঈদ (রযিয়াল্লাহু আন্হু)-এর আসন্ন হাদীছ প্রণিধান যোগ্য।

[৩] মুসলিম ও আবূ উওয়ানাহ্।

أدركت رجلا من أمتي الصلاة، فعنده مسجده، وعنده طهوره، وكان من

قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم »

আমার ও আমার উম্মতের জন্য গোটা পৃথিবীকে মসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনের উপযোগী করে দেয়া হয়েছে। অতএব যেখানেই কোন লোকের ছালাত উপস্থিত হবে সেখানেই তার জন্য মসজিদ তথা ছালাতের স্থান এবং পবিত্রতা অর্জনের উপাদান রয়েছে। আমার পূর্বেকার লোকেদেরকে এ ব্যাপারে বিরাট অসুবিধা পোহাতে হত, তারা কেবল গীর্জা ও উপাসনালয়গুলোতেই ছালাত আদায় করতে পারত।[১]

কখনো তিনি ভিজা মাটি ও পানির উপর সাজদাহ করতেন, এ ঘটনাই ঘটেছিল একুশ রমাযানের রাত্রের ফজরে। সে রাত্রে আসমান থেকে বৃষ্টিপাত হওয়ায় মসজিদের ছাদ (চাল) বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়েছিল, আর তা ছিল খেজুরের ডাল দ্বারা নির্মিত। এ কারণেই তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পানি ও ভিজা মাটির (কাদার) উপর সাজদাহ করেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন ঃ

فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته وأنفه

أثر الماء والطين ۞

আমার চক্ষুদ্বয় রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এবং তাঁর কপাল ও নাককে পানি ও মাটির চিহ্ন যুক্ত অবস্থায় দেখেছে।[২]

وكان يصلي على الخمرة أحيانا، وعلى الحصير أحيانا، وصلى عليه

مرة وقد اسود من طول ما لبس ۞

তিনি কখনো কাপড়ের টুকরোর[৩] উপর আবার কখনো, চাটাই[৪] এর উপর

---

[১] আহমাদ, সাররাজ ও বাইহাকী, ছহীহ সনদে।

[২ ও ৩] বুখারী ও মুসলিম। হাদীছে خمرة। শব্দের অর্থ হচ্ছে তাল জাতীয় বৃক্ষের পাতা দ্বারা তৈরী ছোট চাটাই যার উপর সাজদাকালে কপাল রাখা যায়। حصير এই পরিমাণ ব্যতীত অন্য কিছুর উপর প্রয়োগ হয়না। 'আন নিহায়াহ'।

[৪] মুসলিম ও আবু উওয়ানা।

ছালাত আদায় করতেন। কখনো তিনি এমন চাটাই এর উপরেও ছালাত পড়েছেন যা দীর্ঘকাল ব্যবহারের কারণে কাল রূপ ধারণ করেছে।[১]

الرفع من السجود ٭
সাজদাহ থেকে উঠা

كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود مكبراً ۞

অতঃপর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'আল্লাহু আকবার' বলে সাজদাহ থেকে মাথা উঠাতেন।[২] এ বিষয়ে ছালাতে ত্রুটিকারীকে নির্দেশ দিয়ে বলেন ঃ

لايتم صلاة لأحد من الناس حتى......يسجد، حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول : الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا ۞

কোন ব্যক্তির ছালাত ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না যতক্ষণ.... না এভাবে সাজদা করবে যে, তার দেহের প্রত্যেকটি জয়েন্ট সুস্থিরভাবে অবস্থান নেয় অতঃপর 'আল্লাহু আকবার' বলে স্বীয় মস্তক উত্তোলন করবে এবং সোজা হয়ে বসবে।[৩] তিনি কখনও এই তাকবীরের সাথে হস্ত উত্তোলন করতেন[৪]

---

[১] বুখারী ও মুসলিম। অত্র হাদীছে একথার প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে যে, কোন বস্তুর উপর বসাকে এক পর্যায়ের পরিধানও বলা যায়। অতএব রেশমী কাপড়ের উপর বসা হারাম প্রমাণিত হল যেহেতু বুখারী মুসলিমসহ অন্যান্য কিতাবে এটা পরিধান করা হারাম সাব্যস্ত হয়েছে। বরং বুখারী-মুসলিমে স্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, তাই বড় আলিমদের ভিতর থেকে যিনি একে বৈধ বলেছেন তাঁর কথায় ধোঁকা খাবেন না।

[২] বুখারী ও মুসলিম।

[৩] আবূ দাউদ ও হাকিম এবং তিনি একে ছহীহ বলেছেন ও যাহাবী তাতে একমত পোষণ করেছেন।

[৪] ছহীহ সনদে আহমাদ ও আবূ দাউদ। ইমাম আহমাদের নিকট এই স্থানে এবং প্রত্যেক তাকবীরের সময় হস্ত উত্তোলন সুন্নতসম্মত। ইবনুল কাইয়িম 'আল বাদাই' (৪/৮৯) গ্রন্থে লিখেন ঃ 'আছরম (মূলতঃ ইবনুল আছরম) তাঁর থেকে উদ্ধৃত করেন যে, ইমাম সাহেবকে হস্ত উত্তোলন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, প্রতি উত্তরে তিনি বলেন ঃ ইহা প্রত্যেক উঁচু-নিচুর সময় করণীয়, আছরম বলেন ঃ আমিও আবু আব্দিল্লাহকে দেখেছি তিনি ছালাতে প্রত্যেক উঁচু-নিচু হওয়ার সময় হস্ত উত্তোলন করতেন। ===

« ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها [مطمئنا] »

অতঃপর স্বীয় বাম পা বিছিয়ে তার উপর সুস্থিরভাবে বসতেন।[১] এ ব্যাপারে ছালাতে ক্রটিকারীকে তিনি নির্দেশ দিয়ে বলেন ঃ

« إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى »

তুমি যখন সাজদা করবে তখন স্থির হয়ে তা করবে আর যখন উঠবে তখন স্বীয় বাম উরুর উপর বসবে।[২]

« وكان ينصب رجله اليمنى، ويستقبل بأصابعها القبلة »

তিনি স্বীয় ডান পা খাড়া রাখতেন।[৩] এবং অঙ্গুলিগুলো কিবলামুখী রাখতেন।[৪]

الإقعاء بين السجدتين

দুই সাজদার মধ্যে পায়ের গোড়ালির উপর বসা

كان أحيانا يقعي ينتصب على عقبيه وصدور قدميه *

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনও ইক্আ' করে তথা উভয় গোড়ালি ও পায়ের বক্ষদেশের উপর দাঁড় করিয়ে তার উপর বসতেন।[৫]

শাফি'ঈদের মধ্য হতে এ কথার প্রবক্তা ইবনুল মুনযির ও আবূ আলী। এটি ইমাম মালিক ও শাফিঈরও একটি বক্তব্য, 'তুরহুত্তাছরীব' দ্রষ্টব্য। এ স্থানে আনাস ইবনু উমার, নাফি' তাউস, হাসান বাছরী, ইবনু সীরীন, আবূ আইয়ূব সাখতিয়ানী প্রমুখগণ থেকেও বিশুদ্ধ সনদে হস্ত উত্তোলন সাব্যস্ত হয়েছে। (দেখুন 'মুছান্নাফ ইবনু আবী শাইবাহ- ১/১০৬)।

[১] বুখারী 'জুযউ রাফ্‌ইল ইয়াদাইন' আবূ দাউদ ছহীহ সনদে, মুসলিম ও আবূ উওয়ানাহ্ এটি 'আল ইরওয়া' গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। (৩১৬)

[২] উত্তম সনদে আহমাদ ও আবূ দাউদ।

[৩] বুখারী ও বাইহাকী। [৪] ছহীহ সনদে নাসাঈ।

[৫] মুসলিম, আবূ উওয়ানা, আবুশ শাইখ 'মা-রাওয়াহু আবুয্ যুবাইর আন জাবির গ্রন্থে (নং ১০৪-১০৬), বাইহাকী। ইবনুল কাইয়িম ভুল বশত, দুই সাজদার মধ্য খানে পা বিছিয়ে বসার কথা উল্লেখ করে বলেছেন ঃ "নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এ বৈঠকে এ পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতি বর্ণিত হয়নি।

আমি বলতে চাই ঃ কথাটি কিভাবে সঠিক হতে পারে যেখানে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ছহীহ মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযীতে এই হাদীছ==

وجوب الاطمئنان بين السجدتين

দুই সাজদার মধ্যবর্তী অবস্থায় স্থিরতা অবলম্বন ওয়াজিব

كان صلى الله عليه وسلم يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ۞

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুই সাজদার মধ্যবর্তী অবস্থায় এমনভাবে স্থিরতা অবলম্বন করতেন যার ফলে প্রত্যেক হাড় স্ব স্ব স্থানে ফিরে যেত।[১] তিনি এ বিষয়ে ছালাতে ত্রুটিকারীকে নির্দেশ দিয়ে বলেন ঃ

لاتتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك ۞

এমনটি না করা পর্যন্ত তোমাদের কারো ছালাত পূর্ণ হবে না।[২]

وكان يطيلها حتى تكون قريبا من سجدته، وأحيانا يمكث حتى يقول القائل : قد نسي ۞

বৈঠককে এতই দীর্ঘায়িত করতেন যে প্রায় সাজদার পরিমাণ হয়ে যেত।[৩] আবার কখনও এত দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত অবস্থান করতেন যে, কেউ কেউ মনে মনে

বর্ণিত হয়েছে এবং তিরমিযী একে ছহীহ বলেছেন অন্যান্যরাও এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন দেখুন 'আছছাহীহা' (৩৮৩)। বাইহাকীতেও হাসান সনদে ইবনু উমার থেকে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে যাকে ইবনু হাজার ছহীহ্ বলেছেন। আবু ইসহাক আল-হারবী 'গারীবুল হাদীছ' (খণ্ড ৫/১২/১) তাউস থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইবনু উমার ও ইবনু আব্বাসকে ইক্বআ' করতে দেখেছেন, এর সনদ বিশুদ্ধ। আল্লাহ ইমাম মালিককে রহম করুন। তিনি বলেছিলেন- 'আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যিনি কারো কোন কথা অগ্রাহ্য করেন না এবং তার কোন কথা অগ্রাহ্য হবে না- কেবল এই কবরবাসী ব্যতীত; এ কথা বলে তিনি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবরের দিকে ইঙ্গিত করতেন। এই সুন্নতের উপর ছাহাবা, তাবিঈন ও অন্যান্যদের একদল আমল করেছেন। এ বিষয়ে আমি মূল কিতাবে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। আমার আরেকটি কথা হচ্ছে এই যে, এখানে উল্লেখিত ইক্বআ' নিষিদ্ধ ইক্বআ' থেকে ভিন্ন, যা তাশাহ্হুদের বৈঠকের আলোচনায় আসবে।

[১] ছহীহ সনদে আবূ দাউদ ও বাইহাকী।

[২] আবূ দাউদ, হাকিম এবং তিনি একে ছহীহ বলেছেন ও যাহাবী তাতে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

[৩] বুখারী ও মুসলিম।

বলতে লাগত, নিশ্চয় তিনি ভুলে গেছেন।[১]

الأذكار بين السجدتين
দুই সাজদার মধ্যে পঠিতব্য দু'আ ও যিকরসমূহ

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই বৈঠকে বলতেন ঃ

১। اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَارْفَعْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ ۞

অপর বর্ণনায় اللّٰهُمَّ শব্দের পরিবর্তে رب শব্দ এসেছে।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর, ক্ষতি পূরণ কর, মর্যাদা বৃদ্ধি কর, হিদায়াত দাও, নিরাপত্তা ও জীবিকা দান কর।[২]

২। কখনও তিনি বলতেন ঃ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ اغْفِرْ لِيْ ۞

অর্থ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে ক্ষমা কর।[৩] উপরোক্ত দুটি দু'আ তিনি রাত্রিকালীন নফল ছালাতে পাঠ করতেন।[৪] অতঃপর তিনি

---

[১] বুখারী, মুসলিম। ইবনুল কাইয়িম বলেন ঃ ছাহাবাদের যুগ অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর থেকে লোকজন এই সুন্নত পরিত্যাগ করেছে, পক্ষান্তরে যারা হাদীছকে ফয়ছালা দানকারী হিসাবে বরণ করে নিয়েছে এবং এর বিপরীত কোন বক্তব্যের দিকে ভ্রূক্ষেপ করেনা, তারা এই আদর্শ বিরুদ্ধ কোন কিছুর তোওয়াক্কাই করে না।

[২] আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, হাকিম এবং তিনি একে ছহীহ বলেছেন ও যাহাবী তাতে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

[৩] হাসান সনদে ইবনু মাজাহ, ইমাম আহমাদ এই দু'আ গ্রহণ করেন। ইসহাক ইবনু রা-হাওয়াইহ্ বলেন ঃ ইচ্ছা করলে এ দু'আ তিনবার বলবে অথবা ইচ্ছা করলে اللهم اغفرلى বলবে, কেননা দুই সাজদার মধ্যখানে দুটি দু'আই নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে উল্লেখ হয়েছে, যেমন রয়েছে– 'মাসা-ইলুল ইমাম আহমদ ও ইসহাক বিন রা-হাওয়াইহ্' এর গ্রন্থে ইসহাক আল-মারওয়াযীর বর্ণনা মতে। (পৃষ্ঠা ১৯)

[৪] এটি ফরয ছালাতে পড়া রীতি বিরুদ্ধ নয়। যেহেতু ফরয এবং নফলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, এ মতই পোষণ করেন ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক। তারা মনে করেন যে, এটা ফরয এবং নফল উভয় ছালাতেই বৈধ যেমন ইমাম তিরমিযী উদ্ধৃত করেন, ইমাম ত্বাহাবীও 'মুশকিলুল আ-ছা-র' গ্রন্থে এর বৈধতা স্বীকার করেন। বিশুদ্ধ চিন্তা-বিবেচনাও এ কথার সমর্থন করে কেননা ছালাতে এমন কোন স্থান নেই যেখানে যিকর পাঠ করা যায় না। অতএব এখানেও তাই হওয়া উচিত। ব্যাপারটি অতি স্পষ্ট।

তাকবীর বলে দ্বিতীয় সাজদা করতেন।[১] তিনি এ বিষয়ে ছালাতে ক্রটিকারীকে পূর্বোক্ত বক্তব্যের ন্যায় ধীরস্থিরতার জন্য নির্দেশ দিয়ে বলেন ঃ

ثم تقول: «الله أكبر» ثم تسجد حتى تطمئن مفاصلك، ثم افعل ذلك

في صلاتك كلها »

অতঃপর তুমি 'আল্লাহু আকবার' বলবে, অতঃপর এমনভাবে সাজদা করবে যাতে তোমার জোড়াগুলো স্থির হয়ে যায়। অতঃপর পুরো ছালাতে তুমি এমনটি করবে।[২]

كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا »

তিনি কখনও এই তাকবীরের সময় হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন।[৩]

তিনি এই সাজদাকে প্রথম সাজদার ন্যায় সম্পাদন করতেন, অতঃপর তাকবীর বলে স্বীয় মস্তক উত্তোলন করতেন।[৪] এ বিষয়ে তিনি ছালাতে ক্রটিকারীকে দ্বিতীয় সাজদার নির্দেশ দান পূর্বক বলেন ঃ

ثم يرفع رأسه فيكبر، وقال له :

« ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة » فإذا فعلت ذلك فقد تمت

صلاتك، وإن انقصت منه شيئا، انقصت من صلاتك »

অতঃপর স্বীয় মস্তক উত্তোলন পূর্বক 'আল্লাহ আকবার' বলতেন[৫] এবং তাকে এও বলেন– অতঃপর প্রত্যেক রাক'আত ও সাজদায় এমনটি করবে। আর তুমি যখন এসব করবে তখন তোমার ছালাত পূর্ণ হবে। যদি এতে ক্রটি কর

---

[১] বুখারী ও মুসলিম।

[২] আবূ দাউদ, হাকিম, তিনি একে ছহীহ বলেছেন ও যাহাবী তাতে ঐকমত্য পোষণ করেছেন, অতিরিক্ত অংশ বুখারী ও মুসলিমের।

[৩] দু'টি ছহীহ সনদে আবূ উওয়ানাহ্ ও আবূ দাউদ, এই হস্ত উত্তোলন সম্পর্কে আহমাদ এবং মালিক ও শাফিঈ উভয়জন থেকে বর্ণিত এক বর্ণনায় সমর্থন করেছেন, দেখুন পৃষ্ঠা ১৫১ টীকা– ৩।

[৪] বুখারী ও মুসলিম।

[৫] আবূ দাউদ, হাকিম, তিনি একে ছহীহ বলেছেন ও যাহাবী তাতে ঐকমত্য পোষণ করেন।

তবে যে পরিমাণ ত্রুটি করবে সেই পরিমাণেই ছালাত ত্রুটিপূর্ণ থেকে যাবে[১] তিনি এই ক্ষেত্রে কখনো কখনো হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন।[২]

جلسة الاستراحة
বিরাম নেয়ার বৈঠক

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় সাজদাহ থেকে সোজা হয়ে বাম পায়ের উপর বসতেন এবং প্রত্যেক হাড় স্ব স্ব স্থানে ফেরত আসা পর্যন্ত বিরাম নিতেন।[৩]

الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة
পরবর্তী রাক'আতের উদ্দেশ্যে উঠার জন্য দুই হাতের উপর ভর করা

كان صلى الله عليه وسلم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية، وكان يعجن في الصلاة : يعتمد على يديه إذا قام ※

---

[১] আহমাদ, তিরমিযী, তিনি একে ছহীহ বলেছেন।

[২] দুটি ছহীহ সনদে আবু আওয়ানা ও আবু দাউদ, এই হস্ত উত্তোলন সম্পর্কে আহমাদ এবং মালিক ও শাফি'ঈ উভয়জন এক বর্ণনায় সমর্থন দেন, দেখুন পৃষ্ঠা ১৫১ টীকা নং ৩।

[৩] বুখারী, আবূ দাউদ, এই বৈঠক ফুকাহাদের নিকট জালসা ইস্তরাহাত বা বিরামের বৈঠক নামে পরিচিত, ইমাম শাফিঈ একে সমর্থন করেছেন। ইমাম আহমাদ থেকে এটি বর্ণিত হয়েছে যেমনটি আত্তাহক্বীক গ্রন্থে রয়েছে। (১১১/১) আর তার বেলায় এটাই প্রযোজ্য তিনি দ্বন্দ্বমুক্ত হাদীছের উপর আমল করতে আগ্রহী হিসাবেই পরিচিত। ইবনু হানী ইমাম আহমাদ হতে স্বীয় 'মাসায়িল' গ্রন্থে বর্ণনা করে বলেন (১/৫৭) আমি আবু আব্দিল্লাহ (ইমাম আহমাদ)-কে দেখেছি যে, তিনি শেষ রাক'আতে উঠার সময় কখনও হস্তদ্বয়ের উপর ভর করে উঠেছেন, আবার কখনও সোজা হয়ে বসেছেন অতঃপর দাঁড়িয়েছেন। এটি ইমাম ইসহাক বিন রা-হাওয়াইহ্ এর গৃহীত মত। তিনি 'মাসা-য়িলুল মারওয়াযী (১/১৪৭/২) তে বলেন ঃ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে এই মর্মে সুন্নত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, বৃদ্ধ যুবক সর্বাবস্থায় হস্তদ্বয়ের উপর ভর করে উঠবে। দেখুন 'আল-ইরওয়া' (২/৮২-৮৩)।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় রাক'আতে উঠার সময় মাটিতে ভর করে উঠতেন[১] তিনি ছলাতের ভিতর (বসা থেকে) দাঁড়ানোর সময় আটা মন্থনের মত করে দু' হাতের উপর ভর দিতেন।[২]

« وكان ﷺ إذا نهض في الركعة الثانية، استفتح « الحمد لله » ولم يسكت »

তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য উঠে প্রথমেই সূরা ফাতিহা পড়তেন চুপ থাকতেন না।[৩] তিনি দ্বিতীয় রাক'আতে তাই করতেন যা প্রথম রাক'আতে করতেন, তবে প্রথম রাক'আত অপেক্ষা দ্বিতীয় রাক'আতকে সংক্ষিপ্ত করতেন, যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

وجوب قراءة « الفاتحة » في كل ركعة
প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ ফরয

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছলাতে ক্রটিকারীকে প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রথম রাক'আতে সূরা ফাতিহা পাঠের নির্দেশ দান পূর্বক[৪] বলেন ঃ

---

(১) শাফি'ঈ ও বুখারী।

(২) ছালিহ বা উপযুক্ত সনদে আবূ ইসহাক আল-হারবী, বাইহাকীতে ছহীহ সনদে এর সমার্থবোধক শব্দ এসেছে। বস্তুতঃ যে হাদীছে এসেছে– "كان يقوم كأنه السهم لا يعتمد على يديه" অর্থ ঃ তিনি তীরের ন্যায় উঠতেন, হাতের উপর ভর করতেন না, এটি জাল হাদীছ, এই অর্থে আরো যত হাদীছ পাওয়া যায় সবই অশুদ্ধ। আমি 'আয্যাইফা'তে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছি। (৫৬২, ৯২৯ ও ৯৬৮)। কোন এক সম্মানিত ব্যক্তির নিকট আমার কর্তৃক হারাবীর হাদীছের সনদ শক্তিশালী বলে আখ্যা দেয়াটা আপত্তিকর মনে হয়েছে। আমি এর পরিষ্কার বর্ণনা দিয়েছি 'ফিক্বহু সুন্নাহ' এর টীকা গ্রন্থ 'তামা-মুল মিন্নাহ' গ্রন্থে। দেখে নিন, কেননা তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(৩) মুসলিম, আবূ আওয়ানা, হাদীছে যে চুপ থাকাকে অস্বীকার করা হয়েছে তা প্রারম্ভিক দু'আর (ছানার) জন্য চুপ থাকা হতে পারে, এমতাবস্থায় 'আউযুবিল্লাহ........' পড়ার উদ্দেশে চুপ থাকা সংশ্লিষ্ট হবে না। আবার ব্যাপকও হতে পারে, তবে আমার নিকট প্রথমটিই অর্থাৎ প্রত্যেক রাক'আতে পাঠ করার বৈধতাই প্রাধান্য যোগ্য। উল্লিখিত বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা মূল গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে।

(৪) শক্তিশালী সনদে আবূ দাউদ ও আহমাদ।

«ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»، وفي رواية : «في كل ركعة»

وقال : «في كل ركعة قراءة»

তুমি তোমার প্রত্যেক ছালাতেই এমনটি করবে।[১] অপর বর্ণনায় এসেছে- প্রত্যেক রাক'আতেই এমনটি করবে।[২] তিনি আরো বলেন ঃ প্রত্যেক রাক'আতেই কিরা'আত রয়েছে।[৩]

التشهد الأول
প্রথম তাশাহ্হুদ

جلسة التشهد
তাশাহ্হুদের বৈঠক

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় রাক'আত শেষে তাশহ্হুদের উদ্দেশ্যে বসতেন। ফজরের ন্যায় দুই রাক'আত বিশিষ্ট ছালাত হলে দুই সাজদার মাঝখানে বসার ন্যায় পা বিছিয়ে[৪] বসতেন। অনুরূপভাবে বসতেন তিন ও চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতের প্রথম বৈঠকেও[৫] তিনি এবিষয়ে ছালাতে ত্রুটিকারীকে নির্দেশ দিয়ে বলেন ঃ

فإذا جلست في وسط الصلاة، فاطمئن، وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهد

তুমি যখন ছালাতের মাঝামাঝিতে বসবে তখন প্রশান্তি সহকারে বসবে, বাম উরু বিছিয়ে দিবে অতঃপর তাশাহুদ পড়বে[৬]

---

[১] বুখারী ও মুসলিম।

[২] উত্তম সনদে আহমাদ।

[৩] ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বান স্বীয় 'ছহীহ'তে ও আহমাদ 'মাসাইলু ইবনি হা-নী' তে (১/৫২), জাবির (রাযিঃ) বলেন ঃ যে সূরা ফাতিহা ব্যতীত কোন রাক'আত পড়ল সে যেন ছালাতই পড়েনি। তবে ইমামের পিছনে হলে সে কথা স্বতন্ত্র। 'মালিক আল-মুয়াত্তা গ্রন্থে।

[৪] বুখারী ও আবু দাউদ।

[৫] নাসাঈ (১/১৭৩) ছহীহ সনদে

[৬] আবূ দাউদ ও বায়হাকী উত্তম সনদে।

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন ঃ

« ونهاني خليلي ﷺ عن إقعاء كإقعاء الكلب »

আমার বন্ধু ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কুকুরের মত বসতে নিষেধ করেছেন[১] অপর হাদীছে আছে– كان ينهى عن عقبة الشيطان তিনি শয়তানের মত বসতে নিষেধ করতেন।[২]

« وكان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه (وفي رواية : ركبته) اليمنى ووضع كفه اليسرى على فخذه (وفي رواية : ركبته) اليسرى، باسطها عليها »

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশাহহুদের জন্য বসলে উরুর উপর ডান হাতের তালু রাখতেন, অন্য এক বর্ণনায় আছে ডান হাঁটুর উপর রাখতেন এবং বাম হাতের তালু স্বীয় উরুর উপর রাখতেন, অপর বর্ণনায় আছে বাম হাঁটুর উপর বিছিয়ে রাখতেন[৩]

« كان ﷺ يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى »

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান কনুই এর শেষাংশ[৪] ডান উরুর উপর রাখতেন[৫]

---

(১) ত্বায়ালুসী, আহমাদ, ইবনু আবী শাইবাহ, দেখুন ৫নং টীকা (পৃষ্ঠা- ১৪৩) 'ইক্আ' সম্পর্কে আবু উবাইদা ও অন্যান্যগণ বলেন ঃ কোন ব্যক্তির স্বীয় নিতম্বদ্বয়কে মাটির সাথে লাগিয়ে দিয়ে গোছাদ্বয়কে দাঁড় করে রাখা এবং হস্তদ্বয়কে মাটিতে স্থাপন করা যেমনভাবে কুকুর বসে থাকে।

আমি বলতে চাই ঃ এটি দুই সাজদার মাঝখানে 'ইক্আ' যা শরীয়ত সম্মত বলা হয়েছে তার বিপরীত যেমনটি পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

(২) মুসলিম, আবু উওয়ানাহ্ ও অন্যান্যগণ, এটি 'ইরওয়াউল গালীল' গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। (৩১৬)

(৩) মুসলিম ও আবু উওয়ানাহ্।

(৪) এখানে « حد » শব্দের অর্থ হচ্ছে– প্রান্ত, এ থেকে উদ্দেশ্য যেন এই যে, তিনি স্বীয় কনুই পার্শ্বদেশ থেকে দূরে রাখতেন না। একথা ইবনুল কাইয়িম 'যাদুল মা'আদ' গ্রন্থে সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

(৫) ছহীহ্ ছনদে আবু দাউদ ও নাসাঈ।

«نهى رجلاً وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فقال :

(إنها صلاة اليهود) وفي لفظ : لاتجلس هكذا، إنما هذه جلسة الذين

يعذبون، وفي حديث آخر : هي قعدة المغضوب عليهم»

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে ছালাতাবস্থায় বাম হাতের উপর ভর করা দেখে এই বলে নিষেধ করেন যে, এটি হচ্ছে ইয়াহুদদের ছালাত।(১) অপর শব্দে রয়েছে– এইভাবে বসবেনা কেননা এটি হচ্ছে শাস্তিযোগ্য লোকেদের বসার নিয়ম(২) অপর হাদীছে রয়েছে– "এটি হচ্ছে গজবে নিপতিত লোকেদের বসার নিয়ম।"(৩)

تحريك الإصبع في التشهد
তাশাহহুদে আঙ্গুল নাড়ানো

كان صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى

ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها، ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة

ويرمي ببصره إليها»

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাম হাতের তালু বাম হাঁটুর উপর বিছিয়ে দিতেন, আর ডান হাতের সবগুলো অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ করে তর্জনী দ্বারা কিবলার দিকে ইঙ্গিত করতেন এবং এর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন।(৪)

---

(১) বাইহাকী হাকিম এবং তিনি একে ছহীহ বলেছেন ও যাহাবী তাতে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এটি, পরবর্তী হাদীছসহ আল ইরওয়া গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। (৩৮০)

(২) উত্তম সনদে আহমাদ ও আবূ দাউদ।

(৩) আব্দুর রায্যাক, আব্দুল হক্ব একে ছহীহ বলেছেন স্বীয় 'আহকাম' গ্রন্থে (১২৮৪ আমার গবেষণা সম্বলিত)

(৪) মুসলিম, আবু উওয়ানা ও ইবনু খুযাইমা, এতে হুমাইদী স্বীয় "মুসনাদে" (১৩১/১) এমনিভাবে আবু ইয়ালা (২৭৫/২) ইবনু উমার থেকে ছহীহ সনদে এ বর্ধিত অংশটুকু বর্ণনা করেন যে, "এটি শয়তানকে আঘাতকারী, কেউ যেন এমনটি করতে না ভুলে, (এই বলে) হুমাইদী স্বীয় অঙ্গুলি খাড়া করলেন, হুমাইদী বলেন, মুসলিম=

<< كان إذا أشار بإصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى >>

অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করা কালে কখনও কখনও তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলিকে মধ্যমার উপর রাখতেন।[১]

« وتارة كان يحلق بهما حلقة، و « كان رفع إصبعه يحركها يدعو بها

ويقول : لهي أشد على الشيطان من الحديد يعني السبابة »

আবার নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও উক্ত অঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা গোলাকৃতি করতেন[২] এবং অঙ্গুলি উঠিয়ে নাড়ানো পূর্বক দু'আ করতেন[৩] এবং

বিন আবু মারইয়াম বলেছেন- আমাকে জনৈক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি স্বপ্নে নবীগণকে সিরিয়ার এক গীর্জায় স্বাকারে ছালাত পড়া অবস্থায় এমনটি করতে দেখেছেন (এই কথা বলে) হুমাইদী স্বীয় অঙ্গুলি উঠান।

আমি বলতে চাই ঃ এটি একটি দুস্প্রাপ্য অজানা উপকারী তথ্য, এর সনদ ঐ ব্যক্তিটি পর্যন্ত ছহীহ।

[১] মুসলিম ও আবু উওয়ানা।

[২ ও ৩] আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনুল জারুদ, "আল-মুনতাক্বা"তে (২০৮) ও ইবনু খুযাইমাহ (১/৮৬/১-২) ইবনু হিব্বান স্বীয় 'ছহীহ' গ্রন্থে (৪৮৫) ছহীহ সনদে। ইবনুল মুলাক্কিন একে ছহীহ বলেছেন (২৮/২) অঙ্গুলি নাড়ানোর হাদীছের পক্ষে ইবনু আদীতে সাক্ষ্যমূলক বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে (২৮৭/১)। উছমান বিন মুকসিম নামক বর্ণনাকারী সম্পর্কে বলেন- ضعيف يكتب حديثه এমন পর্যায়ের যঈফ যার হাদীছ লিখা যাবে। হাদীছের শব্দ يدعو بها অর্থ- "এর মাধ্যমে দু'আ করতেন" এর মর্ম সম্পর্কে ইমাম ত্বাহাবী বলেন- এতে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, এটি ছালাতের শেষাংশে ছিল।

আমি বলতে চাই ঃ এতে প্রমাণিত হচ্ছে- সুন্নাত হলো সালাম ফিরানো পর্যন্ত আঙ্গুলের ইঙ্গিত ও দু'আ চালু রাখা, কেননা দু'আর ক্ষেত্র সালামের পূর্বে, এটি ইমাম মালিক ও অন্যান্যদের গৃহীত মতও বটে। ইমাম আহমাদকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ ছালাতে কি মুছল্লী ব্যক্তি স্বীয় অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করবে? প্রতি উত্তরে তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ কঠিনভাবে, এটি ইবনু হানী স্বীয় মাসায়িল আনিল ইমাম আহমাদ গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৮০)-তে উল্লেখ করেন।

আমি বলতে চাই ঃ এথেকে প্রমাণিত হয় যে, তাশাহহুদে আঙ্গুলি নাড়ানো নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সুসাব্যস্ত সুন্নাত। যার উপর আহমাদ ও অন্যান্য হাদীছের ইমামগণ আমল করেছেন। অতএব যে সব লোকেরা এ ধারণা পোষণ করেন যে, এটি ছালাতের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ অনর্থক কাজ এবং ===

বলতেন এটি (অর্থাৎ তর্জনী) শয়তানের বিরুদ্ধে লোহা অপেক্ষা কঠিন।[১] নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছাহাবাগণ (এটা পরিত্যাগের উপরে) একে অপরকে জবাবদিহি করতেন অর্থাৎ দু'আতে অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করার বেলায় তারা এমনটি করতেন।[২] তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় তাশাহহুদেই এই আমল করতেন[৩] তিনি এক ব্যক্তিকে দুই অঙ্গুলি দ্বারা দু'আ করতে দেখে বললেন ঃ একটি দিয়ে কর, একটি দিয়ে কর এবং তর্জনী দ্বারা ইঙ্গিত করলেন।[৪]

এ কারণে সাব্যস্ত সুন্নত জানা সত্ত্বেও অঙ্গুলি নাড়ায় না– উপরন্তু আরবী বাকভঙ্গির বিপরীত ব্যাখ্যার অপচেষ্টা চালায় যা ইমামদের বুঝেরও বিপরীত, তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাদের কেউ কেউ এই মাস'আলাটি ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে হাদীছ বিরোধী কথায় ইমামের ছাফাই গায় এই যুক্তিতে যে, ইমামের ভুল ধরা তাকে দোষারোপ করা ও অসম্মান করা, কিন্তু এক্ষেত্রে তারা সেকথা ভুলে গিয়ে এই সুসাব্যস্ত হাদীছ পরিত্যাগ করে এবং এর উপর আমলকারীদেরকে বিদ্রূপ মশকারী করে। অথচ সে জানুক আর নাই জানুক তার এ বিদ্রূপ ঐসব ইমামদেরকেও জড়াচ্ছে যাদের বেলায় তার অভ্যাস হল বাত্বিল দ্বারা হলেও তাদের ছাফাই গাওয়া। বস্তুতঃ এক্ষেত্রে তারা সুন্নাহ সম্মত কথাই বলেছেন। বরং তার এই বিদ্রূপ স্বয়ং নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত গড়াচ্ছে কেননা তিনিইতো আমাদের নিকট এটি নিয়ে এসেছেন। অতএব এটিকে কটাক্ষ করা মানে তাঁকে কটাক্ষ করারই নামান্তর فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا...। অতএব তোমাদের মধ্যে যারা এমনটি করে তাদের... ছাড়া আর কী প্রতিদান হতে পারে। আর ইঙ্গিত করার পরেই অঙ্গুলি নামিয়ে ফেলা অথবা লা-বলে উঠানো ও ইল্লাল্লাহ বলে নামানো হাদীছে এগুলোর কোনই প্রমাণ নেই, বরং এ হাদীছের বক্তব্য অনুযায়ী তা হাদীছ বিরোধী কাজ। এমনিভাবে যে হাদীছে আছে– إنه كان لا يحركها। যে, তিনি অঙ্গুলি নাড়াতেন না, এ হাদীছ সনদের দিক থেকে সাব্যস্ত নয়। যেমনটি জঈফ আবূ দাউদে (১৭৫) আমি তদন্ত সাপেক্ষে সাব্যস্ত করেছি। আর যদি সাব্যস্ত ধরেও নেয়া হয় তদুপরি এটি হচ্ছে না বাচক, আর হাঁ বাচক না বাচকের উপর প্রাধান্যযোগ্য– যা আলিম সমাজে জানা-শুনা বিষয়, অতএব অস্বীকারকারীদের কোন প্রমাণ অবশিষ্ট থাকল না।

[১] আহমাদ, বায্যার, আবূ জা'ফর, বখতুরী 'আল-আমালী' গ্রন্থে (৬০/১) ত্বাবারানী 'আদদু'আ' গ্রন্থে (৭৩/১) আব্দুল গানী মাক্বদিসী 'আসসুনান' গ্রন্থে (১২/২) হাসান সনদে, রু'ইয়ানী তার মুসনাদ গ্রন্থে (২৪৯/২) ও বাইহাক্বী।

[২] ইবনু আবী শাইবাহ (২/১২৩/২) হাসান সনদে।

[৩] নাসাঈ ও বাইহাকী ছহীহ সনদে।

[৪] ইবনু আবী শাইবাহ (১২/৪০/১) ও (২/১২৩/২), নাসাঈ, হাকিম এটাকে ছহীহ প্রমাণ করেছেন এবং যাহাবী তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছেন এবং এর সাক্ষ্যমূলক বর্ণনা ইবনু আবী শাইবাহর নিকট রয়েছে।

وجوب التشهد الأول، ومشروعية الدعاء فيه

প্রথম তাশাহহুদ ওয়াজিব হওয়া ও এর ভিতর দু'আ করা শরীয়ত সম্মত হওয়া প্রসঙ্গ

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক দু'রাক'আতে আত্তাহিয়াতু পড়তেন।[১] তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বসার পর প্রথমে যা বলতেন তা হলো আত্তাহিয়াতু।[২]

প্রথম দু'রাক'আতে যদি আত্তাহিয়াতু পড়তে ভুলে যেতেন তাহলে সাহু সাজদাহ দিতেন।[৩]

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পাঠ করার নির্দেশ দিতেন এ বলে ঃ

إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا : التحيات إلخ... وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه، فليدع الله عزوجل {به} وفي لفظ : « قولوا: في كل جلسة: التحيات » وأمربه « المسيء صلاته » أيضا، كما تقدم آنفا ※

যখন তোমরা প্রত্যেক দুই রাক'আতের মাঝে বসবে তখন তোমরা বলবে আত্তাহিয়াতু..... শেষ পর্যন্ত। অতঃপর তোমাদের যে কেউ তার পছন্দমত ইচ্ছাধীন দু'আ নির্বাচন করে তার দ্বারা মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করবে।[৪] অন্য শব্দে রয়েছে তোমরা প্রত্যেক বৈঠকে আত্তাহিয়াতু বলবে।[৫] এটা পাঠ করার জন্য নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছালাতে ত্রুটিকারীকেও নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেমনটি অনতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

---

[১] মুসলিম ও আবূ আওয়ানাহ।

[২] এ হাদীছটি বাইহাকী উত্তম সনদে 'আ-ইশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর বরাতে বর্ণনা করেছেন, যেমনটি বলেছেন ইবনুল মুলক্কিন (২৮/২)।

[৩] বুখারী ও মুসলিম। এটি ইরওয়া গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। (৩৩৮) সনদ ছহীহ।

[৪] নাসাঈ, আহমাদ, ত্বাবারানী তার কাবীর গ্রন্থে (৩/২৫/১) সনদ ছহীহ। আমার কথা এই যে, হাদীছের বাহ্যিক ভঙ্গি প্রত্যেক তাশাহহুদে দু'আ পড়া শরীয়তসিদ্ধ হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে– যদিও তার পরে সালাম না থাকে। ইবনু হাযম (রহঃ)-এরও উক্তি তাই।

[৫] নাসাঈ ছহীহ সনদে।

«وكان صلى الله عليه وسلم يعلم التشهد كما يعلمهم السورة من

القرآن» السنة إخفاؤه

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে (ছাহাবাদেরকে) এমনভাবে তাশাহহুদ শিক্ষা দিতেন যেমনভাবে তিনি তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন।[১] আর তাশাহহুদ গোপন স্বরে পড়া সুন্নত।[২]

صيغ التشهد
তাশাহহুদের শব্দাবলী

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবীদেরকে তাশাহহুদের বিভিন্ন প্রকার শব্দ শিখিয়েছেন।

১। ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত তাশাহহুদ–

তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাশাহহুদ শিক্ষা দিয়েছেন এমনভাবে (দুই হাতের তালু এক সাথে মিলিয়ে দেখালেন) যেমনভাবে তিনি আমাকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন।

«اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ» [فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض] أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ» (৩)

---

[১] বুখারী ও মুসলিম।

[২] আবূ দাউদ ও হাকিম এবং তিনি বর্ণনা করে ছহীহ আখ্যা দিয়েছেন, যাহাবী তার সমর্থন করেছেন।

[৩] তাশাহহুদের মূল শব্দ হচ্ছে ব্রাকেটের বাইরের শব্দগুলো, তবে 'আলাইকা আইয়ুহান্নবী-এর পরিবর্তে 'আলান্নাবী' বলা যাবে যেমনটি উপস্থিত বক্তব্য থেকে জানা যায়। –সম্পাদক

আল্লাহর জন্যই যাবতীয় তাহিয়াত, ছালাওয়াত[১] ও ত্বাইয়্যিবাত[২] সালাম[৩] আপনার প্রতি এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত[৪] হে আমাদের নাবী। সালাম আমাদের প্রতি ও আল্লাহর সৎকর্মশীল বান্দাহগণের প্রতি। (ছালিহীন বা সৎকর্মশীল বান্দা বললে আসমান ও যমীনের প্রত্যেকটি সৎবান্দা এর আওতাভুক্ত হয়ে যায়)।

আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি এই মর্মে যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই। আর মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

ইবনু মাসউদ বলেন ঃ আমরা উক্ত শব্দে অর্থাৎ « أَيُّهَا النَّبِيُّ » হে নাবী! সম্বোধন সূচক শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে তাশাহহুদ পাঠ করতাম যখন তিনি আমাদের মাঝে বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু যখন তিনি মৃত্যুবরণ করেন তখন আমরা أَيُّهَا النَّبِيُّ এর পরিবর্তে عَلَى النَّبِيِّ অর্থাৎ নাবীর উপর বলতাম।[৫]

---

[১] التحيات আত্তাহিয়াতু এমন শব্দাবলী যা সুরক্ষা, রাজ্য ও স্থায়িত্বের প্রতি নির্দেশ করে। আর এসব গুণাবলীর অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। অর্থাৎ আল্লাহ যাবতীয় প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে সুরক্ষিত সকল রাজ্য তাঁরই আর তিনিই কেবল চিরস্থায়ী। (الصلوات ছালাওয়াত) ঐ সকল শব্দ যার দ্বারা আল্লাহর মহানত্ব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে সকল শব্দের কেবল তিনিই অধিকারী, আর কারো জন্য তা প্রযোজ্য নয়। (নিহায়াহ)

[২] (الطيبات আত্‌ত্বাইয়্যিবাত) ঐ মানানসই সুন্দর বাক্য যার মাধ্যমে আল্লাহর প্রশংসা করা হয়। তবে তা এমন যেন না হয় যে, তার পরিপূর্ণ গুণাবলীর জন্য অনুপযুক্ত। যার দ্বারা রাজা বাদশাহদেরকে সম্ভাষণ জানান হতো।

[৩] (السلام) আল্লাহর নিকট আশ্রিত হওয়া ও নিরাপত্তা লাভ করা। কারণ আস্‌সালামু তাঁরই একটি পবিত্রতম নাম যার উহ্যরূপ এই « الله عليك حفيظ وكفيل »। আল্লাহ তোমার সংরক্ষণকারী ও দায়িত্বশীল। যেমন বলা হয় « الله معك »। আল্লাহ তোমার সাথে রয়েছেন– এর অর্থ তিনি তোমার সাথে রয়েছেন সংরক্ষণ, সাহায্য ও দয়া করার মাধ্যমে।

[৪] بركات বারাকাতঃ অবিরাম ধারায় আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা যে কোন কল্যাণের নাম।

[৫] বুখারী, মুসলিম, ইবনু আবী শাইবাহ (১/৯০/২) আস্‌সারাজ ও আবূ ই'য়ালা স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে (২৫৮/২)এ হাদীছটি 'আল-ইরওয়া' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

২। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর তাশাহ্হুদ।

তিনি বলেছেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমনভাবে তাশাহহুদ শিক্ষা দিতেন যেমনভাবে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি এভাবে বলতেন ঃ

---

(৩২১) আমার কথা এই যে, ইবনু মাসঊদ (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর উক্তি : قلنا «السلام على النبي» আমরা আস্‌সালামু আলান্ নাবী' বলতাম। অর্থাৎ যখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত ছিলেন তখন ছাহাবাগণ তাশহহুদে «السلام عليك أيها النبي» আপনার প্রতি সালাম হে আমাদের নবী বলতেন কিন্তু যখন তিনি মৃত্যু বরণ করেছিলেন তখন তারা তা বলা থেকে বিরত হয়ে «السلام على النبي» আস্‌সালামু আলান্‌নাবী' বলতেন।

তারা অবশ্যই এমনটি করে থাকবেন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক এ সম্পর্কে অবগত করানোর ফলে। এ মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকেও। তিনিও লোকদেরকে ছালাতের যে তাশাহহুদ শিক্ষা দিতেন তাতে «السلام على النبي» আস্‌সালামু আলান্‌নাবী রয়েছে। এটা বর্ণনা করেছেন সাররাজ তার মুসনাদ গ্রন্থে (৯/১/২) এবং মুখাল্লিছ তার 'আল ফাওয়াইদ' গ্রন্থে (১১/৫৪/১) বিশুদ্ধ দুটি সূত্রে।

হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, এই বর্ধিত অংশের বাহ্যত মর্ম এই যে, নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন জীবিত ছিলেন তখন ছাহাবাগণ «السلام عليك أيها النبي» সম্বোধসূচক «ك» কাফ অব্যয় ব্যবহার করে বলতেন। কিন্তু যখন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃত্যু বরণ করলেন তখন সম্বোধনসূচক শব্দ পরিত্যাগ করে অনুপস্থিতসূচক শব্দ ব্যবহার করে বলতে শুরু করলেন– «السلام على النبي» আসসালামু আলান্ নাবী'। অন্যত্র বলেছেন ঃ

সুব্‌কী 'শারহুল মিনহাজ' নামক গ্রন্থে উক্ত বর্ণনাটি আবু উওয়ানাহ থেকে উদ্ধৃত করার পর বলেছেন যে, 'যদি এমনটি ছহীহ সূত্রে ছাহাবাহদের থেকে সাব্যস্ত হয়ে থাকে তবে এর নির্দেশ এই যে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মৃত্যুর পর সালামের ক্ষেত্রে সম্বোধন করা ওয়াজিব নয়। অতএব এভাবে বলা যাবে– «السلام على النبي» আস্‌সালামু আলান্নাবী।

আমি (আলবানী) বলছি– এরূপ পরিবর্তন ছাহাবীদের থেকে নিঃসন্দেহে বিশুদ্ধভাবে সাব্যস্ত। অর্থাৎ ছহীহ বুখারীতেই সাব্যস্ত হয়েছে। এছাড়াও এর অনুকূলে বলিষ্ঠ বর্ণনাও পেয়েছি। আব্দুর রাযযাক বলেন ঃ আমাকে ইব্‌নু জুরাইজ সংবাদ দিয়েছেন, তিনি বলেন ঃ আমাকে আতা সংবাদ দিয়েছেন এই মর্মে যে,

أن الصحابة كانوا يقولون– والنبي صلى الله عليه وسلم حي – : السَّلَامُ

«التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ(١) لِلَّهِ، (أَل) سَلاَمٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللَّهِ، وفي رواية : عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ»

সকল তাহিয়্যাত, মুবারাকবাদ ও তাইয়্যিবাত আল্লাহর জন্য। সালাম বর্ষিত হোক আপনার প্রতি হে নাবী এবং আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকত। আমাদের প্রতি ও আল্লাহর সৎকর্মশীল বান্দাদের প্রতিও সালাম বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই। আরো সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, অন্য

عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ! فلما مات قالوا : اَلسَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ»

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় ছাহাবাগণ 'আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবী' বলতেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তারা বলতেন 'আস্সালামু আলান্নাবী'। এ বর্ণনা সূত্রটি ছহীহ।

পক্ষান্তরে সাঈদ বিন মানছুর আবূ উবাইদাহ্‌র সূত্রে তার পিতা ইবনু মাসউদ থেকে যে বর্ণনাটি এনেছেন যাতে এসেছে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে ঐ (পরিচিত) তাশাহহুদ শিক্ষা দিয়েছেন। অতঃপর ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, যখন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবিত ছিলেন তখন আমরা «اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ» 'আস্সালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবী' বলতাম। ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন ঃ এভাবেই তো নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিখিয়েছেন এবং আমরা এভাবেই জানি। এ বর্ণনার বাহ্যিক ভঙ্গি এই নির্দেশ করে যে, ইবনু আব্বাস যা বলেছেন অনুসন্ধান ও তদন্ত সাপেক্ষে বলেছেন এবং ইবনু মাসউদ বিনা তদন্তে বলেছেন। অথচ (এর চেয়ে) আবূ মা'মারের বর্ণনা অর্থাৎ বুখারীর বর্ণনা অধিক বিশুদ্ধ। কেননা আবূ উবাইদাহ্‌র তাঁর পিতা থেকে শোনা সাব্যস্ত হয়নি এতদসত্ত্বেও তার পর্যন্ত যে সনদ পাওয়া যায় তা দুর্বল। হাফিয ইবনু হাজারের উপরোক্ত বক্তব্য কাস্তুল্লানী, যুরকানী, আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভীর মত মুহাক্কিক উলামা গোষ্ঠী সংকলন করেছেন ও তাতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন– কোন বিরূপ মন্তব্য করেননি।

(১) নূবী (রহঃ) বলেন শব্দের (ভিতর و অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়নি যার) উহ্য অবস্থা এরূপ হবে ঃ وَالْمُبَارَكَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ যেমনভাবে ইবনু মাসউদ ও অন্যান্যদের ==

বর্ণনায় রয়েছে– তাঁর প্রেরিত বান্দা ও রাসূল।[১]

৩। ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর তাশাহহুদ ঃ

তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপ শব্দে বর্ণনা করেছেন ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ {وَ} الصَّلَوَاتُ {وَ} الطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ. قال ابن عمر : زدت فيها : وَبَرَكَاتُهُ – اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ. قال ابن عمر : وزدت فيها : وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ – وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

তাহিয়াত, ছালাওয়াত ও তাইয়িবাত সমস্তই একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক আপনার উপর হে নাবী, ইবনু উমার বলেন ঃ আমি পরে এর ভিতর "অবারাকাতুহু" এবং 'তাঁর উপর বরকত' এ অংশ যোগ করেছি[২] শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের উপর এবং সমস্ত সৎকর্মশীল বান্দাদের উপর। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি এই মর্মে যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ এর পরে আমি এর ভিতর যোগ করেছি– وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ অর্থাৎ তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই। আরো সাক্ষ্য প্রদান করছি এই মর্মে যে, মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

বর্ণনায় এসেছে। এখানে সংক্ষেপায়নের উদ্দেশ্যে وَ অক্ষরটি উহ্য রাখা হয়েছে আর এমনটি আরবী ভাষায় বৈধ যা ভাষাবিদদের নিকট পরিচিত।

হাদীছের অর্থ এই যে, নিশ্চয় তাহিয়াত এবং যা এর পর উল্লেখ রয়েছে এসব কেবল আল্লাহর জন্য উপযুক্ত। এর প্রকৃত মর্ম তিনি ব্যতীত আর কারো জন্য শোভনীয় নয়।

[১] মুসলিম, আবূ উওয়ানাহ, শাফিঈ ও নাসায়ী।

[২] এ বর্ধিত অংশ এবং এর পরের বর্ধিত অংশ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত তাশাহহুদে সাব্যস্ত রয়েছে; ইবনু উমার (রাঃ) নিজের পক্ষ থেকে বৃদ্ধি করেননি, আর তিনি তা করতেও পারেন না। বরং অন্য ছাহাবীদের থেকে গ্রহণ করেছেন– যারা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এটুকু বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে সরাসরি যে তাশাহহুদ শুনে ছিলেন তার উপর এটুকু বৃদ্ধি করেছেন।

ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।[১]

৪। আবূ মূসা আশ্'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর তাশাহহুদ।

তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم : «التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ! وَرَحْمَةُ اللَّهِ [وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ [وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ] وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ » سبع كلمات هن تحية الصلاة »

যখন তোমাদের কোন ছালাত আদায়কারী বৈঠকে থাকবে তখন তার প্রথম কথা হবে এই ঃ তাহিয়াত, তাইয়িবাত ও ছলাওয়াত সবই আল্লাহর প্রাপ্য। শান্তি এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক আপনার উপর হে নাবীজী। আমাদের উপর ও আল্লাহর সকল সৎকর্মশীল বান্দার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি এ মর্মে যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই। আরো সাক্ষ্য প্রদান করছি এমর্মে যে, মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। "এ সাতটি বাক্য হচ্ছে ছলাতের তাহিয়্যাত।"[২]

৫। উমার বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর তাশাহহুদ ঃ

তিনি মিম্বরে চড়ে লোকদেরকে তাশাহহুদ শিক্ষা দিতেন এই ভাষায়- তোমরা বল ঃ

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ ...... »

তাহিয়্যাত আল্লাহর জন্য নির্ধারিত, যাকিয়াত (পবিত্রতা জ্ঞাপক শব্দাবলী) আল্লাহর জন্য নির্ধারিত এবং তাইয়িবাত আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। শান্তি বর্ষিত

---

[১] আবূ দাউদ ও দারাকুতনী এবং তিনি একে ছহীহ আখ্যা দিয়েছেন।

[২] মুসলিম, আবূ উওয়ানাহ্, আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ।

হোক আপনার উপর হে নবিজী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)...... শেষ পর্যন্ত ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর তাশাহহুদের ন্যায়।[১]

৬। 'আইশাহ (রাঃ)-এর তাশাহহুদ ঃ

কাসিম বিন মুহাম্মাদ বলেন ঃ তিনি আমাদেরকে তাশাহহুদ শিক্ষা দিতেন এবং আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করে বলতেন ঃ

«اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ [لِلّٰهِ] اَلسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ......

إلخ، تشهد ابن مسعود »

তাহিয়্যাত, তাইয়িবাত, ছালাওয়াত, যাকিয়াত (পবিত্রতা জ্ঞাপক শব্দাবলী)

---

[১] ছহীহ সনদে, মালিক ও বাইহাকী, হাদীছটি যদিও মাওকুফ (ছাহাবী পর্যন্ত সনদের ধারা ক্ষান্ত) কিন্তু বিধানের ক্ষেত্রে মারফূ' [নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত সনদের ধারা বিদ্যমান] হাদীছের পর্যায়ভুক্ত। কেননা এটা জানা কথা যে এরূপ কথা রায় থেকে বলা সম্ভব নয়। যদি রায় থেকে বলা হতো তাহলে এই যিক্‌রটি অন্যান্য যিক্‌রের চেয়ে উত্তম হত না। যেমনটি বলেছেন ইবনু আব্দিল বার্‌।

জ্ঞাতব্য ঃ পূর্বোক্ত সমস্ত তাশাহহুদেই «ومغفرته» শব্দটি অবিদ্যমান, অতএব তা অগ্রাহ্য। এ কারণে সালাফদের কেউ কেউ তাকে অস্বীকার করেছেন। ত্বাবারানী (৩/৫৬/১) ছহীহ সনদে ত্বলহা বিন মুছাররিফ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, র'বী বিন খাইছাম তাশাহহুদের ভিতর وبركاته এর পর ومغفرته যোগ করেছিল। আলক্বামাহ (তার প্রতিবাদ করে) বলেছিলেন যা আমাদেরকে (নবী কর্তৃক) শিখানো হয়েছে তাতেই আমরা ক্ষান্ত হবো।

«السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته »

আলক্বামাহ এই (সচেতনতামূলক) অনুসরণের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তার উস্তায আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে। ইবনু মাসউদ থেকে বর্ণিত– তিনি এক ব্যক্তিকে তাশাহহুদ শিক্ষা দিতেছিলেন– যখন সে একথা পর্যন্ত পৌছল ঃ "আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ" সে (এর পর) وحده لاشريك له (অহ্‌দাহু লা শারীকালাহু) বলল। আব্দুল্লাহ বললেন ঃ বাস্তবে তিনি তাই অর্থাৎ তিনি একক ও শরীক বিহীন। কিন্তু আমরা ওখানেই ক্ষান্ত হবো যে পর্যন্ত আমাদেরকে শিখানো হয়েছে।

ত্বাবারানী একে তার আওসাত্ব গ্রন্থে (হাদীছ নং ২৮৪৮ আমার ফটোকপি) ছহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন, যদি মুসাইয়িব কাহিনী ইবনু মাসউদ থেকে শুনে থাকে।

আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। শান্তি বর্ষিত হোক আপনার উপর......। শেষ পর্যন্ত ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর তাশাহহুদ।[১]

الصلاة على النبي ﷺ وموضعها وصيغها

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ছালাত পাঠ এবং তার স্থান ও শব্দাবলী

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের উপর ছালাত পাঠ করতেন প্রথম তাশাহহুদ ও শেষ তাশাহহুদে।[২]

আর উম্মাতের জন্য এটা পাঠ করা বিধিবদ্ধ করেছেন, তিনি তাদেরকে তার প্রতি সালাম প্রদানের পরে ছালাত (দরুদ) পাঠ করারও নির্দেশ দিয়েছেন।[৩]

---

[১] এটাকে উদ্ধৃত করেছেন ইবনু আবী শাইবাহ (১/২৯৩), সাররাজ, মুখাল্লিছ (যেমনটি অতিবাহিত হয়েছে) এবং বাইহাক্বী (২/১৪৪), আর ভাষাভঙ্গি তারই।

[২] আবূ আওয়ানাহ তার ছহী গ্রন্থে (২/৩২৪) বর্ণনা করেছেন এবং নাসাঈও।

[৩] ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন- হে আল্লাহর রাসূল আমরা তো জেনেছি কিভাবে আপনার উপর সালাম প্রদান করবো (তাশাহহুদের ভিতর) কিন্তু কিভাবে আপনার উপর ছালাত পাঠ করবো? রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন ঃ "তোমরা বল আল্লাহুম্মা ছল্লিআলা মুহাম্মাদ...." হাদীছের শেষ পর্যন্ত। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোন তাশাহহুদকে কোন তাশাহহুদ ব্যতীত ছালাত বা দরুদের জন্য বিশিষ্ট করেননি। এর ভিতরেই প্রমাণ নিহিত রয়েছে প্রথম তাশাহহুদেও ছালাত বা দরূদ পাঠ শরীয়ত সম্মত হওয়ার বিষয়টি, আর এটা ইমাম শাফিঈর মতও বটে, যেমনটি ব্যক্ত করেছেন স্বীয় কিতাব 'আল-উম্ম' এর ভিতর। আর ছাহাবীবর্গের নিকট এটা সঠিক যেমনটি ব্যক্ত করেছেন ইমাম নূবী আল-মাজ'মূ গ্রন্থে (৩/৪৬০) আর এটাই ব্যাক্ত করেছেন 'আররাওযাহ' গ্রন্থে (১/২৬৩, আল মাকতাবুল ইসলামী প্রকাশনী)। আর এ মতই গ্রহণ করেছেন আল-অযীর বিন হুবাইরাহ হাম্বলী 'আল-ইফছাহ' গ্রন্থে যেমনটি সংকলন করে সমর্থন দিয়েছেন ইবনু রাজাব যাইলুত্ ত্বাবাক্বাত গ্রন্থে (১/২৮০)। বহু হাদীছই এসেছে তাশাহহুদে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর ছালাত পাঠ করার ব্যাপারে, তার কোনটিতেই এক তাশাহহুদ ব্যতীত অন্য তাশাহহুদের সাথে এর উল্লিখিত বিশিষ্টতা নেই। বরং তা প্রত্যেক তাশাহহুদকে ব্যাপকভাবে শামিল করে। মূল গ্রন্থের টীকায় ঐ সকল হাদীছ উদ্ধৃত করেছি, মূল কিতাবে এর কিছু==

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তাঁর প্রতি ছালাত পাঠ করার বিভিন্ন শব্দ শিক্ষা দিয়েছেন :

১। «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ، وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ بَيْتِهِ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ، وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»

وهذا كان يدعو به هو نفسه صلى الله عليه وسلم ❊

হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার পরিজন, পত্নীকূল ও সন্তানবর্গকে ছালাতে[১] (প্রশংসা ও মান মর্যাদায়) ভূষিত কর যেমনভাবে ছালাতে ভূষিত

অংশও উদ্ধৃত করিনি। কারণ মূল কিতাবে তা উল্লেখ করা আমাদের শর্ত বহির্ভূত। যদিও তার একেকটি অন্যটিকে শক্তিশালী করে। কিন্তু নিষেধকারী বিরুদ্ধ পক্ষের নিকট কোন প্রামাণ্য ছহীহুদ্ধ দলীলই নেই। যেমনটি মূল কিতাবে বর্ণনা করেছি। অনুরূপভাবে একথাও ভিত্তিহীন ও প্রমাণ শূন্য যে, প্রথম তাশাহহুদে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর ছলাত পাঠের ক্ষেত্রে 'আল্লাহুম্মা ছাল্লিআলা মুহাম্মাদ' এর চেয়ে বেশী বলা মাকরুহ। বরং আমরা মনে করি যে, এরূপকারী নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পূর্বোল্লিখিত নির্দেশ قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد তোমরা বল– "হে আল্লাহ মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধরের উপর ছালাত (দয়া) বর্ষণ কর......" শেষ পর্যন্ত– বাস্তবায়ন করেনি। এ গবেষণা কার্যের পরিশিষ্ট রয়েছে যা মূল গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছি।

[১] নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ছালাত পড়ার অর্থ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তন্মধ্যে আবুল আলিয়াহর কথাই সর্বোত্তমঃ নবীর প্রতি আল্লাহর ছলাত অর্থ– তাঁর কর্তৃক নবীর প্রশংসা ও সম্মান প্রদর্শন। ফিরিশতা কর্তৃক তার প্রতি ছালাত অর্থ– আল্লাহর নিকট নবীর জন্য তাঁর কর্তৃক তাযীম ও সম্মানের আবেদন করা। আবেদন করার উদ্দেশ্য অধিক পরিমাণে তা প্রদানের আবেদন, মূল ছালাতের আবেদন নয়। হাফিয ইবনু হাজার ফাতহুল বারীতে এই অর্থই উল্লেখ করেছেন এবং প্রসিদ্ধ উক্তি– রবের ছলাত অর্থ– রহমত (দয়া)-এর প্রতিবাদ করেছেন। ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) তাঁর 'জালাউল আফহাম', নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা দান করেছেন যাতে এর চেয়ে বেশী কিছু নেই, আপনি তাও অধ্যয়ন করতে পারেন।

করেছ ইবরাহীম নাবীর বংশধরকে, নিশ্চয় তুমি অতি প্রশংসিত মহিমান্বিত। আর বরকত[১] নাযিল কর মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবার পরিজন, পত্নিকুল ও সন্তানবর্গের উপর যেমনভাবে বরকত নাযিল করেছো ইব্রাহীম নাবীর বংশধরের উপর। নিশ্চয় তুমি অতি প্রশংসিত মহিমান্বিত।

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত শব্দাবলী বিশিষ্ট দু'আ (ছালাত) নিজের প্রতি পাঠ করতেন।[২]

২। اَللّٰهُمَّ! صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى {إِبْرَاهِيْمَ[৩] وَعَلٰى} آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ! بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى {إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى} آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

---

(১) বারিক بارك আল বারাকাহ البركة থেকে– যার অর্থ বৃদ্ধি, আধিক্য, কল্যাণ কামনা ও এসবের জন্য দু'আ করা। সুতরাং এ দু'আয় নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এমন কল্যাণ দানের কথা সন্নিহিত রয়েছে যা ইবরাহীম নবীর বংশধরকে আল্লাহ দান করেছেন। আর একল্যাণ যেন স্থায়ী, চিরন্তন, দ্বিগুণ হারে ও অধিক পরিমাণে হয়।

(২) আহমাদ ও ত্বহাবী– ছহীহ সনদে এবং বুখারী ও মুসলিম– اهل بيته শব্দ বাদে।

(৩) ব্রাকেটের ভিতরের এ বৃদ্ধিটুকু ও এর পরের বৃদ্ধিটুকু বুখারী, ত্বহাবী, বায়হাকী ও আহমাদের বর্ণনায় সুসাব্যস্ত। অনুরূপভাবে নাসাঈতেও। এছাড়াও বিভিন্ন বর্ণনাসূত্রে সমাগত শব্দাবলীতেও উক্ত বৃদ্ধিটুকু এসেছে। অতএব আপনি বিভ্রান্ত হবেন না 'জালাউল আফহাম' নামক গ্রন্থে (১৯৮ পৃষ্ঠা) ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) যা বলেছেন তা নিয়ে তিনি স্বীয় গুরু ইবনু তাইমিয়াহ (রহঃ)-এর অনুসরণ করেছেন 'ফাতাওয়া' গ্রন্থের (১/১৬) এ উদ্ধৃতি অনুযায়ী ঃ "কোন এমন ছহীহ হাদীছ আসেনি যাতে এক সাথে «إبراهيم وآل ابراهيم» রয়েছে।

এইতো আমরা আপনাকে ছহীহ সূত্রে এনে দিলাম। প্রকৃত পক্ষে এটা হচ্ছে এই কিতাবের উপকারিতাসমূহের একটি উপকারিতা এবং বিভিন্ন বর্ণনা সূত্র এবং বিভিন্ন শব্দের সূক্ষ্ম অনুসন্ধান ও তার মাঝে সমন্বয় সাধনের বৈশিষ্ট্য এবং এ বিষয়টি অর্থাৎ পূর্বানুরূপ অনুসন্ধান কার্য আমাদের পূর্বে আর করা হয়নি। অতএব মর্যাদা, কৃতজ্ঞতা ও অনুগ্রহ কেবল আল্লাহরই। আর ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রহঃ)-এর ==

হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ ও তার বংশধরকে ছালাতে ভূষিত কর যেমনভাবে ইবরাহীম নাবী ও তার বংশ ধরকে ছালাতে ভূষিত করেছ, নিশ্চয়ই তুমি অতি প্রশংসিত মহিমান্বিত।

হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধর এর উপর বরকত নাযিল কর যেমনভাবে ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরের উপর বরকত নাযির করেছ, নিশ্চয় তুমি অতি প্রশংসিত মহিমান্বিত।[১]

৩। اَللّٰهُمَّ! صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ { وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ } إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى { إِبْرَاهِيْمَ وَ } آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۞

হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধরকে সম্মান ও মর্যাদা দান কর যেমনভাবে ইবরাহীম নবী ও তাঁর বংশধরকে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছ, নিশ্চয় তুমি অতি প্রশংসিত, অতি মহিমান্বিত। আর মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধরের উপর বরকত দান কর যেমনভাবে দান করেছ ইবরাহীম নবী ও তাঁর বংশরের উপর নিশ্চয় তুমি অতি প্রশংসিত, অতি মহিমান্বিত।[২]

৪। اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ { اَلنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ } وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ { اَلنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ } وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى { آلِ } إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ،

হে আল্লাহ! নিরক্ষর নাবী মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের বংশধরকে ছালাত দান

প্রমাদ ঘটানোর তাগিদ মেলে আগত সপ্তম প্রকারের ভিতর। স্বয়ং তিনি তাকে ছহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন অথচ তার ভিতরেই ঐ বিষয় (বৃদ্ধিটুকু) রয়েছে যা তিনি অস্বীকার করেছেন।

[১] বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ– "আমালুন ইয়াউমি অল্লাইলাহ" গ্রন্থে (১৬২/৫৪) আল-হুমাইদী (১৩৮/১) ইবনু মান্দাহ (৬৮/২) এবং তিনি বলেছেন এ হাদীছটি সকলের ঐকমত্যানুসারে ছহীহ্।

[২] আহমাদ, নাসাঈ ও আবূ ইয়া'লা তার মুসনাদ গ্রন্থে (কাফ ২/৪৪) সনদ ছহীহ্।

কর যেমনভাবে ছালাত দান করেছ ইবরাহীম নাবীকে এবং ইবরাহীম নাবীর বংশধরকে নিশ্চয় তুমি অতি প্রশংসিত অতি মহিমান্বিত। আর নিরক্ষর নাবী মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের বংশধরকে বরকত দান কর যেমনভাবে বরকত দান করেছ ইবরাহীম নাবী ও ইবরাহীম নাবীর বংশধরকে সমগ্র জগতের ভিতর। নিশ্চয় তুমি অতি প্রশংসিত অতি মহিমান্বিত।[১]

৫। اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى {آلِ} إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ {عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ} وَ{عَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ} كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ {وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ}.

হে আল্লাহ! তোমার বান্দা ও তোমার রসূল মুহাম্মাদকে ছালাত দান কর, যেমনভাবে ছালাত দান করেছ ইবরাহীম নাবীর বংশধরকে। আর বরকত দান কর তোমার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদকে এবং মুহাম্মাদের বংশধরকে যেমনভাবে বরকত দান করছে ইবরাহীম নাবী ও তাঁর বংশধরকে।[২]

৬। اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ{عَلٰى} أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى {آلِ} إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ{عَلٰى} أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى {آلِ} إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ, তার পত্নীকুল ও সন্তানবর্গের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি কর যেমনভাবে ইবরাহীম নাবীর বংশধরের মান মর্যাদা বৃদ্ধি করেছ এবং বরকত দান কর মুহাম্মাদ, তাঁর স্ত্রীপরিজন ও তাঁর সন্তানবর্গের উপর যেমনভাবে বরকত দান করেছ ইবরাহীম নাবী ও তাঁর বংশধরের উপর, নিশ্চয় তুমি অতি প্রশংসিত

---

[১] মুসলিম, আবূ আওয়ানাহ, ইবনু আবী শাইবাহ, তার মুছান্নাফ গ্রন্থে (২/১৩২/১), আবূ দাউদ ও নাসাঈ (১৫৯-১৬১) এবং হাকিম একে ছহীহ আখ্যা দিয়েছেন।

[২] বুখারী, নাসাঈ, ত্বহাবী, আহমাদ ও ইসমাঈল কাযী তার 'ফাযলুছ্ ছলাতি আলাননাবী' নামক গ্রন্থে- পৃষ্ঠা ২৮, প্রথম সংস্করণ ৬২ পৃষ্ঠা, ও আল-মাকতাবুল ইসলামী প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ আমার (আলবানীর) তাহক্বীকসহ।

অতি মহিমান্বিত।[১]

৭। اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَاٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের বংশধরের মান মর্যাদা বৃদ্ধি কর এবং মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের বংশধরকে বরকত দান কর যেমনভাবে মান-মর্যাদা ও বরকত দান করেছ ইবরাহীম নাবী ও তার বংশধরকে নিশ্চয় তুমি অতি প্রশংসিত মহিমান্বিত।[২]

فوائد مهمة في الصلاة على نبي الأمة

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি ছালাত পাঠ প্রসঙ্গে উপকারী গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য

১। **প্রথম তথ্য ঃ** লক্ষ্য করা যায় যে, নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ছালাত পাঠের শব্দাবলীর প্রকারসমূহের অধিকাংশ প্রকারেই ইবরাহীম নাবীকে তার বংশধর ‹آل› থেকে বিচ্ছিন্নরূপে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়নি বরং তাতে এই শব্দ উল্লেখ হয়েছে- ‹كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ›। যেভাবে ইবরাহীমের বংশধরের প্রতি সম্মান ও রহমত দান করেছ।

এর কারণ হলো আরবী ভাষায় কোন ব্যক্তির বংশধর বলতে গেলে সে ব্যক্তিও তাদের মধ্যে পরিগণিত হয় যেমনভাবে পরিগণিত হয় তারা যারা তার সাথে সম্বন্ধ যুক্ত। যেমনটি আল্লাহর এই বাণীতে এসেছে-

---

[১] বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ (১৬৪/৫৯)।

[২] নাসাঈ (১৬৪/৫৯), ত্বাহাবী, আবূ সাঈদ ইবনুল আরাবী 'আল-মু'জাম' গ্রন্থে (৭৯/২) সনদ ছহীহ। ইবনুল কায়ইম (রহঃ) এটিকে তার 'জালাউল আফহাম' গ্রন্থে (১৪-১৫ পৃষ্ঠা) মুহাম্মাদ বিন ইসহাক আস্‌সাররাজ, এর হাওয়ালা দিয়েছেন, অতঃপর ছহীহ আখ্যা দিয়েছেন। আমি (আলবানী) বলি এই শব্দে একত্রিত এসেছে ‹وإبراهيم› ‹وآل إبراهيم› অথচ এটাকে ইবনুল কায়ইম (রহঃ) ও তাঁর গুরু (ইবনু তাইমিয়াহ রহঃ) অস্বীকার করেছেন যেমনটি ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে (পৃষ্ঠা ১৬৩-১৬৪) তার প্রতিবাদসহ, সুতরাং এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ «آل عمران»

নিশ্চয়ই আল্লাহ আদম, নূহ, ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরকে বিশ্বের ভিতর থেকে বাছাই করেছেন- (আলু-ইমরান- ২৩ আয়াত)।

আল্লাহ তা'আলার এই বাণীতেও-

﴿إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ﴾ (القمر : ٣٤)

শুধু লূত নাবীর বংশধরকে প্রভাতকালে পরিত্রাণ দান করেছি।

(আল-কামার- ৩৪ আয়াত)

এরই পর্যায়ভুক্ত হলো নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বাণী-

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى»

হে আল্লাহ! সম্মান ও রহমত দান কর আবূ আউফার বংশধরের প্রতি।

আর এরূপই «أهل البيت» (আহলুল বাইত) শব্দের অবস্থা। যেমন আল্লাহর এ বাণীতে এসেছে- ﴿رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ আল্লাহর রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক তোমাদের উপর হে (ইবরাহীমের) গৃহের সদস্যবৃন্দ অর্থাৎ পরিবার বর্গ- (সূরা হূদ- ৭৩ আয়াত)। ইবরাহীম নবীও তাদের বংশধরের মধ্যে গণ্য।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেছেন ঃ এজন্যই অধিকাংশ শব্দের ভিতর এসেছে- «كما صليت على آل إبراهيم» যেমনভাবে ইবরাহীম নবীর বংশধর এর উপর রহমত ও সম্মান দান করেছ। এমনিভাবে এসেছে- «كما باركت على آل إبراهيم» যেমনভাবে ইবরাহীম নবীর বংশধরের উপর বরকত অবতীর্ণ করেছ। আবার কোন শব্দে স্বয়ং «إبراهيم» ইবরাহীম এসেছে, কারণ সম্মান ও পরিশুদ্ধির এ দু'আয় তিনিই মূল এবং তার সমস্ত বংশধর আনুষঙ্গিকভাবে এটা প্রাপ্ত হয়। আর কোন শব্দে এরূপ ও কোন শব্দে ঐরূপ এসেছে এই দুই অবস্থার ব্যাপারে সচেতন করার জন্যই (এ আলোচনার অবতারণা করা হলো)।

পাঠক যখন এটা জানলেন তখন আরেকটি বিষয়ে জানুন, আলিম সমাজের মাঝে একটি প্রশ্ন প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তা হচ্ছে- «كما صليت ...الخ» (যেমনভাবে সম্মান ও রহমত দান করেছ..... শেষ পর্যন্ত) এর ভিতর উপমার কারণ নিয়ে।

আর তা এই জন্য যে, যা উপমিত বিষয় তাকে যার সাথে উপমা দেয়া হয় তার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের হয়। অথচ এখানে বাস্তবে তার বিপরীত। কারণ মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইবরাহীম নবীর চেয়ে উত্তম। অতএব তার

উত্তম হওয়ার দাবী এই যে, তার জন্য কাম্য ছালাত অতীতে প্রাপ্ত ও ভবিষ্যতে প্রাপ্য সকল ছালাত অপেক্ষা উত্তম হওয়া উচিত।

আলিমগণ এর অনেকগুলো উত্তর দিয়েছেন যার অনেকগুলো আপনি ফাতহুল বারী ও জালাউল আফহান গ্রন্থে পাবেন। সেখানে প্রায় দশটির কাছাকাছি উক্তি রয়েছে। যার একটা আর একটার চেয়ে অধিক দুর্বল– কেবল একটি মাত্র উক্তি ছাড়া। সেটিই কেবল শক্তিশালী– আর এটাকে পছন্দ করেছেন ইবনুল তাইমিয়াহ ও তার শিষ্য ইবনুল কাইয়িম (রহ) আর তা হচ্ছে এই উক্তিটি– 'নিশ্চয় ইবরাহীম নবীর বংশধরের মধ্যে বহু নবী রয়েছে যাদের মত কোন ব্যক্তি মুহাম্মাদ এর বংশধরের মধ্যে নেই। অতএব, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বংশ ধরের জন্য যদি ঐ ধরনের ছালাত কামনা করা হয় যে ছালাতের অধিকারী নবী ইবরাহীম ও তার বংশধর ছিল যাদের মধ্যে অনেক নবীও রয়েছেন তাহলে মুহাম্মাদের বংশধরের জন্য এমন মর্যাদা উপার্জিত হচ্ছে যা তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। কারণ তারা (যত কৃতিত্বই অর্জন করুক) নবীগণের স্তরে পৌছতে পারে না।[১] সুতরাং নবীগণের জন্য (যাদের ভিতর ইবরাহীম নবীও) প্রযোজ্য অতিরিক্ত মর্যাদার অধিকারী মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এথেকেই তার এমন মর্যাদা অর্জিত হচ্ছে যা অন্য কারো জন্য অর্জিত হয় না।

ইবনুল ক্বায়ইম (রহঃ) বলেছেন ঃ এ উক্তিটি পূর্বোক্ত উক্তিগুলোর ভিতর সর্বোত্তম। আর এর চেয়ে উত্তম হলো একথা বলা যে, মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবরাহীম নাবীর বংশধরের অন্তর্ভুক্ত বরং তিনি ইবরাহীম নাবীর বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। যেমনটি বর্ণনা করেছেন আলী বিন ত্বলহাহ– ইবনু আব্বাস থেকে আল্লাহর এ বাণীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে–

﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾

(آل عمران ٣٢)

নিশ্চয় আল্লাহ আদম, নূহ, ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরকে সমগ্র জগতের মধ্যে বাছাই করে নিয়েছেন। (সূরা ঃ আলু ইমরান ৩৩ আয়াত)

---

[১] 'আমার উম্মাতের আলিম-উলামা বানু ইসরাইলের নাবীদের সমতুল্য' বলে যে হাদীছটি কথিত আলিম সম্প্রদায় ও সাধারণ লোকেদের মুখে প্রসিদ্ধ এটা একটা মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীছ। (অনুবাদক)

ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বলেন ঃ মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবরাহীমের বংশের অন্তর্ভুক্ত। আর এটা স্পষ্ট কথা যে, ইবরাহীমের সন্তান সন্ততির অভ্যন্তরস্থ নাবীগণ যদি তার বংশধরের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া আরো অগ্রাধিকারযোগ্য। অতএব আমাদের কথা ঃ

« كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيْمَ »

তাঁকে (মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও ইবরাহীম নাবীর বংশস্থ সকল নাবীকে শামিল করছে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আমরা যেন মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বংশধরের প্রতি বিশেষভাবে ঐ পরিমাণ ছালাত প্রদান করি– যে পরিমাণ ছালাত প্রদান করি তাঁর উপর সাধারণভাবে ইবরাহীম নাবীর বংশধরের সাথে সম্পৃক্ত করে।

আর তাঁর বংশধরের জন্য এই পরিমাণ ছালাত অর্জিত হচ্ছে যা তাদের জন্য প্রযোজ্য এবং অবশিষ্ট সম্পূর্ণ নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রাপ্য। নিঃসন্দেহে ইবরাহীমের বংশধরের জন্য প্রাপ্য ছালাত যাদের সাথে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রয়েছেন এটা ঐ ছালাত অপেক্ষা পরিপূর্ণ যা তাদেরকে সংযুক্ত না করে শুধু তার জন্য কাম্য হয়। তাঁর জন্য উক্ত প্রকার ছালাত থেকে ঐ সুমহান বিষয়টিই কাম্য যা নিঃসন্দেহে ইবরাহীম নাবীর জন্য প্রাপ্য বিষয়ের চেয়ে উত্তম। আর তখনই প্রকাশ পায় উপমা আর মূল অর্থে একে ব্যবহার করার উপকারিতা।

সুতরাং এই শব্দের মাধ্যমে তার জন্য কাম্য ছালাত অন্য শব্দের মাধ্যমে কাম্য ছালাত অপেক্ষা আরো মহান। দু'আর মাধ্যমে যদি ঐ ব্যক্তির অনুরূপ কাম্য হয় যার সাথে উপমা দেয়া হয়েছে « المشبه به » অর্থাৎ ইবরাহীম ও তাঁর বংশধর তবে তার জন্য তা থেকেও পরিপূর্ণ অংশ সাব্যস্ত, সুতরাং উপমিত « المشبه » অর্থাৎ মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য যা কাম্য হচ্ছে তা ইব্রাহীম ও অন্যান্যদের চেয়ে বেশী। উপরন্তু এর সাথে যোগ হয়েছে যার সাথে উপমা দেয়া হয়েছে তার (ইবরাহীম) থেকে এমন এক অংশ যা অন্য আর কারো জন্য অর্জিত হয় না।

এ থেকেই ইবরাহীম নাবী ও তাঁর বংশধরের চেয়ে ('যাদের মধ্যে অনেক নবী রয়েছেন) তাঁর (আমাদের নাবীর) মর্যাদা ও সম্মান প্রস্ফুটিত হচ্ছে যা তার জন্য উপযোগী। এ ছালাত (দরূদ) এ মর্যাদার প্রতিই নির্দেশকারী এবং তা অনিবার্যকারী ও তার দাবীদার বিষয়াদির একটি বিষয়।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বংশধরকে মর্যাদা, রহমত ও শান্তি প্রদান করুন এবং তাঁকে তারচেয়েও উত্তম প্রতিদান দান করুন যে কোন নাবীকে তাঁর উম্মাতের পক্ষ থেকে যে প্রতিদান দান করেছেন।

অতএব হে আল্লাহ! রহমত ও মর্যাদা দান কর মুহাম্মাদের প্রতি এবং মুহাম্মাদের বংশধরের প্রতি যেমনভাবে রহমত ও মর্যাদা দান করেছ ইবরাহীমের বংশধরের প্রতি, নিশ্চয় তুমি অতি প্রশংসিত মহিমান্বিত। আর বরকত দান কর মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের বংশধরের প্রতি যেমনভাবে বরকত দান করেছ ইবরাহীমের বংশধরের প্রতি, নিশ্চয় তুমি অতি প্রশংশিত মহিমান্বিত।

দ্বিতীয় উপকারী তথ্য

সম্মানিত পাঠক! আপনি দেখে থাকবেন যে ছালাত এর বিভিন্ন প্রকার শব্দের প্রত্যেকটির ভিতর নাবীর সাথে তাঁর বংশধর, তাঁর পত্নীকুল ও সন্তান সন্ততির উপর ছালাত প্রেরণের কথা উল্লেখ আছে। সুতরাং যে ব্যক্তি শুধু « اللهم! صل على محمد » হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছালাত দান কর বলে ক্ষান্ত হবে সে নাবীর নির্দেশ পালনকারী হবেনা ও তার এরূপ বলা সুন্নাহ সম্মত হবে না। বরং অবশ্যই এ সমস্ত শব্দের যে কোন একটি পরিপূর্ণভাবে আনতে হবে যেভাবে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এসেছে। এক্ষেত্রে প্রথম তাশাহ্হুদ ও দ্বিতীয় তাশাহ্হুদের মাঝে কোন তফাত নেই। আর এটাই ইমাম শাফিঈর স্বীয় 'আল-উম্ম' গ্রন্থের (১/১০২) স্পষ্ট উক্তি। তিনি বলেছেন ঃ

প্রথম ও দ্বিতীয় বৈঠকের তাশাহ্হুদের শব্দ এক ও অভিন্ন। আর আমার কথায় 'তাশাহ্হুদ' বলতে তাশাহ্হুদ ও নাবীর প্রতি ছালাত পাঠ উভয়ই উদ্দেশ্য, একটি অন্যটি ছাড়া যথেষ্ট নয়।

আর যে হাদীছে এসেছে– كان لا يزيد في الركعتين على التشهد নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'রাক'আতের বৈঠকে তাশাহহুদের অতিরিক্ত কিছু পাঠ করতেন না– এটি মুনকার বা পরিত্যাজ্য হাদীছ– যেমনটি সিলসিলাহ যঈফাহ গ্রন্থে তদন্ত করে দেখিয়েছি– (হাদীছ নং ৫৮১৬)।

এযুগের আশ্চর্যজনক বিষয় এবং ইলমী বিপর্যয় ও বিশৃংখলার নমুনাসমূহের একটি নমুনা হচ্ছে এই যে, জনৈক ব্যক্তি– যিনি হচ্ছেন উস্তায মুহাম্মাদ ইস'আফ আন্নাশাশীবী। তিনি তার 'আল-ইসলামুছ্ছহীহ' নামক গ্রন্থে নাবীর উপর ছালাত পাঠ করতে যেয়ে বংশধরের প্রতি ছালাত পাঠ করা অস্বীকার করার ধৃষ্টতা পোষণ করেছেন। অথচ ছহীহ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে একদল ছাহাবাহ থেকে তা সাব্যস্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছেন কা'ব বিন উজরাহ, আবূ হুমাইদ সাইদী, আবূ সাঈদ খুদরী, আবূ মাসউদ আনছারী, আবূ হুরাইরাহ, ত্বলহাহ বিন উবাইদুল্লাহ প্রমুখগণ। তাদের বর্ণিত হাদীছগুলোতে এসেছে যে, তাঁরা নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, كيف نصلي عليك؟ আমরা কিভাবে আপনার প্রতি ছালাত পাঠ করব? তখন তিনি তাদেরকে এসব শব্দ শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর অস্বীকার করার পিছনে যুক্তি এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই বাণী ﴿ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ তোমরা তাঁর প্রতি ছালাত পাঠ কর ও যথারীতি সালাম প্রদান কর– এতে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আর কাউকেই উল্লেখ করেননি।

অতঃপর তিনি ছাহাবাগণ কর্তৃক নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে উক্ত প্রশ্ন করাকে দারুণভাবে অস্বীকার করেছেন– এই যুক্তিতে যে, ছালাত অর্থ তাদের জানা ছিল আর তা হচ্ছে দু'আ। তাহলে কিভাবে তারা তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারেন? এটা তাঁর (নাশাশীবীর) অত্যন্ত স্পষ্ট একটা ভুল ধারণা। কারণ তাদের প্রশ্ন ছালাতের অর্থ জানার ব্যাপারে ছিলনা– যাতে উক্ত যুক্তি আসতে পারে বরং তাদের প্রশ্ন ছিল তাঁর প্রতি ছালাত পাঠের পদ্ধতি সম্পর্কে যেমনটি উল্লিখিত সমস্ত বর্ণনাতে এসেছে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, তারা তাঁকে শরঈ পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। যা সেই প্রজ্ঞাপূর্ণ ও অতি জ্ঞানী শারি' (শরীয়ত প্রবর্তক মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে জানা ছাড়া সম্ভব নয়।

আর তাদের এ প্রশ্নটি হচ্ছে আল্লাহর বাণী ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ আর তোমরা ছালাত ক্বায়িম কর এর মাধ্যমে ফরয কৃত ছালাতের পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার সমতুল্য। কারণ তাদের ছালাত-এর আভিধানিক মূল অর্থ জানাটা এর শরঈ পদ্ধতি জানার ব্যাপারে তাদেরকে জিজ্ঞাসা মুক্ত করতে পারে না। আর এটা অত্যন্ত স্পষ্ট কথা যাতে অস্পষ্টতার কিছু নেই।

আর তার উল্লেখিত যুক্তিটি মোটেও ধর্তব্যের বিষয় নয়, কারণ সকল মুসলিমের জানা আছে যে, নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণীর বর্ণনাকারী ও ব্যাখ্যাদাতা। যেমনটি আল্লাহ বলেছেন- ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ আর আপনার উপর যিক্র (কুরআন) নাযিল করেছি যাতে লোকদেরকে বর্ণনা করে দেন যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে- (সূরা আন-নাহাল ঃ ৪৪ আয়াত)।

তাইতো নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতি ছালাত পাঠের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছেন যার ভিতর তার বংশধরের উল্লেখ এসেছে। অতএব তাঁর থেকে এটা গ্রহণ করা অনিবার্য। কারণ আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ আর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে যা প্রদান করেন তা তোমরা গ্রহণ কর আর যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত হও- (সূরা ঃ আল্-হাশ্‌র- ৭ আয়াত)।

আর প্রসিদ্ধ ছহীহ হাদীছেও নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী রয়েছে ঃ

« ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه » وهو مخرج في تخريج المشكاة »

জেনে রেখ আমাকে আল-কুরআন প্রদান করা হয়েছে এবং তার সাথে তারই অনুরূপ একটি জিনিস প্রদান করা হয়েছে। মিশকাতের তাখরীজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করা হয়েছে- (হাদীছ নং ১৬৩ ও ৪২৪৭)।

আমার জানতে ইচ্ছে হয় যে, নাশাশীবী ও যারা তার চাকচিক্যপূর্ণ কথায় প্রবঞ্চিত হতে পারেন তারা কী বলবেন ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে অচিরেই ছালাতের ভিতর তাশাহহুদ পাঠ অস্বীকার করবে অথবা ঋতু অবস্থায় ঋতুবতীর ছালাত ও ছওম ত্যাগ করা অস্বীকার করবে এই যুক্তিতে যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে

তাশাহহুদ উল্লেখ করেননি বরং শুধু কিয়াম, রুকু ও সাজদাহ উল্লেখ করেছেন। আর যেহেতু আল্লাহ তা'আলা ঋতুবতীর জন্য কুরআনে ছালাত ও ছওম মাফ করেননি, অতএব তার উপর তা পালন করা ওয়াজিব। তারা কি এই অস্বীকারকারীর অস্বীকৃতির উপর একমত হবেন– নাকি তার প্রতিবাদ করবেন। যদি প্রথম অবস্থা (একমত) হয় যা- আমাদের কাম্য নয় তাহলে তো তারা অনেক দূরবর্তী ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হলো এবং মুসলিম জামা'আত থেকে বহিষ্কৃত হলো। আর যদি অন্য অবস্থা (প্রতিবাদ) হয় তাহলে তারা তাওফীক প্রাপ্ত হলো ও সঠিক করলো। তারা উপরোক্ত অস্বীকারকারীর যার মাধ্যমে প্রতিবাদ করবেন নাশাশীবীর বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদও তাই। হে পাঠক আপনার নিকট এর কারণও তুলে ধরলাম।

অতএব হে মুসলিম আপনি সাবধান হোন! সুন্নাত থেকে স্বাধীন হয়ে কুরআন বুঝার চেষ্টা করা থেকে। কারণ আপনি কস্মিনকালেও তা পারবেন না যদিও আপনি ভাষা-জ্ঞানে নিজের যুগের সীবওয়াহ্ও (একজন মহান আরবী ভাষাবিদ) হোন না কেন আর তার দৃষ্টান্ত এইতো আপনার সামনেই।

এই নাশাশীবী বর্তমান যুগের বড় ভাষাবিদদের অন্যতম একজন অথচ আপনি দেখছেন– তিনি তার ভাষা জ্ঞান নিয়ে ধোঁকায় পড়েছেন, পথভ্রষ্ট হয়ে গেছেন। তিনি কুরআন বুঝার জন্য সুন্নাহর সাহায্য নেননি। বরং তিনি তা অস্বীকার করেছেন যেমনটি আপনি জানলেন। আমরা যা বলছি এর অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে এই পরিসরে তা উল্লেখ করে সংকুলান করা যাবে না। ইতিপূর্বে যা উল্লেখ করা হয়েছে এতেই যথেষ্ট। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

তৃতীয় তথ্য

পাঠক আরো লক্ষ্য করে থাকবেন যে, ছালাতের শব্দাবলীর কোনটিতে السيادة বা সাইয়িদ (যার অর্থ সরদার) উল্লেখ করা হয়নি। তাই পরবর্তী বিদ্বানগণ ছালাতে ইবরাহীমিয়াহর ভিতর উক্ত শব্দ বৃদ্ধির শরীয়ত সম্মত হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন। এখানে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। আর তাদের নামও উল্লেখ করার অবকাশ নেই যারা নাবী ছাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক উম্মতকে শিক্ষা দেয়া পদ্ধতির অনুসরণ করতে যেয়ে উক্ত বৃদ্ধিকে শরীয়ত গর্হিত বলার পক্ষে গেছেন।

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ করতঃ এ কথার মাধ্যমে জবাব দিয়েছিলেন ঃ "তোমরা বল হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ এর প্রতি ছালাত দান কর..... ।"

তবে আমি এ সম্পর্কে সম্মানিত পাঠকদের সমীপে হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ)-এর মত সংকলন করছি ঃ এজন্য যে, তিনি শাফিঈ মাযহাবের ঐ সকল বড় আলিমদের একজন যারা হাদীছ ও ফিক্বহ্ উভয় শাস্ত্রে পারদর্শী। কেননা পরবর্তী শাফিঈ আলিমদের নিকট নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই পূত শিক্ষার বিপরীত বিষয় প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

হাফিয মুহাম্মদ বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-গারাবিলী (৭৯০-৮৩৫) যিনি ইবনু হাজার (রহঃ)-এর সংস্পর্শে থাকতেন তিনি বলেছেন এবং আমি তার হস্তলিখনী থেকে সংকলন করেছি ঃ ইবনু হাজারকে (রহঃ আল্লাহ্ তাকে তার হায়াত দ্বারা উপকৃত করুন) ছালাতের ভিতরে ও ছালাতের বাইরে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ছালাত পাঠের পদ্ধতির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল– এতে কি নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সরদার গুণে গুনান্বিত করা শর্ত; চাই তাকে ওয়াজিব বলা হোক আর চাই মুস্তাহাব বলা হোক, যথা এরূপ বলা যে, "হে আল্লাহ! ছালাত প্রদান কর আমাদের সরদার (নেতা) মুহাম্মাদের প্রতি অথবা সৃষ্টির সরদারের প্রতি অথবা আদম সন্তানের নেতার প্রতি?" নাকি তাঁর বাণী "হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের প্রতি ছালাত প্রেরণ করুন" এর উপর ক্ষান্ত থাকতে হবে। কোনটি অধিক উত্তম– সরদার বা সাইয়িদ السيادة শব্দ উল্লেখ করে যেহেতু তা হচ্ছে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্থায়ী গুণ অথবা তা উল্লেখ না করে এই জন্য যে, হাদীছে তার উল্লেখ নেই?

ইবনু হাজার (রহঃ) উত্তরে বলেছিলেন ঃ হ্যাঁ হাদীছে বর্ণিত শব্দের অনুসরণ করাই প্রাধান্যযোগ্য। এমনটিও বলা যাবে না যে, নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা নমনীয়তার খাতিরে ছেড়ে দিয়েছেন। যেমনভাবে তিনি নিজের নাম উল্লেখ করার সময় 'ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন না' অথচ উম্মাতকে তা বলতে বলা হয়েছে– যখনই তাঁর নাম উল্লেখ করা হবে। আমরা এজন্য এটা বলছি যে, সাইয়িদ গুণের উল্লেখ যদি প্রাধান্যযোগ্য হতো

তাহলে ছাহাবায়ে কিরাম অতঃপর তাবিঈদের থেকে তার অস্তিত্ব পাওয়া যেতো, কিন্তু ছাহাবাহ ও তাবিঈগণের একজনেরও বর্ণিত কোন হাদীছ থেকে এটা জানতে পারিনি। অথচ তাদের থেকে এবিষয়ে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। এই তো ইমাম শাফিঈ (রহঃ) আল্লাহ তাঁর মর্যাদা উঁচু করুন। তিনি নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অধিক সম্মান দান কারীদের একজন ছিলেন। তিনি তাঁর প্রণীত কিতাবের ভূমিকায় লিখেছেন– যেকিতাব তার মাযহাবের অনুসারীদের প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে পরিগৃহীত। 'আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা মুহাম্মাদ' দিয়ে শুরু করে তার ইজতিহাদ নিঃসৃত শব্দাবলীর শেষ পর্যন্ত। আর তা হচ্ছে– « كلما ذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكره الغافلون » যখনই স্মরণকারীরা তাকে স্মরণ করে এবং যখন উদাসীনরা তাঁকে উল্লেখ করা থেকে উদাসীন থাকে। যেন তিনি এসব শব্দাবলী এই ছহীহ হাদীছ থেকে নিঃসারণ করেছেন যার ভিতর রয়েছে– « سبحان الله عدد خلقه » আল্লাহর পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি তার সৃষ্টির সংখ্যা পরিমাণ। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, কোন উম্মুল মুমিনীনকে বেশী পরিমাণ ও দীর্ঘক্ষণ তাসবীহ পাঠ করতে দেখে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন "তোমার পরে আমি কিছু শব্দ বলেছি সেগুলোকে যদি তুমি (এ যাবৎ) যা বলেছ তার সাথে ওজন করা হয় তবে সেগুলোই ভারী হবে" অতঃপর উক্ত শব্দের দু'আটি বললেন। নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাপক অর্থবোধক দু'আ বলা পছন্দ করতেন।

ক্বাযী 'ইয়ায তার 'আশ্‌শিফা' নামক কিতাবে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ছালাত পাঠ প্রসঙ্গে অধ্যায় রচনা করেছেন এবং এর ভিতর ছাহাবা ও তাবিঈগণের এক গোষ্ঠী থেকে মারফূভাবে (সরাসরি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে) হাদীছ সংকলন করেছেন। উক্ত হাদীছের কোনটিতেই ছাহাবা ও অন্যান্য কারো থেকেই سيدنا সাইয়্যিদিনা বা আমাদের সরদার শব্দ পাওয়া যায় না।

উপরোক্ত শব্দাবলীর অনুরূপ কিছু আলী (রাযিঃ)-এর হাদীছে আছে। তিনি লোকদেরকে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এ প্রতি ছালাতের পদ্ধতি শিক্ষা দিতেন এই বলে ঃ

« اللَّهُمَّ دَاحِيَ الْمَدْحُوَّاتِ، وَبَارِيَ الْمَسْمُوكَاتِ اجْعَلْ سَوَابِقَ صَلَوَاتِكَ،

وَنَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ، وَزَائِدَ تَحِيَّتِكَ، عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ »

হে আল্লাহ! সমস্ত বস্তুর প্রশস্তদানকারী, উঁচু বস্তুসমূহের সৃষ্টিকর্তা তোমার সম্মান ও রহমতের অগ্রাংশ, ক্রমবর্ধমান বরকত, বাড়তি সংবর্ধনা ও অভ্যর্থনা মুহাম্মাদের প্রতি দান কর যিনি তোমার বান্দা ও রাসূল– যা কিছু রুদ্ধ ছিল তিনি তার উন্মোচনকারী।

আলী (রাযিঃ) থেকে আরো এসেছে তিনি বলতেন–

« صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين، والنبيين والصديقين والشهداء الصالحين وماسبح لك من شيء يارب العالمين! على محمد بن عبد الله خاتم النبين وإمام المتقين..... الحديث »

সদাচার পরায়ন অতি দয়ালু আল্লাহর রহমত ও সম্মান, নৈকট্যশীল ফেরেশ্‌তামণ্ডলী, নাবীকুল, অধিক সত্যবাদী, শহীদগণ, সৎকর্মশীল বান্দাগণ ও যা কিছু আপনার পবিত্রতা জ্ঞাপন করে তাদের সকলের পক্ষ থেকে উচ্ছ্বসিত ছালাত বর্ষণ কর সর্বশেষ নাবী ও আল্লাহভীরু (মুত্তাকী) বান্দাগণের নেতা মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহর প্রতি– হে সমগ্র জগতের পালনকর্তা।..... হাদীছের শেষ পর্যন্ত।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন ঃ

« اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على محمد عبدك ورسولك إمام الخير ورسول الرحمة..... الحديث »

হে আল্লাহ! তোমার সম্মান, বরকত ও রহমত দান কর তোমার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদের প্রতি যিনি রহমতের রাসূল এবং কল্যাণের নেতা, হাদীছের শেষ পর্যন্ত.....।

হাসান বাছরী থেকে বর্ণিত; তিনি বলতেন ঃ যে ব্যক্তি মুছত্বফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাউযে কাউছারে তুষ্টিপ্রদ সুধার গ্লাস পান করতে চায় সে যেন বলে ঃ

« اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه »

হে আল্লাহ! তুমি ছালাত প্রদান কর মুহাম্মাদের প্রতি এবং তার বংশধর, সহচরবৃন্দ, পত্নীকূল, পুত্র-পুত্রী, সন্তান-সন্ততি, বাটিস্থ পরিবার পরিজন, আত্মীয়স্বজন, সাহায্যকারী, স্বদলীয় ও মুহাব্বাতকারীদের প্রতি।

এগুলো হলো ছাহাবা ও তৎপরবর্তীগণ থেকে বর্ণিত, নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ছালাত পাঠের বিভিন্ন রূপ সংক্রান্ত শব্দাবলী যা আমি "আশ্‌শিফা" নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করছি যার– ভিতর উক্ত শব্দ সাইয়েদ নেই।

হ্যাঁ তবে ইবনু মাসউদ থেকে বর্ণিত একটি হাদীছে এসেছে যে, তিনি নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ছালাত পাঠ করতেন এ ভাষায় ঃ

«اللهم اجعل فضائل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين.....»

হে আল্লাহ! তোমার বাড়তি সম্মান-প্রতিপত্তি, রহমত ও বরকতসমূহ দান কর নাবীকুলের সরদারের প্রতি,..... হাদীছের শেষ পর্যন্ত। হাদীছটি ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেছেন কিন্তু এর সনদ দুর্বল।

পূর্বোল্লিখিত আলী (রাযিঃ)-এর হাদীছটি ত্বরানী বর্ণনা করেছেন যার সনদে কোন অসুবিধা নেই। তাতে কিছু অপরিচিত শব্দ এসেছে যার ব্যাখ্যা সহ বর্ণনা করেছি আবুল হাসান ইবনুল ফারিস প্রণীত "ফাযলুন্নাবী" নামক গ্রন্থে।

শাফিঈগণ উল্লেখ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি এই শপথ করে যে, আমি নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সর্বোত্তম ছালাত পাঠ করবো তাহলে তার মুক্ত হওয়ার পথ হলো নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি এই ছালাত পাঠ করা–

«اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وسها عن ذكره الغافلون»

হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ছালাত (সম্মান প্রতিপত্তি) দান কর যখনই স্মরণকারীরা তাঁকে স্মরণ করে এবং যখনই উদাসীনরা তাঁর স্মরণ থেকে উদাসীন থাকে। ইমাম নব্বী বলেন, দৃঢ়তার সাথে যে শব্দে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ছালাত পাঠকে সঠিক বলা যায় তা হচ্ছে–

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ......»

হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের প্রতি ও তাঁর বংশধরের প্রতি ছালাত প্রদান কর যেমনভাবে ইবরাহীমের প্রতি ছালাত প্রদান করেছেন,..... হাদীছের শেষ পর্যন্ত।

পরবর্তীদের একটি দল তাঁর বিরূপ মন্তব্য করেছে এই বলে যে, সংকলনগত দিক দিয়ে উক্ত পদ্ধতিদ্বয়ের ভিতর উত্তম হওয়ার প্রতি নির্দেশকারী কিছু নেই। তবে অর্থগত দিক দিয়ে প্রথম পদ্ধতির উত্তম হওয়াটা পরিস্ফুটিত।

মাসআলাটি ফিকহের কিতাবাদির ভিতর একটি প্রসিদ্ধ মাসআলাহ। মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, যে সকল ফিক্বহ্‌বিদগণ এই মাসআলাটি উল্লেখ করেছেন তাদের একজনেরও বক্তব্যে سيدنا (সাইয়িদিনা) শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় না। যদি এ বর্ধিত শব্দ পছন্দনীয় হতো তাহলে সেটা তাদের সকলের নিকটে গোপন থাকতো না এবং তারা বেখেয়ালও হতেন না। যাবতীয় কল্যাণ রয়েছে ইত্তিবা' তথা দলীল ভিত্তিক অনুসরণের ভিতর (এটাই আমাদের কথা)। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আমি বলেছি হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) যে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সরদার গুণে গুণান্বিত করা শরীয়ত সম্মত না হওয়ার মতাবলম্বী হয়েছেন তা মহান নির্দেশের অনুসরণার্থে, এ মতের উপরে রয়েছে (প্রকৃত) হানাফীগণ। আর এমতই অবলম্বন করা উচিত। কারণ এটাই হচ্ছে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মুহাব্বাত করার সত্যিকার প্রমাণ।

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ﴾ (آل عمران : ٣١)

বলুন হে রাসূল! যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবেসে থাক তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন— (আলু ইমরান ৩১)।

এজন্যেই ইমাম নববী "আররাওযাহ্" গ্রন্থে (১/২৬৫) বলেছেন ঃ নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সবচেয়ে পরিপূর্ণ ছালাত পাঠ এই «اللهم! صل على محمد...» হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের প্রতি ছালাত প্রদান করুন। পূর্বোক্ত তৃতীয় প্রকার ছালাত অনুযায়ী, তাতে السيادة সাইয়িদ বা সরদার শব্দের উল্লেখ নেই।

চতুর্থ তথ্য

হে পাঠক অবগত হোন যে, নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ছালাত পাঠের শব্দাবলীর প্রথম প্রকার ও চতুর্থ প্রকার শব্দ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ছাহাবাগণকে শিক্ষা দিয়েছিলেন যখন তারা তাকে তার প্রতি ছালাত পাঠের পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। এর দ্বারাই এ মর্মে দলীল গ্রহণ করা হয় যে, এগুলোই হচ্ছে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ছালাত পাঠের উত্তম পদ্ধতি। কারণ তিনি তাদের জন্য ও নিজের জন্য ঐ পদ্ধতিটিই তো পছন্দ করবেন যেটি অধিক উন্নত ও অধিক উত্তম। এজন্য ইমাম নব্বী "আররাওযাহ" গ্রন্থে একথাকে সঠিক বলেছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি কসম করে যে, সে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর সর্বোত্তম ছালাত পাঠ করবে- তবে ঐ ব্যক্তি উক্ত কসম থেকে মুক্ত হতে পারবে না সেই পদ্ধতিটি ছাড়া। সুবকী এর কারণ দর্শিয়েছেন এই ভাবে যে, যে ব্যক্তি উক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করলো ঐ ব্যক্তি দ্বিধাহীনভাবে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ছালাত পাঠ করলো। আর যে ব্যক্তিই এতদভিন্ন অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করবে সে সন্দেহযুক্তভাবে কাম্য ছালাত পাঠ করবে। কারণ তারা তো বলেছিলেন কিভাবে আমরা আপনার উপর ছালাত পাঠ করব? তখন তিনি বলেছিলেন ...قولوا অর্থাৎ তোমরা বল...... । তাদের এরূপ বলাকেই তাঁর প্রতি ছালাত পাঠ বলে গণ্য করেছেন।

হায়তামী "আদ্দুররুল মানযূদ" গ্রন্থে (ক্বাফ ২৫/২) অতঃপর (ক্বাফ ২৭/১) উল্লেখ করেছেন যে, ঐ সকল পদ্ধতির দ্বারা উদ্দেশ্য হাছিল হয়ে যাবে যেগুলো বিভিন্ন ছহীহ হাদীছে এসেছে।

পঞ্চম তথ্য

পাঠক জেনে রাখুন যে, একই ছালাতের ভিতর উল্লিখিত প্রকার সমষ্টি থেকে কোন শব্দ সংযোজন করা শরীয়ত সম্মত নয়। অনুরূপ বলা হবে পূর্বোল্লিখিত তাশাহহুদের শব্দাবলী সম্পর্কেও। বরং এরূপ করা দ্বীনের ভিতর বিদ'আত বলে গণ্য হবে। সুন্নাত হলো কখনো এটা বলা আর কখনো অন্যটা বলা। যেমনটি বলেছেন, ইবনু তাইমিয়াহ (রহঃ) তাঁর দুই ঈদের তাকবীর সংক্রান্ত আলোচনায় "মাজমূ" (১/২৫৩/৬৯)।

ষষ্ঠ তথ্য

আল্লামাহ ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী তার "নুযুলু আবরার বিল 'ইলমিল মা'ছূর মিনাল আদইয়াতি অল-আযকার" গ্রন্থে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ছালাত পাঠ ও বেশী বেশী পাঠের ব্যাপারে বেশ কিছু হাদীছ

সংকলন করে (১৬১ পৃঃ) বলেছেন ঃ এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মুসলিম সমাজের ভিতর আহলুল হাদীছগণ (হাদীছ শাস্ত্রবিদগণ) ও পবিত্র সুন্নাহর বর্ণনাকারীগণ নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর বেশী ছালাত পাঠকারী, কারণ এ সম্মানিত বিদ্যা চর্চার নির্ধারিত কার্যাদির আওতাভুক্ত কাজ হলো প্রত্যেক হাদীছের পূর্বে তাঁর প্রতি ছালাত পাঠ করা। সর্বদাই তাদের জিহ্বা তাঁর স্মরণসুধায় রসাভিষিক্ত থাকে। যে কোন ধরনের সুন্নাহ গ্রন্থ ও হাদীছ সংগ্রহের ভাণ্ডার হোক না কেন যেমন "জাওয়ামি",[১] "মাসানীদ"[২] "মাআজিম"[৩] "আজ্যা"[৪] ইত্যাদিতে হাজার হাজার হাদীছের সমাহার ঘটেছে। ইমাম সুয়ূত্বী (রহঃ) সংকলিত সংক্ষিপ্ত কলেবরের একটি কিতাব "আল-জামিউছ ছাগীর"– এ দশ হাজার হাদীছ রয়েছে। এর উপরই কিয়াস (অনুমান) করুন নাবীর হাদীছ সম্বলিত অন্যান্য কিতাবকে। অতএব এরাই হচ্ছে নাজাতপ্রাপ্ত হাদীছী দল যারা কিয়ামতের দিন নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (উদ্দেশ্যে উৎসর্গ হোক আমাদের পিতা-মাতা) বেশী নৈকট্যশীল এবং তাঁর শাফাআত লাভে অধিক ধন্য হবে। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষদের কেউই তাদের সমকক্ষ হতে পারবে না, একমাত্র ঐ ব্যক্তিদের ছাড়া যারা এর চেয়েও উত্তম আমল নিয়ে আসতে পারবে, এছাড়া অসম্ভব। অতএব হে কল্যাণকামী, ক্ষতিহীন নাজাত অন্বেষী– আপনার কর্তব্য মুহাদ্দিছ হওয়া বা মুহাদ্দিছগণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করা, অন্যথায় উক্ত মর্যাদা লাভ করতে পারবেন না, এতদভিন্ন কোন পথ আপনার প্রতি কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।

---

[১] জামি' ঐ প্রকার হাদীছ গ্রন্থকে বলা হয় যার ভিতর আক্বাইদ, আহকাম, রিক্বাক্ব বা অন্তর বিনম্রকারী, খানাপানি গ্রহণ, ভ্রমণ, উঠা-বসার আদবকায়দা সংক্রান্ত, কুরআনের তাফসীর সম্বলিত, ইতিহাস ও চরিত, ফিতনা, বিভিন্নব্যক্তিবর্গের মানাক্বিব ও মাছালিব বা গুণ ও দোষ কীর্তণমূলক হাদীছের সমাহার ঘটে। (অনুবাদক)

[২] ঐ হাদীছ গ্রন্থ যার ভিতর ছহীহ হাসান নির্ণয়ের বাধ্যবাধকতা, অধ্যায়ের সাথে সামঞ্জস্যতার প্রতি দৃষ্টিপাত ছাড়াও প্রত্যেক ছাহাবীর বর্ণিত হাদীছ স্বতন্ত্রভাবে একত্রিত করা হয়েছে। (অনুবাদক)

[৩] ঐ হাদীছ গ্রন্থ যার ভিতর হাদীছবিদ (শিক্ষক)দের ক্রমধারা অনুযায়ী হাদীছ উল্লেখ করা হয়। প্রধানতঃ এতে বর্ণমালা অনুযায়ী হাদীছ সাজানো হয়। যেমন ত্বাবারানী তিন খানা মু'জাম গ্রন্থ। (অনুবাদক)

[৪] ঐ হাদীছ গ্রন্থ যার ভিতর এক ব্যক্তির বর্ণিত হাদীছ একত্রিত করা হয়, তিনি ছাহাবীই হোন বা অন্য কোন ব্যক্তি। অথবা যার ভিতর নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের হাদীছ একত্রিত করা হয় যেমন ইমাম বুখারী সংকলিত জুযউ রফউল ইয়াদাইন ফিছ ছলাত ও জুযউল ক্বিরা'আত খালফাল ইমাম। (অনুবাদক)

আমি (আলবানী) বলি, "আল্লাহর নিকট আকুল প্রার্থনা তিনি যেন আমাকে ঐ সকল মুহাদ্দিছগণের দলভুক্ত করেন যারা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সকল মানুষ অপেক্ষা তাঁর নিকটতম। মনে হয় এ কিতাবখানা সে ব্যাপারে প্রমাণসমূহের অন্যতম প্রমাণ।

সুন্নাহর ইমাম– ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল কবিতা আবৃত্তি করেছেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন।

নাবী মুহাম্মাদের দ্বীন- হাদীছ
যুবকের উত্তম বাহন,
হাদীছ ও তার পন্থী থেকে বিমুখ না হও কদাচন
হাদীছ হলো দিন এবং রায় অন্ধকার।
হিদায়াতের পথ হারালে যুবক
সূর্য উঠে বিকীর্ণ করে আলো দিয়ে তার।

সপ্তম তথ্য

{অনেক বিদআতপন্থী নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ছালাত (দরুদ) পাঠের নির্দেশ ও ফযীলতমূলক দলীলগুলো দিয়ে প্রচলিত মিলাদ অনুষ্ঠান বা মিলাদ মাহফিল সাব্যস্ত করে। এটা মহা অন্যায়, এতে কোন সন্দেহ নেই। কুরআনে ও হাদীছে উল্লেখিত দরুদ ও মিলাদের মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। প্রচলিত মিলাদ মাহফিল জঘন্যতম বিদআত ও পাপের কাজ এবং কুরআন হাদীছে উল্লিখিত দরুদ ইবাদাত ও পুণ্যের কাজ। আর দুরূদ তখনই ইবাদত ও পুণ্যের কাজ হবে যখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিখানো ভাষা-ভঙ্গি ও পদ্ধতি অনুযায়ী হবে, অন্যথায় তা জঘন্যতম বিদআতে পরিণত হবে। এই আশঙ্কায় জন্যই তো ছাহাবাগণ রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন : كيف الصلاة عليك আপনার প্রতি কিভাবে দরুদ পাঠ করবো? তিনি উত্তরে বলেছিলেন : قولوا : اللهم صل على محمد ... তোমরা বলবে আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদ.... (দরুদে ইবরাহীমের শেষ পর্যন্ত)। পদ্ধতি জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল অথচ তার উত্তরে তিনি শুধু দরুদে ইবরাহীম বলার নির্দেশ দিয়েছেন। কাউকেও তিনি নিজের নির্বাচিত বা বানানো ভাষায় দরুদ পড়ার অধিকার দেননি। আর মুখে সরল সোজাভাবে বলা ছাড়া কোন বাড়তি পদ্ধতি যেমন দলবদ্ধভাবে, সমস্বরে, সুর ঝংকারের সাথে আনুষ্ঠানিকতার ভিতর দিয়ে বা দরুদের আগে পিছে বিভিন্ন আরবী, ফার্সী, উর্দু, বাংলায় নবীর শানে অতিরঞ্জিত প্রশংসামূলক কবিতা ও কাহিনী আবৃত্তি করার মোটেও অধিকার দেননি যেমনটি তথাকথিত বড় বড় পীর-মুর্শিদ, আলিম-ওলামাগণ করে থাকেন ও শিখিয়ে থাকেন। প্রচলিত মিলাদ বা এভাবে দরুদ পড়ার অস্তিত্ব নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ছাহাবা, তাবেঈগণের যুগে

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই প্রথম তাশাহহুদ ও অপরটিতেও উম্মতের জন্য দু'আ পড়া সুন্নাত সম্মত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

«إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا : التحيات لله . . . . . . ثم قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه»

যখন তোমরা প্রতি দুই রাক'আত পর বসবে তখন বলবে, আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি......" (শেষ পর্যন্ত উল্লেখ করার পর বলেছেন) অতঃপর নিজের নিকট অধিক পছন্দনীয় দু'আ বেছে নিয়ে পাঠ করবে।[১]

القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة
তৃতীয় রাক'আতের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান-অতঃপর চতুর্থ রাক'আতের উদ্দেশ্যে

অতঃপর (নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের প্রতি ছালাত পাঠান্তে) তাকবীর বলে তৃতীয় রাকআতের উদ্দেশ্যে দাঁড়াতেন।[২] আর ছলাতে ত্রুটিকারীকে এর নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন–

« ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة »

অতঃপর প্রত্যেক রাক'আতে ও সাজদায় এরূপ করবে। যেমনটি ইতিপূর্বে

ছিল না। চার ইমামসহ কোন মুহাক্কিক সত্যিকার আলিম কোন যুগে এ মিলাদ পড়েননি এবং পড়েনও না যারা পড়ে তারা প্রচলিত আলিম, প্রকৃত নয়।

ইসলামের আবির্ভাব ভূমি তথা মক্কা-মদীনায় আজও এ বিদআতের অস্তিত্ব নেই। এ বিদআতের প্রথম বীজ বপণ করে মিসরের শিআহ ফাতিমী বংশের ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দ চতুর্শতক হিজরী সনে। আর জাঁকজমকভাবে এই বিদআতকে প্রতিষ্ঠিত করে ইরাকের আরবেল এলাকার গভর্নর মুযাফফারুদ্দীন কৌকাবরী ৬০৪ হিজরী সনে। আল্লাহ সকলকে মীলাদ নামক এ বিদ'আতটি পরিহার করার তাওফীক্ব দান করুন। 'আমীন।'} (অনুবাদক)

[১] এ হাদীছটি উদ্ধৃত করেছেন নাসাঈ, আহমাদ, ত্বাবারানী, ইবনু মাসউদ থেকে বিভিন্ন সূত্রে। এটি আরো উদ্ধৃত হয়েছে আছছহীহা গ্রন্থে (৮৭৮) এর নির্দেশনামূলক কথাসহ এবং এর সাক্ষ্যমূলক বর্ণনাও রয়েছে মাজমাউয যাওয়ায়িদ গ্রন্থে (২/১৪২) ইবনুয যুবাইর এর বর্ণিত হাদীছ থেকে।

[২] বুখারী ও মুসলিম।

অতিবাহিত হয়েছে। আরো এসেছে كان ﷺ إذا قام من القعدة كبر ثم قام তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন বৈঠক থেকে উঠতেন তাকবীর বলতেন। অতঃপর দাঁড়াতেন।[১] আর এই তাকবীরের সাথে তিনি কখনো কখনো দুই হাত উত্তোলন করতেন।[২] আর যখন চতুর্থ রাক'আতের জন্য উঠার ইচ্ছা পোষণ করতেন তখন আল্লাহু আকবার বলতেন।[৩] আর এর নির্দেশ দিয়েছিলেন ছলাতে ত্রুটিকারী ব্যক্তিকে যেমনটি ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

আর এই তাকবীরের সাথেও "নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো তাঁর দুই হাত উত্তোলন করতেন।"[৪]

অতঃপর তিনি তাঁর বাম পা-র উপর ধীর শান্তভাবে এ পরিমাণ বসতেন যাতে প্রত্যেক হাড্ডি তার নিজ জায়গায় প্রত্যাবর্তন করতে পারে। অতঃপর যমীনে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন।[৫]

"যখন তিনি দাঁড়াতেন আটা খমিরের ন্যায় (মুষ্ঠিবদ্ধাবস্থায়) দু'হাতের উপর ভর দিতেন।"[৬]

তিনি এ দু' রাক'আতের (তৃতীয় ও চতুর্থ) প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন এবং এরই নির্দেশ দিয়েছিলেন ছলাতে ত্রুটিকারীকে। কখনো কখনো এ দু'রাক'আতে সূরাহ্ ফাতিহার সাথে যোহর ও আছরের ছলাতে কিছু আয়াত পাঠ করতেন। যেমনটি ইতিপূর্বে যোহর ছলাতের কিরা'আত সংক্রান্ত আলোচনায় অতিবাহিত হয়েছে।

---

(১) আবূ 'ইয়ালা তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে (২/২৮৪) উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন। আর সিলসিলা ছহীহাহ্‌তেও তা সংকলিত হয়েছে। (৬০৪)

(২ও৩) বুখারী ও আবু দাউদ।

(৪) আবু আওয়ানাহ্ ও নাসাঈ ছহীহ্ সনদে।

(৫) বুখারী ও আবু দাউদ।

(৬) হারবী তার "গারীবুল হাদীছ" গ্রন্থে (এ অর্থ করেছেন)। আর এ অর্থ বুখারী ও আবু দাউদের নিকটেও। আর نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في الصلاة নবী ছল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছলাতের ভিতর কোন ব্যক্তিকে হাতে ভর দিয়ে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন বলে যে হাদীছ রয়েছে তা মুনকার (প্রত্যাখ্যাত), ছহীহ নয়। যেমনটি বর্ণনা করেছি যাইফাহ গ্রন্থে (৯৬৭)।

القنوت في الصلوات الخمس للنازلة
উপনীত সমস্যায় পাঁচ ওয়াক্ত ছলাতে ক্বনূত প্রসঙ্গ

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কারো জন্য দু'আ করতেন অথবা বদ্‌দু'আ করতে চাইতেন তখন ক্বনূত[১] করতেন– শেষ রাক'আতের রুকূর পরে– যখন বলতেন– "সামি'আল্লাহু লিমান হামীদাহ, রব্বানা লাকাল হামদ........।[২]

"উচ্চৈঃস্বরে দু'আ করতেন।"[৩] "তাঁর দু'খানা হাত উত্তোলন করতেন।"[৪]

"তাঁর পিছনে যারা থাকত তারা (মুক্তাদীগণ) আমীন বলতেন।[৫]

"নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরা পাঁচ ওয়াক্ত ছলাতেই ক্বনূত করতেন।"[৬]

কিন্তু তিনি এর ভিতর কেবল তখনই ক্বনূত করতেন যখন কোন সম্প্রদায়ের জন্য দু'আ অথবা কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বদদু'আ করতে চাইতেন।[৭] কখনো তিনি ক্বনূতে এ দু'আ বলেছেন ঃ

---

[১] "কনূত" অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে এখানে ছলাতের কিয়ামের নির্দিষ্ট জায়গায় দু'আ করা উদ্দেশ্য।

[২৩] বুখারী ও আহমাদ।

[৪] আহমাদ ও ত্ববরানী, ছহীহ সনদে। আর আহমাদ ও ইসহাক উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, মুছল্লী কুনূতে তার দুই হাত উত্তোলন করবে। যেমনটি রয়েছে মারওযীর "আল মাসায়েল" গ্রন্থে (পৃঃ ২৩) কিন্তু দু'হাত দিয়ে চেহারা বুলানো (মুছা বা মাসহ্ করা) এ স্থলে প্রমাণিত নয়। অতএব তা বিদ'আত। আর ছলাতের বাইরেও এটা ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয়। এ বিষয়ে যত হাদীছ বর্ণনা করা হয় সবই দুর্বল, একটা অপরটার চেয়ে অধিক দুর্বল। যেমনটি তদন্ত করে সাব্যস্ত করেছি– যাঈফ আবু দাউদে (২৬২) ও আল-আহাদীছুছ ছহীহাতে (৫৯৭)। এ কারণে আল-ইয্য বিন আব্দুস সালাম তার ফাতাওয়া সংকলনে বলে দিয়েছেন ঃ لا يفعله إلا الجهال এটা একমাত্র তারাই করে যারা জাহিল।

[৫] আবু দাউদ, সাররাজ, হাকীম– এটিকে বর্ণনা করে ছহীহ আখ্যা দিয়েছেন এবং যাহাবী ও অন্যান্যগণ তাঁর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

[৬] আবু দাউদ, সাররাজ, দারাকুতনী– দুটি হাসান সনদে।

[৭] ইবনু খুযাইমাহ তাঁর ছহীহ গ্রন্থে (১/৭৮/২), খাত্বীব বাগদাদী স্বীয় "আল-ক্বনূত" গ্রন্থে– ছহীহ সনদে।

«اللهم! أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، اللهم! اشدد وطأتك على مضر، واجعلها سنين كسني يوسف، [اللهم! العن لحيان ورعلا، وذكوان، وعصية. عصت الله ورسوله -]»

হে আল্লাহ! তুমি রক্ষা কর অলীদ বিন অলীদ, সালামাহ বিন হিশাম, 'আয়্যাশ্ বিন আবী রাবীআহকে, আর মুযার গোত্রকে কঠিনভাবে নিপীড়িত কর এবং তাদেরকে ইউসুফ নাবীর যুগের সমবর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষে আপতিত কর।

[হে আল্লাহ! তুমি লিহ্ইয়ান, রি'ল, যাক্ওয়ান ও আছিয়াহ- আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচারণকারী এদের উপর লা'নত বর্ষণ কর।[১] অতঃপর যখন কুনূত সমাপ্ত করতেন তখন "আল্লাহু আকবার" বলে সাজদাহ করতেন।][২]

القنوت في الوتر
বিতরে কুনূত

কখনো কখনো[৩] "নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর অর্থাৎ

---

[১] আহমাদ ও বুখারী, আর বর্ধিতটুকু (বন্ধনিযুক্ত অংশে) মুসলিমের।

[২] নাসাঈ, আহমাদ, আস্সাররাজ (১/১০৯), আবূ ই'য়ালা তার মুসনাদ গ্রন্থে উত্তম সনদে।

[৩] আমরা এজন্য "কখনো কখনো" করতেন বলেছি কারণ যে সমস্ত ছাহাবা বিতর সম্পর্কীয় হাদীছগুলো বর্ণনা করেছেন তারা এর ভিতর কুনূত উল্লেখ করেননি। যদি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা (বিতরে) কুনূত করতেন তাহলে সকলে তাঁর থেকে এটা সংকলন করতেন। হ্যাঁ তবে বিতরে কুনূত করার কথা উবাই বিন কা'ব নামক একজন ছাহাবী নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। এ থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, কখনো কখনো তিনি তা করতেন। এ থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, বিতরে কুনূত করা ওয়াজিব নয়। এটাই সিংহভাগ (অধিকাংশ) আলিমের মাযহাব। এজন্য (হানাফী মাযহাবের) গবেষক আলিম ইবনুল হুমাম তার ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে স্বীকার করে বলেছেন (১/৩০৬, ৩৫৯, ৩৬০ পৃঃ) বিতরে কুনূত করা ওয়াজিব বলে যে মতটি রয়েছে তা অত্যন্ত দুর্বল যার পক্ষে কোন (ছহীহ) দলীল সাব্যস্ত হয়নি। নিঃসন্দেহে তাঁর এ স্বীকৃতি তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও গোড়ামি বর্জনের প্রমাণ বহনকারী। কারণ যে কথাকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন তা হচ্ছে তাঁর মাযহাবের বিপরীত।

বেজোড় রাক্'আত বিশিষ্ট ছলাতে ক্বনূত করতেন।"[১] আর "তা করতেন রুকূ'র পূর্বে"।[২]

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান বিন আলী (রাযিঃ)-কে বিত্‌রের কিরা'আত শেষ করে এ দু'আটি বলতে শিখিয়েছিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ

---

(১) ইবনু নাছর ও দারাকুত্বনী ছহীহ সনদে।

(২) ইবনু আবী শাইবাহ (১২/৪১/১), আবু দাউদ, নাসাঈ "আসসুনানুল কুবরা"তে (ক্বাফ ২১৮/১-২), আহমাদ, ত্বাবারানী, বাইহাক্বী ও "ইবনু আসাকির (৪/২৪৪/২) ছহীহ সনদে, আর তাঁর থেকে ইবনু মানদাহ স্বীয় "আততাওহীদ" গ্রন্থে (৭০/২) শুধু দু'আ উদ্ধৃত করেছেন অন্য একটি হাসান সনদে, আর এটি ইরওয়াতেও উদ্ধৃত হয়েছে। (৪২৬)

জ্ঞাতব্য ঃ নাসাঈ ক্বনূতের শেষে এই বর্ধিত অংশ উল্লেখ করেছেন ঃ وصلى الله على النبي الأمي আল্লাহ ছলাত বর্ষণ করুন নিরক্ষর নবীর উপর। এর সনদ যঈফ। একে যঈফ বলেছেন হাফিয ইবনু হাজার, ক্বাসত্বলানী, যুরক্বানী ও অন্যান্যগণ। এজন্যই বর্ধিত অংশাবলী একত্রিত করার ক্ষেত্রে আমাদের রীতি অনুযায়ী এখানে তা উল্লেখ করলাম না বরং বই এর ভূমিকায় উল্লেখিত আমাদের শর্তসাপেক্ষে তা উল্লেখ করা থেকে ক্ষান্ত থাকলাম।

ইয্‌য বিন আব্দুস সালাম তার "আল ফাতাওয়া" গ্রন্থে বলেছেন (১/৬৬, বর্ষ ১৯৬২) "ক্বনূতে রাছূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ছলাত পাঠ ছহীহ সূত্রে সাব্যস্ত হয়নি এবং রাছূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ছলাত পাঠের অতিরিক্ত কিছু পাঠ করা উচিত নয়।" তাঁর এ বক্তব্য দ্বারা এটাই ইঙ্গিত করেছেন যে, বিদআতে হাসানা বলার অবকাশ সৃষ্টি করা যাবে না। যেমন বর্তমান যুগের কিছু লোক বলে থাকে।

শাইখ আলবানী বলেন, পরবর্তীতে যা উদঘাটন করেছি তা হলো এই যে, রামাযানের ক্বিয়ামুল্লাইলে উবাই বিন কা'ব (রাযিঃ)-এর ইমামতের হাদীছে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি ক্বনূতের শেষে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ছলাত পাঠ করতেন। আর তা ছিল উমার (রাযিঃ)-এর যুগে।

এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন ইবনু খুযাইমাহ তার "ছহীহ" গ্রন্থে (১০৯৭)। অনুরূপ বিষয় সাব্যস্ত হয়েছে আবূ হালীমাহ মুআয আল-আনছারীর হাদীছেও। তিনিও তাঁর (উমারের) যুগে লোকদের ইমামতি করতেন। এটি বর্ণনা করেছেন ইসমাঈল কাযী (হাদীস নং ১০৭) ও অন্যান্যগণ। অতএব, সালাফগণের আমলের দরুণ এ বর্ধিত অংশটুকু শরীয়ত সম্মত। সুতরাং সাধারণভাবে এ বর্ধিত অংশ বলাকে বিদ'আত বলা সমীচীন হবে না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ (فَـ) إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ (وَ) إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ (وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ) تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ (لَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ) »

আল্লা-হুম্মাহ্‌দিনী ফীমান' হাদাইতা ওয়া'আ-ফিনী ফীমান 'আ-ফাইতা ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান্ তাওয়াল্লাইতা ওয়া বা- রিকলী ফী-মা আ'ত্বাইতা ওয়া ক্বিনী শাররা মা- ক্বাযাইতা, ফাইন্নাকা তাক্বযী ওয়ালা- ইউক্বযা- 'আলাইকা ইন্নাহু লা- ইয়াযিল্লু মাউওয়া-লাইতা ওয়ালা- ইয়া'ইয্যু মান 'আ-দাইতা[১] তাবা-রাকতা রাব্বানা- ওয়া তা'আ- লাইতা, লা-মানজা মিনকা ইল্লা ইলাইকা।[২]

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে সঠিক পথ দেখিয়ে তাদের অন্তর্গত করো যাদের তুমি হেদায়াত করেছ, আমাকে নিরাপদে রেখে তাদের মধ্যে শামিল করো যাদের তুমি নিরাপদে রেখেছ। তুমি আমার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে তাদের মধ্যে শামিল কর যাদের তুমি অভিভাবক হয়েছ। তুমি আমাকে যা দান করেছ তার মধ্যে বরকত দাও। তুমি আমাকে সেই অনিষ্ট থেকে রক্ষা কর যা তুমি নির্ধারণ করেছ, কারণ তুমি ফয়সালাকারী এবং তোমার উপর কারো ফয়সালা কার্যকর হয় না, তুমি যার সাথে মিত্রতা পোষণ কর তাকে কেউ লাঞ্ছিত করতে পারে না। [আর যার সাথে শত্রুতা পোষণ কর সে কখনো সম্মানী হতে পারে না] হে আমাদের রব! তুমি খুবই বরকতময়, সুউচ্চ ও সুমহান। তোমার থেকে পরিত্রাণের স্থল কেবল তোমার নিকটেই রয়েছে।

---

(১) এ বর্ধিত অংশটুকু হাদীছে সাব্যস্ত হয়েছে। যেমনটি বলেছেন, হাফিয (ইবনু হাজার) তার "তালখীছ" গ্রন্থে। আমি এটি তদন্ত করে সাব্যস্ত করেছি "মূল গ্রন্থে"। এ তথ্য ইমাম নববীর জ্ঞানগোচর হয়নি যার ফলে তিনি (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তার "রাওযাতুত্ ত্বা-লিবীন" গ্রন্থে (১/২৫৩ পৃঃ ইসলামী লাইব্রেরী ছাপা) স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন যে, এ অংশটুকু আলিমগণের পক্ষ থেকে বৃদ্ধিকৃত। যেমন তারা বৃদ্ধি করেছেন فلك الحمد على ما قضيت استغفرك واتوب إليك আপনি যা ফায়সালা করেছেন এতেও আপনার প্রশংসা করি এবং আপনার নিকট ক্ষমা চাই ও তাওবাহ করি। বড় আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কয়েক লাইনের পরেই তিনি বলেছেন ঃ ক্বাযী আবূত্ ত্বইয়িব কর্তৃক ولا يعز من عاديت, অস্বীকার করায় ঐক্যবদ্ধভাবে সকলে তার প্রতি কঠোরতা পোষণ করেছেন। অথচ বাইহাক্বীর বর্ণনাতে এ অংশটুকু এসেছে। আল্লাহই অধিক জ্ঞানী।

(২) ইবনু খুযাইমাহ (১/১১৯/২) অনুরূপভাবে ইবনু আবী শাইবাহ্ এবং যাদেরকে তার সাথে পূর্ববর্তী উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

التشهد الأخير
শেষ তাশাহহুদ

وجوب التشهد
তাশাহহুদ ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গ

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চতুর্থ রাক'আত শেষ করে শেষ তাশাহ্হুদের জন্য বসতেন। আর এ তাশাহ্হুদের মধ্যে তাই করার নির্দেশ দিতেন যা করার নির্দেশ দিতেন প্রথমটিতে। আর তিনি নিজেও এ তাশাহ্হুদের মধ্যে তাই করতেন যা তিনি প্রথমটিতে করতেন। হ্যাঁ, তবে "তিনি এ তাশাহহুদে নিতম্বের ভরে বসতেন।"(১)

"তার বাম নিতম্ব(২) মাটিতে বিছাতেন এবং এক পাশ দিয়ে দুই পা বের করে দিতেন।(৩) "বাম পা উরু ও গোছার নিচে রাখতেন।(৪) "আবার পা খাড়াও রাখতেন।"(৫) আর কখনো কখনো "তাকে বিছিয়েও দিতেন"।(৬) "বাম হাতের তালু দ্বারা হাঁটুকে আবৃত করে ধরতেন এবং এর উপর নির্ভর করতেন।(৭)

এ তাশাহহুদেও নিজের উপর ছালাত পাঠ করা সুন্নাত সম্মত বলেছেন যেমনটি সুন্নাত সম্মত প্রথম তাশাহহুদে। আর ইতিপূর্বে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ছালাত পাঠের ব্যাপারে সংকলিত শব্দাবলীর উল্লেখ হয়েছে।

وجوب الصلاة على النبي ﷺ
তাশাহ্হুদে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি ছালাত পাঠ ওয়াজিব

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে ছালাতের ভিতর

---

(১) বুখারী, দু'রাক্'আত বিশিষ্ট ছলাত যেমন ফজর, তাতে সুন্নাত হলো পা বিছানো যেমনটি অতিবাহিত হয়েছে (পৃঃ ১৪৯-১৫০), এ ব্যাখ্যাই বলেছেন ইমাম আহমাদ। যেমনটি মাসায়েল ইবনু হানীতে তার থেকে বর্ণিত হয়েছে। (পৃঃ ৭৯)

(২) নিতম্ব বলতে উরুর উপরাংশ উদ্দেশ্য।

(৩) আবু দাউদ ও বায়হাক্বী, ছহীহ সনদে।

(৪,৬,৭) মুসলিম ও আবূ আওয়ানাহ।

(৫) বুখারী, দু'রাক্'আত বিশিষ্ট ছলাত যেমন ফজর, তাতে সুন্নাত হলো বিছানো যেমনটি অতিবাহিত হয়েছে (পৃঃ ১৫৬), এ ব্যাখ্যাই বলেছেন ইমাম আহমাদ। যেমনটি মাসায়েল ইবনু হানীতে তার থেকে বর্ণিত হয়েছে। (পৃঃ ৭৯)

(তাশাহ্হুদে) আল্লাহর মহিমাকীর্তন ও নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ছালাত পাঠ না করতে শুনে বলেছিলেন ঃ "এ ব্যক্তি তাড়াহুড়া করলো"। অতঃপর তাকে ডেকে তার ও অন্যান্যদের উদ্দেশে বললেন ঃ

«إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز، والثناء عليه ثم يصلي

(وفي رواية : ليصل) على النبي ﷺ ثم يدعو بماشاء»

তোমাদের কেউ ছালাত আদায় করলে প্রথমে যেন আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান বর্ণনা করে অতঃপর নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ছালাত পাঠ করে। অতঃপর যা ইচ্ছা দু'আ করবে।[১]

«سمع رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله

عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادع تجب، وسل تعط»

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছালাতরত অবস্থায় এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্র মহিমাকীর্তন ও প্রশংসা এবং নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ছালাত পাঠ করতে শুনার পর বললেন– দু'আ কর কবূল হবে, চাও প্রদত্ত হবে।[২]

---

[১] আহমাদ, আবূ দাউদ, ইবনু খুযাইমাহ (১/৮৩/২) এবং হাকিম বর্ণনা করে ছহীহ বলেছেন ও যাহাবী এর সমর্থন করেছেন। জেনে রাখুন এ হাদীছ এ মর্মে নির্দেশ করছে যে, এ তাশাহ্হুদে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ছলাত পাঠ করা ওয়াজিব। কারণ এর জন্য নির্দেশ এসেছে। আর ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে গেছেন ইমাম শাফিঈ ও আহমাদ– তার দুটি বর্ণনার শেষটি অনুসারে। এ দু'জনের পূর্বে ছাহাবাহ ও অন্যান্য বিদ্বানগণের একটি দলও এ পক্ষেই মত ব্যক্ত করেছেন। আ-জুররী (রহঃ) তার "আশশারীআহ" গ্রন্থে (৪১৫) বলেছেন ঃ "শেষ তাশাহহুদে যে ব্যক্তি নবীর প্রতি ছালাত পাঠ করবেনা তার উপর ছলাত দোহরানো ওয়াজিব।" অতএব যে ব্যক্তি ওয়াজিব বলার কারণে ইমাম শাফিঈকে শায বা ব্যতিক্রমী (রীতি বিরুদ্ধ) বলে প্রতিপন্ন করেছে সে ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শন করেনি। যেমনটি ফক্বীহ হায়ছামী বর্ণনা করেছেন স্বীয় গ্রন্থ আদদুররুল মানযূদ ফিছ্ ছলাতি অসসালামি 'আলা ছাহিবিল মাক্বামিল মাহমূদ (১৩-১৬)।

[২] নাসাঈ, ছহীহ সনদে।

وجوب الاستعاذة من أربع قبل الدعاء
দু'আর পূর্বে চার বিষয়বস্তু থেকে আশ্রয় প্রার্থনা ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গ

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ

«إذا فرغ أحدكم من التشهد (الآخر) فليستعذ بالله من أربع (يقول: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ) مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ (فِتْنَةِ) الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ (ثم يدعو لنفسه بما بدا له)»

তোমাদের কেউ যখন তাশাহহুদ (শেষেরটি) সমাপ্ত করে সে যেন চার বিষয়বস্তু থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। বলবে ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে, জীবন মরণের বিপর্যয় থেকে, মাসীহুদ্দজ্জালের ফিৎনাহর অনিষ্ট থেকে। অতঃপর নিজের জন্য যা ইচ্ছা দু'আ করবে।[২]

আরো এসেছে كان صلى الله عليه وسلم يدعو به في تشهده নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত দু'আ পাঠ করতেন তাশাহহুদে।[৩] আরো এসেছে –

« كان يعلمه الصحابة رضي الله عنهم كما يعلمهم السورة من القرآن »

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ছাহাবাগণকে এমনভাবে এটা শিক্ষা দিতেন যেমনভাবে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন।[৪]

الدعاء قبل السلام وأنواعه
সালাম ফিরার পূর্বে দু'আ পাঠ এবং এর প্রকার ভেদ

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছলাতের ভিতর[৫] বিভিন্ন দু'আ পাঠ

---

[২] মুসলিম, আবূ আওয়ানাহ, নাসাঈ, ইবনুল জারূদ "আল-মুন্তাক্বা" গ্রন্থে (২৭), আর এটা ইরওয়াতেও সংকলিত হয়েছে (৩৫০)।

[৩] আবূ দাউদ, আহমাদ; ছহীহ সনদে।

[৪] মুসলিম ও আবূ আওয়ানাহ।

[৫] ছলাতের ভিতর বলেছি– "তাশাহহুদে" বলিনি কারণ মূল হাদীছে এরূপই ==

করতেন। কখনো এটি, কখনো ওটি, কখনো অন্যটি। আর নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুছল্লী ব্যক্তিকে তার নির্বাচিত দু'আ পাঠের নির্দেশও দিয়েছেন।[১] এই সেই দু'আগুলো ঃ

১। «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ»

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। মাসীহুদ দাজ্জালের ফিৎনাহ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। জীবন মরণের ফিৎনাহ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। হে আল্লাহ! মা'ছাম[২] (যার কারণে মানুষ পাপে

আছে- "তার ছলাতে" যা তাশাহহুদ ও অন্য কোন অবস্থাকে নির্দিষ্ট করছেনা। বরং এটা দু'আ যোগ্য সকল অবস্থাকেই আওতাভুক্ত করছে যেমন সাজদাহ ও তাশাহহুদ, এ দু'অবস্থায় দু'আর নির্দেশ এসেছে যেমন ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

[১] বুখারী ও মুসলিম। আছরাম বলেছেন ঃ আমি আহমাদ (রহঃ)-কে বললাম, তাশাহহুদের পর কিসের মাধ্যমে দু'আ করবো? তিনি বললেন, যেভাবে হাদীছে এসেছে। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি কি বলেননি? ثم ليتخير من الدعاء ماشاء অতঃপর দু'আ থেকে যা ইচ্ছা নির্বাচন করে পাঠ করবে?

তিনি বললেন, খবরে (হাদীছে) যে সব দু'আ এসেছে সেগুলো থেকে পছন্দ মত পাঠ করবে। পুনরায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে বলেছিলেন, "যা হাদীছে এসেছে"। একথা সংকলন করেছেন ইবনু তাইমিয়াহ (রহঃ)। আমি তার হস্তলিখা থেকে সংকলন করেছি "মাজমূ ফাতাওয়া" (৬৯/২১৮/১)। আর তিনি এটাকে শ্রেয় বলে গণ্য করেছেন। তিনি বলেছেন যে, উপরোক্ত হাদীছে الدعاء শব্দের لام অব্যয়টির নির্দেশ এই যে, ঐ সকল দু'আ যা আল্লাহ পছন্দ করেন, সব জাতীয় দু'আ নয়। তার বক্তব্যের শেষ পর্যন্ত। অতঃপর তিনি বলেছেন ঃ শরীয়ত ও সুন্নত সম্মত ছাড়া অন্য দু'আ না বলাই অধিক শ্রেয়। অর্থাৎ ওগুলো বলা যা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে ও যা উপকারী। আমার (আলবানীর) কথা তাই যা তিনি (আহমাদ) বলেছেন। তবে উপকারী দু'আ কোন্‌টি তা জানা নির্ভর করে ছহীহ ইলমের উপর, আর এর অধিকারী তো অল্পই। অতএব সবচেয়ে উত্তম হলো- বর্ণিত দু'আর প্রতি ক্ষান্ত থাকা। বিশেষভাবে ঐ দু'আগুলো যেগুলো দু'আকারীর উদ্দেশ্য সম্বলিত। আল্লাহই অধিক জ্ঞানী।

[২] এমন বিষয় যার কারণে মানুষ পাপী হয়। অথবা স্বয়ং পাপকর্ম, এ ক্ষেত্রে مصدر কে اسم এর স্থলাভিষিক্ত ধরা হবে। অনুরূপভাবে المغرم শব্দটিও, এর মাধ্যমে ঋণ

লিপ্ত হয়) ও মাগরাম[১] অর্থাৎ ঋণ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

২। «اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ (بَعْدُ)»

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি তার অনিষ্ট থেকে যা করেছি[২] এবং যা [এখনো] করিনি তার অনিষ্ট থেকেও।[৩]

৩। «اللّٰهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا»

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! অতি সহজভাবে আমার হিসাব নিও।[৪]

৪। «اللّٰهُمَّ! بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي، اللّٰهُمَّ! وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ (وفي رواية : الحكم) وَالْعَدْلَ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَى، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَبِيدُ، وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ (لَا تَنْفَدُ، وَ) لَا تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَى بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَ (أَسْأَلُكَ) الشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللّٰهُمَّ! زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ»

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমার গায়েব জানা ও মাখলূকের উপর ক্ষমতা থাকার

উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এর দলীল হাদীছের পূর্ণাঙ্গ অংশ, আইশাহ (রাযিঃ) বলেছিলেন, হে আল্লাহর রসূল! কত বেশী পরিমাণ আপনি মাগরাম (ঋণ) থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছেন। তিনি বললেন ঃ লোক যখন ঋণী হয় তখন কথা বললে মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে।

[১] বুখারী ও মুসলিম।

[২] অর্থাৎ যা পাপ কাজ করেছি তার অনিষ্টতা থেকে এবং সৎ কাজ না করার অনিষ্টতা থেকে ও সব সৎ কাজ পরিত্যাগের অনিষ্টতা থেকে।

[৩] নাসাঈ- ছহীহ সনদে ও ইবনু আবী আছিম "আসসুন্নাহ" কিতাবে, ৩৭০ আমার তাহক্বীক, বর্ধিত (ব্রাকেটের) অংশ তারই বর্ণনা থেকে।

[৪] আহ্মাদ ও হাকিম এবং তিনি একে ছহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন ও যাহাবী তার সমর্থন করেছেন।

অসীলায়, যে পর্যন্ত আমার জীবিত থাকা আমার জন্য ভাল মনে কর সে পর্যন্ত আমাকে হায়াত দান কর। আর আমার জন্য যখন মরণ ভাল মনে কর তখন আমাকে মৃত্যুদান কর। হে আল্লাহ! দৃশ্যমান ও অদৃশ্যের বিষয়ে তোমার ভীতি (আল্লাহভীরুতা) চাই। আরো চাই তোমার নিকট উচিত (সত্য) কথা (অন্য বর্ণনা মতে ফায়সালার কথা) এবং ক্রোধ ও সন্তুষ্টাবস্থায় ন্যায়পরায়ণতা। চাই ধনাঢ্যতা ও দারিদ্রের মধ্যমাবস্থা। আর তোমার নিকট স্থায়ী নিআমত চাই, তোমার নিকট চক্ষুশীতলকারী এমন জিনিস চাই যা নিঃশেষ নিবৃত্ত হবার নয়, তোমার ফায়সালা করার পর তাতে তোমার সন্তুষ্টি চাই। মৃত্যুর পর আরামদায়ক স্থায়ী জীবন চাই। তোমার চেহারা মুবারক দর্শনের স্বাদ আস্বাদন করতে চাই। তোমার সাক্ষাতের প্রতি আকর্ষণ চাই কোন রূপ ক্ষতিকর রোগ-ব্যাধি ও ভ্রষ্টকারী ফিৎনাহ্ ব্যতীত। হে আমাদের রব! ঈমানের অলঙ্কার দ্বারা আমাদেরকে অলংকৃত কর এবং আমাদেরকে হিদায়াতপ্রাপ্ত হিদায়াত দানকারী বানাও।[১]

৫। وعلم ﷺ أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول :

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বাকর (রাযিঃ)-কে এই দু'আ বলতে শিখিয়েছিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

হে আল্লাহ! আমি নিজের উপর অনেক অত্যাচার করেছি, আর কেউ পাপরাশি মোচন করতে পারবে না একমাত্র তুমি ছাড়া। অতএব আমাকে ক্ষমা কর, ক্ষমা তোমার নিকটেই রয়েছে। আর আমাকে রহম কর, নিশ্চয় তুমি অতি ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।[২]

---

[১] নাসাঈ, হাকিম বর্ণনা করে ছহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন এবং যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

[২] বুখারী ও মুসলিম। [দু'আ মাছুর সম্বন্ধে দু'টি তথ্য]

(ক) এ দু'আটিকে আমাদের দেশের আলিম ও জনসাধারণ দু'আয়ে মা'ছুর বলে থাকে। মাছুর مأثور অর্থ বর্ণিত বা বর্ণনাকৃত। এ অর্থে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যত দু'আ বর্ণনা করা হয়েছে সবই মাছুর। নির্দিষ্টভাবে শুধু আল্লাহুম্মা ইন্নী যলামতুনাফসী...... দু'আকে মাছুর বলা ভুল। বরং এ দু'আটি "দু'আয়ে সিদ্দীক্বী" নামে নামকরণ করা হলে সঙ্গত হতো।==

৬। «اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، (عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ)، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، (عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ)، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَسْأَلُكَ (وفي رواية: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ) الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ (وفي رواية: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ) مِنَ (الْ) خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ (مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ ﷺ) (وَأَسْأَلُكَ) مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ أَمْرٍ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ (لِي) رُشْدًا»

অর্থাৎ– হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সকল প্রকার কল্যাণ চাই-ইহকাল ও পরকালের এবং যার সম্পর্কে আমি জানি ও যার সম্পর্কে আমি জানি না। আর তোমার নিকট সকল প্রকার অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাই ইহকাল ও পরকালের এবং যার সম্পর্কে আমি জানি ও যার সম্পর্কে জানি না।

আর তোমার নিকট (অপর বর্ণনায় এসেছে– হে আল্লাহ! তোমার নিকট) জান্নাত চাই এবং যে সব কথা ও কাজ তার নিকটবর্তী করে তা করার তাওফীক চাই। আর জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রাণ চাই এবং যেসব কথা ও কাজ এর নিকটবর্তী করে তা থেকেও আশ্রয় চাই। আর তোমার নিকট (অপর বর্ণনাতে– হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট) ঐ কল্যাণ চাই যা চেয়েছিলেন তোমার বান্দা ও রাসূল [মুহাম্মাদ, আর ঐ অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাই যার থেকে আশ্রয় চেয়েছিলেন তোমার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আর তোমার নিকট এও চাই– আমার জন্য যা-ই তুমি ফায়সালা কর না কেন তার পরিণতি যেন আমার জন্য সঠিক হয়।(১)

৭। قال لرجل ماتقول في الصلاة؟ قال أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال صلى

(খ) লোকেরা এ দু'আটিকে মাছুর নাম দিয়ে ১নং দু'আর চেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে। অথচ প্রথমটি ওয়াজিব এবং এটি মুস্তাহাব। অতএব তাশাহহুদ ও দরুদের পর চার বিষয় থেকে পরিত্রাণ চাওয়ার দু'আটি পাঠ করা বাঞ্ছনীয়। এরপর যদি সুযোগ ও অবকাশ পাওয়া যায় তবে সেটি ও আরো অন্যান্য দু'আ পাঠ করবে। (অনুবাদক)

(১) আহমাদ, ত্বয়ালিসী, বুখারী "আল-আদাবুল মুফরাদ" গ্রন্থে, ইবনু মাজাহ, হাকিম বর্ণনা করে ছহীহ আখ্যা দিয়েছেন ও যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন, আর আমি এটিকে ছহীহাহতে সংকলন করেছি। হাঃ নং ১৫৪২।

الله عليه وسلم : (حولها ندندن)

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলেছিলেন– তুমি ছলাতের ভিতর কী (দু'আ) বল? তিনি বললেন– আমি তাশাহহুদ পাঠ করি, অতঃপর আল্লাহর নিকট জান্নাত চাই এবং তাঁর নিকট জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ড থেকে পরিত্রাণ চাই। কিন্তু আল্লাহর কসম! আপনার ও মুআযের চুপিসারে পাঠকৃত দু'আ[১] আমি ভালভাবে বুঝি না। নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি যা বল তারই পাশাপাশি (সমার্থবোধক দু'আ) আমরাও আওড়াই।[২]

৮। وسمع رجلا يقول في تشهده :

اللهم! إني أسالك يا الله (وفي رواية : بالله) (الواحد) الأحد الصمد

الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد! أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت

الغفور الرحيم فقال ﷺ : (قد غفرله، قد غفرله)

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে তাশাহহুদের ভিতর বলতে শুনেছিলেন ঃ "হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট চাচ্ছি, ওগো সেই আল্লাহ (অন্য বর্ণনা মতে, সেই আল্লাহর দোহাই দিয়ে) যিনি [এক] একক অমুখাপেক্ষী যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো জাতও নন। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই– তুমি আমার পাপরাশি ক্ষমা কর, নিশ্চয় তুমি অতি দয়ালু ক্ষমাশীল– নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এ ব্যক্তির উক্ত দু'আ শুনে) বললেন ঃ "এ ব্যক্তি ক্ষমাপ্রাপ্ত, এ ব্যক্তি ক্ষমাপ্রাপ্ত।"[৩]

---

[১] আপনার গোপন প্রার্থনা অথবা আপনার গোপন কথা। الدندنة অর্থ ঃ একজন মানুষের এমন কথা যার স্বর শুনা যায় কিন্তু বুঝা যায় না। حولها শব্দের ভিতর যমীর المقالة (নবী ও মুআযের অনুপযুক্ত বচন)-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত। অর্থাৎ আমাদের কথা তোমার কথার কাছাকাছি।

[২] আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ ও ইবনু খুযাইমাহ (১/৮৭/১) ছহীহ সনদে।

[৩] আবূ দাউদ, নাসাঈ, আহমাদ, ইবনু খুযাইমাহ, হাকিম বর্ণনা করে ছহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

৯। وسمع آخر يقول في تشهده أيضا :

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ (وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ)، (اَلْمَنَّانُ)، (يَا) بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ! يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ! يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ! (إِنِّيْ أَسْأَلُكَ) (اَلْجَنَّةَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ) (فقال النبي ﷺ لأصحابه : ‹تدرون بما دعا؟› قالوا : الله ورسوله أعلم. قال : (والذي نفسي بيده) لقد دعا الله باسمه العظيم (وفي رواية : الأعظم) الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى ❁

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেক ব্যক্তিকে তাশাহহুদের ভিতর পড়তে শুনলেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এই অসীলায় চাই যে, (আমি বলি) কেবল তোমারই প্রশংসা, তুমি ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, তুমি এক, তোমার কোন শরীক নেই, অনুগ্রহ প্রদর্শনকারী হে আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা, হে মর্যাদা ও সম্মান দানের অধিকারী। হে চিরঞ্জীব ও সর্বনিয়ন্তা, আমি তোমার নিকট জান্নাত চাই এবং জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ড থেকে পরিত্রাণ চাই। (এ দু'আ শুনে) নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ছাহাবাদেরকে বললেন– "তোমরা কি জানো কিসের দ্বারা সে দু'আ করেছে?" তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তার রাসূল ভাল জানেন। তিনি বললেন, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ– নিশ্চয় এ ব্যক্তি আল্লাহর নিকট তাঁর মহান নামের (অন্য বর্ণনায় সুমহান নামের অর্থাৎ ইসমে আযমের) অসীলায়[১] দু'আ করেছে

---

[১] এ দু'আর ভিতর আল্লাহর সুন্দরতম নাম ও গুণাবলীর অসীলাহ্ গ্রহণ করার বিষয়টি রয়েছে। এ অসীলাহ্ গ্রহণ করার জন্য স্বয়ং আল্লাহ্ তাঁর এই বাণীতে নির্দেশ দিয়েছেন। (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها (الأعراف : ١٨٠ আর আল্লাহর অনেক সুন্দরতম নাম রয়েছে। অতএব সেগুলোর অসীলায় তাঁর নিকট দু'আ কর। (সূরা আ'রাফ ১৮০ আয়াত) এটা (এবং নিজস্ব আমল ও সৎ ব্যক্তির দু'আ) ব্যতীত অন্য কিছুর অসীলাহ্ যেমন কারো সম্মান, অধিকার ও মর্যাদার অসীলাহ্ ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) ও তাঁর সাথীবর্গ এটাকে স্পষ্ট ভাষায় মাকরূহ্ (ঘৃণিত) বলেছেন। আর সাধারণভাবে মাকরূহ্ বললে তার দ্বারা হারাম উদ্দেশ্য হয়। বড় পরিতাপের বিষয় এই যে, অধিকাংশ লোককে (যাদের মধ্যে অনেক মাশায়েখবর্গও রয়েছেন) দেখবেন এই শরীয়ত সম্মত অসীলাটি থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে বিমুখ হয়েছেন। কদাচও

যার অসীলায় দু'আ করা হলে কবূল করেন এবং কিছু চাওয়া হলে প্রদান করে থাকেন।[১]

১০। وكان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم :

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»

তাশাহহুদ ও সালামের মাঝে শেষের পঠিতব্য দু'আগুলোর মধ্যে রয়েছে এ দু'আটি "হে আল্লাহ! আমি যে সব পাপ আগে করেছি, পরে করেছি, গোপনে করেছি, প্রকাশ্যে করেছি ও যা অতি মাত্রায় করেছি, আর যার সম্পর্কে তুমি আমার চেয়ে বেশী জানো, তুমি অগ্রগামীকারী এবং পশ্চাৎগামীকারী, তুমি ছাড়া কেউ প্রকৃত উপাস্য নেই।[২]

التسليم
সালাম ফিরানো

অতঃপর নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডানে সালাম প্রদান করতেন এ বলে– "আস্‌সালামু আলাইকুম অরহমাতুল্লাহ" (এ পরিমাণ মাথা ঘুরাতেন যে) তাঁর ডান গালের শুভ্রতা দেখা যেত, বাম দিকেও সালাম প্রদান করতেন– "আস্‌সালামু আলাইকুম অরহমাতুল্লাহ" (এ পরিমাণ মাথা ঘুরাতেন

আপনি তাদেরকে এ অসীলাটি ব্যবহার করতে শুনবেন না। অথচ তারা বিদ্'আতী অসীলার সমস্ত ধারক বাহক। যার ব্যাপারে সর্বনিম্ন যে কথা বলা যায় তা হলো এই যে, এটি মতভেদপূর্ণ অসীলাহ। অথচ সচরাচর তারা এটিই ব্যবহার করেন, যেন এটি ছাড়া অন্য কোন অসীলা তাদের নিকট জায়েয নেই। এ বিষয়ে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ্ (রহঃ)-এর একটি ভাল কিতাব রয়েছে যার নাম "আত্‌তাওয়াস্‌সুল অল্-অসীলাহ" আপনি অবশ্যই এটা পড়বেন, কারণ এ বিষয়ে এটি একটি নযীরবিহীন অতি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব। অতঃপর আমার "আত্‌তাওয়াস্‌সুল" বইটিও পড়বেন। এটিও দু'বার মুদ্রিত হয়েছে। বিষয় ও উপস্থাপনা ভঙ্গিতে এ বইটিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সমসাময়িক কতিপয় ডক্টরের নতুন নতুন কিছু সংশয়ের জবাবও এতে দিয়েছি। আল্লাহ আমাদের ও তাদের সকলকে হিদায়াত দান করুন।

[১] আবূ দাঊদ, নাসাঈ, আহমাদ, বুখারী আল-আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে, ত্বাবারানী ও ইবনু মান্দাহ "আত্তাওহীদ" গ্রন্থে (৪৪/২, ৬৭/১, ৭০/১-২) একাধিক ছহীহ সনদে।

[২] মুসলিম ও আবূ আওয়ানাহ

যে) তাঁর বাম গালের শুভ্রতা দেখা যেত।[১] কখনো কখনো প্রথম সালামে এটুকু বৃদ্ধি করতেন ঃ "অবারাকাতুহু"[২] আর ডানে "আস্‌সালামু আলাইকুম অরহমাতুল্লাহ" বললে বামে কখনো কখনো এটুকু বলে ক্ষান্ত হতেন "আস্‌সালামু আলাইকুম"।[৩] আবার কখনো কখনো একটিই সালাম প্রদান করতেন সম্মুখের দিকে ডান দিকে সামান্য একটু ধাবমান অবস্থায়।[৪]

ছাহাবাগণ ডানে বামে সালাম ফিরানোর সময় তাদের হাত দ্বারা ইঙ্গিত করতেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এরূপ করতে দেখে বলেছিলেন ঃ

«ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟[৫] إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده، (فلما صلوا معه أيضا لم يفعلوا ذلك) (وفي رواية : إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله »

তোমাদের ব্যাপার কী, তোমরা তোমাদের হাত দ্বারা এভাবে ইঙ্গিত করছ যেন তা উশৃঙ্খল তেজস্বী ঘোড়ার লেজ? যখন তোমাদের কেউ সালাম ফিরাবে সে যেন তার সাথীর দিকে দৃষ্টিপাত করে, হাত দ্বারা ইঙ্গিত না করে।" এরপর

---

[১] অনুরূপভাবে মুসলিম (৫৮২), আবূ দাউদ, নাসাঈ ও তিরমিযী এটিকে বর্ণনা করে ছহীহ বলেছেন।

[২] আবূ দাউদ, ইবনু খুযাইমাহ (১/৮৭/২) ছহীহ সনদে। আব্দুল হক এটিকে ছহীহ প্রমাণ করেছেন তার "আহ্‌কাম" গ্রন্থে (৫৬/২)। অনুরূপভাবে নব্বী ও হাফিয ইবনু হাজারও, আরো বর্ণনা করেছেন আব্দুর রাযযাক তার মুছান্নাফ গ্রন্থে (২/২১৯), আবূ ই'য়ালা তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে (৩/১২৫২), ত্বরানী "কাবীর" গ্রন্থে (৩/৬৭/২), আওসাত্ব গ্রন্থে (১/২৬০০/২), দারাকুত্বনী অন্য সূত্রে।

[৩] নাসাঈ, আহমাদ ও সাররাজ ছহীহ সনদে।

[৪] ইবনু খুযাইমাহ, বাইহাকী, যিয়া-"মুখতারাহ" গ্রন্থে, আব্দুল গনী মাকদিসী সুনান গ্রন্থে (২৪৩/১) ছহীহ সনদে, আহমাদ, ত্বরানী "আউসাত্ব" গ্রন্থে, (৩২/২) যাওয়ায়েদুল মু'জামাইন থেকে, হাকিম বর্ণনা করে ছহীহ বলেছেন এবং যাহাবী ও ইবনুল মুলাক্কিন (২৯/১) তার সমর্থন করেছেন। আর এটি ইরওয়া গ্রন্থে (৩২৭নং) হাদীছের আওতায় উদ্ধৃত হয়েছে।

[৫] شمس শব্দটি شموس শব্দের বহুবচন, যার অর্থ তেজস্বিতা ও উগ্রতাসম্পন্ন ঐ চঞ্চল পশু যে স্থির থাকে না।

যখন তারা নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছালাত আদায় করত তখন আর তারা তা করত না। অন্য বর্ণনায় এসেছে ঃ তোমাদের যে কারো জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে তার উরুর উপর হাত রাখবে এবং ডানে বামে অবস্থিত তার ভাইকে সালাম প্রদান করবে।[১]

وجوب السلام
সালাম বলা ওয়াজিব

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ وتحليلها التسليم আর ছলাতের হালালকারী অর্থাৎ ছলাতে হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ বৈধকারী হলো সালাম প্রদান।[২]

الخاتمة
উপসংহার

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছলাতের যে বিবরণী ও পদ্ধতি উল্লেখ করা হল এতে নারী-পুরুষ সবাই সমান। ঐ সকল পদ্ধতির কিছু অংশেও নারীদের স্বাতন্ত্র্য রয়েছে এ দাবীর স্বপক্ষে সুন্নাহতে কিছুই উদ্ধৃত হয়নি। বরং নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীর সাধারণ ভঙ্গি তাদেরকেও শামিল করে ঃ صلوا كما رأيتموني أصلي তোমরা ঠিক ঐভাবে ছালাত আদায় কর যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখ। আর এটাই হচ্ছে ইবরাহীম নাখাঈর উক্তি। তিনি বলেছেন ঃ تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل নারী ছলাতে তাই করবে যা একজন পুরুষ করে। এটি বর্ণনা করেছেন ইবনু আবী শাইবাহ (১/৭৫/২) ছহীহ সনদে।

---

[১] মুসলিম, আবূ আওয়ানাহ, সাররাজ ও ইবনু খুযাইমাহ।

জ্ঞাতব্য ঃ ইবাযিয়াহরা (খারীজীদের একটি দল) এ হাদীছকে বিকৃত করেছে। তাদের মধ্যমণি (নেতা) তার অজ্ঞাত মুসনাদে এটিকে অন্য শব্দে বর্ণনা করেছেন। যাতে করে এটি দ্বারা তাকবীরের সাথে হাত উঠালে তাদের নিকট ছালাত বিনষ্ট হওয়ার পক্ষে দলীল গ্রহণ করতে পারে। তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন সায়ইয়াবীও, তারও প্রতিবাদ করা হয়েছে ভূমিকায়। তাদের বর্ণিত শব্দ বাতিল। এর বিশদ বর্ণনা রয়েছে "যাঈফাহ" গ্রন্থে (৬০৪৪)।

[২] এটিকে হাকিম ছহীহ আখ্যা দিয়েছেন এবং যাহাবী তার সমর্থন করেছেন। পূর্ণ হাদীছ ৮৬ পৃষ্ঠায় অতিক্রান্ত হয়েছে।

সাজদাহ অবস্থায় নারীর সংকুচিত হওয়ার যে হাদীছ রয়েছে যাতে এও আছে যে, এক্ষেত্রে নারী; পুরুষের মত নয়, সে হাদীছটি মুরসাল مرسل (সূত্র ধারা ছিন্ন) এটা প্রামাণ্যের অযোগ্য। এটিকে বর্ণনা করেছেন আবূ দাউদ "মারাসীল" গ্রন্থে (১১৭/৮৭) ইয়াযীদ বিন আবু হাবীবের বরাতে। আর এটি "যাঈফাহ"তে উদ্ধৃত হয়েছে (২৬৫২)।

আর ইমাম আহমাদ যা বর্ণনা করেছেন স্বীয় ছেলে কর্তৃক সংকলিত তার থেকে বর্ণনাকৃত মাসায়েল গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৭১) ইবনু উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি মহিলাদেরকে ছলাতে চারজানু হয়ে বসতে বলতেন। এর সনদ ছহীহ নয়। কারণ এর বর্ণনা সূত্রের ভিতর আব্দুল্লাহ ইবনুল উমরী নামক রাবী যাঈফ বা দুর্বল।

পক্ষান্তরে ইমাম বুখারী "আত্‌তারীখুছ ছগীর" গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৯৫) ছহীহ সনদে উম্মুদ্‌দার-দা' থেকে বর্ণনা করেছেন।— أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة। তিনি (উম্মুদ্‌দারদা') ছলাতে পুরুষদের বসার মতই বসতেন, অথচ তিনি ফক্বীহাহ্ অর্থাৎ ধর্মজ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন।

ooo ooo ooo

তাকবীর থেকে তাসলীম পর্যন্ত নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছালাত আদায় পদ্ধতি ও বিবরণীর এতটুকুই সংকলন করা আমার জন্য সহজসাধ্য হল। আল্লাহর নিকট আশাবাদী তিনি যেন একে তাঁর সম্মানিত চেহারার (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে খাঁটি করে নেন, এবং তাঁর দয়ালু নাবীর সুন্নাহর প্রতি দিক নির্দেশক করে দেন।

সমাপ্তির দু'আ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِهِ، وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ۞

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ۞

গ্রন্থপঞ্জী

ক. আল-কুরআন

১। আল-কুরআনুল কারীম। আল-মাকতাব আল-ইসলামী কর্তৃক মুদ্রিত।

খ. আত্ তাফসীর

২। ইবনু কাসীর (৭০১-৭৭৪হিঃ) ঃ তাফসীরুল কুরআনিল আযীম। মুস্তফা মুহাম্মদ সংস্করণ- ১৩৬৫ হিজরী।

গ. সুন্নাহ

৩। মালিক ইবনু আনাস (৯৩-১৭৯হিঃ) আল-মু'আত্তা। দারু ইহ্ইয়াউল কুতুবুল আরবিয়াহ্ সংস্করণ- ১৩৪৩

৪। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১হিঃ) ঃ আযযুহ্দ। ভারত থেকে প্রকাশিত।

৫। মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ্ শায়বানী (১৩১-১৮৯ হিঃ) ঃ আল-মুআত্তা। মুস্তফায়ী সংস্করণ- ১৩৪৩ হিঃ।

৬। আত্-তায়ালিসী (১২৩-২০৪ হিঃ) ঃ আল-মুসনাদ। হায়দ্রাবাদ থেকে প্রকাশিত- ১৩২১ হিঃ।

৭। আবদুর রায্যাক ইবনু হুমাম (১২৬-২১১ হিঃ) ঃ আল-আমালি। পাণ্ডুলিপি।

৮। আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর আল-হুমায়দি (মৃত্যু ২১৯ হিঃ) ঃ আল-মুসনাদ। ভারতে প্রকাশিত।

৯। মুহাম্মাদ ইবনু সা'আদ (১৬৮-২৩০ হিঃ) ঃ আত্-তাবাকাতুল কুবরা। ইউরোপীয় সংস্করণ।

১০। ইয়াহইয়া ইবনু মুয়ীন (মৃত্যু ২৩৩ হিঃ) ঃ তারীখুর রিজাল ওয়াল ইলাল। সেওদি আরব থেকে প্রকাশিত।

১১। আহমাদ ইবনু হাম্বল (১৬৪-২৪১ হিঃ) ঃ আল-মুসনাদ। আল-মা'আরিফ সংস্করণ- ১৩৬৫ হিঃ।

১২। ইবনু আবী শাইবা আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মদ আবু বাক্র (মৃত্যু ২৩৫ হিঃ) ঃ আল-মুসান্নাফ। ভারতীয় সংস্করণ।

১৩। ইসহাক ইবনু রা-হুওয়াহ্ (১৬৬-২৩৮ হিঃ) ঃ মুসনাদ। হস্ত লিখিত গ্রন্থ।

১৩/১। আদ-দারেমী (১৮১-২৫৫ হিঃ) ঃ আস সুনান। দামেস্ক সংস্করণ ১৩৪৯ হিঃ।

১৪। আল-বুখারী (১৯৪-২৫৬ হিঃ) ঃ আল-জামিউছ্ ছহীহ্। মুদ্রণ আল-বাহিয়া, মিশর- ১৩৪৮ হিঃ।

১৫। আল-বুখারী (১৯৪-২৫৬ হিঃ) ঃ আল-আদাবুল মুফরাদ। মুদ্রণ- আল-খলিলী, ভারত- ১৩০৬ হিঃ।

১৬। আল-বুখারী (১৯৪-২৫৬ হিঃ) ঃ খালকু আফআলুল ইবাদ। ভারতীয় সংস্করণ।

১৭। আল-বুখারী (১৯৪-২৫৬ হিঃ) ঃ আত্তারীখুস ছগীর। ভারতীয় সংস্করণ।

১৮। আল-বুখারী (১৯৪-২৫৬ হিঃ) ঃ জুযউল কিরা'আত। মুদ্রিত।

১৯। আবূ দাউদ (২০২-২৭৫ হিঃ) ঃ আস সুনান। তাযিয়া সংস্করণ- ১৩৪৯ হিঃ।

২০। আবূ দাউদ (২০২-২৭৫ হিঃ) ঃ আল-মারাসিল। মু'আস্সাসাতুর রিসালা কর্তৃক মুদ্রিত।
২১। মুসলিম (২০৪-২৬১ হিঃ) ঃ আছ্-ছহীহ্। মুহাম্মদ আলী সবীহ কর্তৃক মুদ্রিত।
২২। ইবনু মাজাহ (২০৯-২৭৩ হিঃ) ঃ আস-সুনান। তাযিয়া সংস্করণ ১৩৪৯ হিঃ।
২৩। আত্-তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হিঃ) ঃ আস-সুনান। আল-হালাবি কর্তৃক মুদ্রিত— ১৩৫৬ হিঃ।
২৪। আত্-তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হিঃ) ঃ আশ্-শামায়িল। মিশর হতে মুদ্রিত ১৩১৭ হিঃ।
২৫। আল-হারিস ইবনু আবি উসামা (১৭৬-২৮২ হিঃ) ঃ আল-মুসনাদ এর যাওয়াইদ। হস্তলিপি।
২৬। আবু ইসহাক আল-হারবী ইবরাহীম ইবনু ইসহাক (১৯৮-২৮৫ হিঃ) ঃ গারীবুর হাদীস ঃ হস্তলিপি।
২৭। আল বায্যার আবু বাক্র আহমাদ ইবনু আমর আল বছরী (মৃত্যু ২৯২ হিঃ) ঃ আল মুসনাদ।
২৮। মুহাম্মদ ইবনু নাছর (২০২-২৯৪ হিঃ) ঃ কিয়ামুল লাইল। রেফায়ে আম, লাহোর ১৩২০ হিঃ।
২৯। ইবনু খুযাইমা (২২৩-৩১১ হিঃ) ঃ আছ্-ছহীহ্। মাকতাব ইসলামী।
৩০। আন-নাসাঈ (২২৫-৩০৩ হিঃ) ঃ আস্-সুনান আলমুজতবা। আল-মাইমানা সংস্করণ।
৩১। আন-নাসাঈ (২২৫-৩০৩ হিঃ) ঃ আস সুনানুল কুবরা। হস্তলেখা।
৩২। আল কাসিমুস সারকাসতী (২৫৫-৩০২ হিঃ) ঃ গারীবুল হাদীস। হস্তলেখা।
৩৩। ইবনুল জারূদ (মৃত্যু ৩০৭ হিঃ) ঃ আল মুনতাকা। মিশর থেকে মুদ্রিত।
৩৪। আবু ইয়ালা-আল মুসিলী (মৃত্যু ৩০৭ হিঃ) ঃ আল মুসনাদ। হস্তলেখা, ১২ খণ্ডে।
৩৫। আররুয়ানী মুহাম্মাদ ইবনে হারুন (মৃত্যু ৩০৭ হিঃ) ঃ আল মুসনাদ। হস্তলেখা।
৩৬। আস সাররাজ আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (২১৬-৩১৩ হিঃ) ঃ আল মুসনাদ। হস্তলেখা।
৩৭। আবু আওয়ানা (মৃত্যু ৩১৬ হিঃ) ঃ আছ ছহীহ। হায়দ্রাবাদ থেকে মুদ্রিত।
৩৮। ইবনু আবু দাউদ আব্দুল্লাহ ইবনু সুলাইমান (২৩০-৩১৬ হিঃ) ঃ আল মাছাহিফ। হস্তলেখা।
৩৯। আত্ ত্বাহাবি (২৩৯-৩২১ হিঃ) ঃ শরহে মা'আনিল আছার। ভারতে মুদ্রিত, ১৩০০ হিঃ।
৪০। আত্ ত্বাহাবি (২৩৯-৩২১ হিঃ) ঃ মুশকিলুল আছার। দারুল মা'আরিফ, ১৩৩৩ হিঃ।
৪১। মুহাম্মাদ ইবনু আমর আল উক্বাইলী (মৃত্যু ৩২২ হিঃ) ঃ আয্যুয়াফা'।
৪২। ইবনু আবী হাতিম (২৪০-৩২৭ হিঃ) ঃ 'ইলালুল হাদীছ। সালাফিয়া, মিশর, ১৩৪৩ হিঃ।
৪৩। ইবনু আবী হাতিম (২৪০-৩২৭ হিঃ) ঃ আল জারহ্ ওয়াত্ 'তাদীল। ভারতে মুদ্রিত।

৪৪। আবু জা'ফর আল বুহতুরী মুহাম্মাদ বিন 'আম্র আররাযযায (মৃত্যু ৩২৯ হিঃ) ঃ আল আমালী। হস্তলেখা।

৪৫। আবু সাঈদ ইবনুল আরাবী আহমাদ বিন যিয়াদ (২৪৬-৩৪০ হিঃ) ঃ আল মু'জাম। হস্তলেখা।

৪৬। ইবনুল মিসাক উসমান ইবনু আহমাদ (মৃত্যু ৩৪৪ হিঃ) ঃ হাদীসাহ। হস্তলেখা।

৪৭। আবুল আব্বাস আল আসিম মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব (২৪৭-৩৪৬ হিঃ) ঃ হাদীসাহ। হস্তলেখা।

৪৮। ইবনু হিব্বান (মৃত্যু ৩৫৪ হিঃ) ঃ আছ ছহীহ। আল ইহসান। দারুল মা'আরিফ, মিশর।

৪৯। আত্ তাবারানী (২৬০-৩৬০ হিঃ) ঃ আল মু'জামুছ ছগীর। দিল্লী, ১৩১১ হিঃ।

৫০। আত্ তাবারানী (২৬০-৩৬০ হিঃ) ঃ আল মু'জামুল কবীর। হস্তলেখা।

৫১। আত্ ত্বাবারানী (মৃত্যু ২৬০-৩৬০ হিঃ) ঃ আল মু'জামুল আওসাত। হস্তলেখা।

৫২। আবু বকর আল আজুররী (মৃত্যু ৩৬০ হিঃ) ঃ আল আরবা'ঈন। কুয়েত ও আম্মানে মুদ্রিত।

৫৩। আবু বকর আল আজুররী (মৃত্যু ৩৬০ হিঃ) ঃ আদাবু হামালাতিল কুরআন। মিশরে মুদ্রিত।

৫৪। ইবনুস্ সুন্নি (মৃত্যু ৩৬৪ হিঃ) ঃ আমালুল ইয়াওমি ওয়ালে লাইলাহ্। ভারতে মুদ্রিত, ১৩১৫ হিঃ।

৫৫। আবুশ শায়খ ইবনু হাইয়ান (২৭৪-৩৬৯ হিঃ) ঃ ত্বাবাকাতুল আছবিহানিয়্যীন। হস্তলেখা।

৫৬। আবুশ শায়খ ইবনু হাইয়ান (২৭৪-৩৬৯ হিঃ) ঃ মা-রাওয়াহু আবুয্ যুবাইর আন গাইরি জাবির। হস্তলেখা।

৫৭। আবুশ শায়খ ইবনু হাইয়ান (২৭৪-৩৬৯ হিঃ) ঃ আখলাকুন্নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মিশর থেকে মুদ্রিত।

৫৮। আদ দারাকুত্বনী (৩০৬-৩৮৫ হিঃ) ঃ আস সুনান। হিন্দুস্তানে মুদ্রিত।

৫৯। আল খাত্ত্বাবী (৩১৭-৩৮৮ হিঃ) ঃ মা'আলিমুস্ সুনান। মিশরে মুদ্রিত।

৬০। আল মুখাল্লিছ (৩০৫-৩৯৩ হিঃ) ঃ আল ফাওয়ায়িদ। যাহেরিয়া সংস্করণ।

৬১। ইবনু মানদাহ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (৩১৬-৩৯৫ হিঃ) ঃ আত তাওহীদ ওয়া মা'রিফাতু আসমায়িল্লাহি তা'আলা। হস্তলেখা।

৬২। আল হাকিম (৩২০-৩৯৩ হিঃ) ঃ আল মুসতাদরাক। দায়িরাতুল মা'আরিফ ১৩৪০ হিঃ।

৬৩। তাম্মাম আর রাযী (৩৩০-৪১৪ হিঃ) ঃ আল ফাওয়ায়িদ। হস্তলেখা।

৬৪। আসসাহমি হামযা ইবনু ইউসুফ আল জুরজানী (মৃত্যু ৪২৭ হিঃ) ঃ তারীখু জুরজান।

৬৫। আবু নয়ীম (৩৩৬-৪৩০ হিঃ) ঃ আখবারু ইছবাহান। ইউরোপীয় সংস্করণ।

৬৬। ইবনু বুশরান (৩৩৯-৪৩০ হিঃ) ঃ আল আমালী। হস্তলিখিত যাহেরিয়া।

৬৭। আল বাইহাকী (৩৮৪-৪৫৮ হিঃ) ঃ আস সুনানুল কুবরা। দায়িরাতুল মা'আরিফ ১৩৫২ হিঃ।

৬৮। আল বাইহাকী (৩৮৪-৪৫৮ হিঃ) ঃ দালায়িলুন নুবুয়্যাহ। মাকতাবা আহমদিয়া, হলব।

৬৯। ইবনু আবদুল বার (৩৬৮-৪৬৩ হিঃ) ঃ জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলুহু ঃ আল মুনীরিয়াহ্।

৭০। ইবনু মানদাহ আবুল কাসিম (৩৮১-৪৭০ হিঃ) ঃ আর্ রাদ্দু আলা মান ইয়ানফিল হারফা মিনাল কুরআন। দামেস্কের জহিবিয়াহয় হস্তলিখিত ও কুয়েত থেকে মুদ্রিত।

৭১। আলবাজী (৪০৩-৪৭৭ হিঃ) ঃ শরহে আল মুয়াত্তা। মুদ্রিত।

৭২। আবদুল হক আল্ ইশ্‌বীলী (৫১০-৫৮১ হিঃ) ঃ আল আহকামুল কুবরা। হস্তলেখা।

৭৩। আবদুল হক ইশবীলী (৫১০-৫৮১ হিঃ) ঃ আত্ তাহাজ্জুদ। হস্তলেখা।

৭৪। ইবনুল জাওযী (৫১০-৫৯৭ হিঃ) ঃ আত তাহকীক আলা মাসাইলিত তা'লীক্ব। হস্তলেখা।

৭৫। আবু হাফছ্ আল মুয়াদ্দিব উমর ইবনু মুহাম্মাদ (৫১৬-৬০৭ হিঃ) ঃ আল মুনতাক্বা মিন আমালী আবিল কাসিম আস্ সামারকান্দী। হস্তলেখা।

৭৬। আবদুল গনী ইবনু আবদুল ওয়াহিদ আল মাকদিসী (৫৪১-৬০০ হিঃ) ঃ আস সুনানহ্।

৭৭। আয্‌যিয়া আল-মাকদিসী (৫৬৯-৬৪৩ হিঃ) ঃ আল আহাদীছুল মুখতারা। হস্তলেখা।

৭৮। আযযিয়া আল-মাকদিসী (৫৬৯-৬৪৩ হিঃ) ঃ আল মুনতাক্বা মিনাল আহাদীসিস সিহাহে ওয়াল হিদান। হস্তলেখা।

৭৯। আয্‌যিয়া আল-মাকদিসী (৫৬৯-৬৫৬ হিঃ) ঃ জুয্‌উন ফী ফাদলিল হাদীছি ওয়া আহ্‌লিহী। হস্তলেখা।

৮০। আল মুন্‌যিরী (৫৮১-৬৫৬ হিঃ) ঃ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব। আল-মুনীরিয়াহ, মিশর।

৮১। আয যায়লয়ী (মৃত্যু ৭৬২ হিঃ) ঃ নছবুর রাইয়াহ। দারুল মামুন, মিশর, ১৩৫৭ হিঃ।

৮২। ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪ হিঃ) ঃ জামিউল মাসানীদ। হস্তলেখা।

৮৩। ইবনুল মুলাক্কিন আবু হাফস উমর ইবনু আবিল হাসান (৭২৩-৮০৪ হিঃ) ঃ খুলাসাতুল বাদরিল মুনীর। হস্তলেখা।

৮৪। আল ইরাক্বী (৭২৫-৮০৬ হিঃ) ঃ তাখরীজুল ইহ্‌ইয়া, হালবী, মিশর, ১৩৪৬ হিঃ।

৮৫। আল 'ইরাক্বী (৭২৫-৮০৬ হিঃ) ঃ তারহুত্ তাছরীব। আল আযহার, ১৩৫৩ হিঃ।

৮৬। আর হাইছামী (৭৩৫-৮০৭ হিঃ) ঃ মাজমাউয যাওয়ায়িদ। মুদ্রণ- আল কুদসী, ১২৫৩ হিঃ।

৮৭। আল হাইছামী (৭৩৫-৮০৭ হিঃ) ঃ আল-মাওয়ারিদুয যামআন ফী যাওয়ায়িদি ইবনু হিব্বান। মুহিব্বুদীন আল খতীব কর্তৃক মুদ্রিত।

৮৮। আল হাইছামী (৭৩৮-৮০৭ হিঃ) ঃ যাওয়ায়িদুয মু'জামিছ ছগীর ওয়াল আওসাতু লিত্ ত্বাবারানী। হস্তলেখা।

৮৯। ইবনু হাজর আল আসকালানী (৭৭৩-৮৫২ হিঃ) ঃ তাখরীজু আহাদীছুল হিদায়া। ভারতে মুদ্রিত।

৯০। ইবনু হাজর আল আসকালানী (৭৭৩-৮৫২ হিঃ) ঃ তালখীছুল হাবীর। মুদ্রণ-আল মুনীরিয়াহ্।

৯১। ইবনু হাজর আল আসকালানী (৭৭৩-৮৫২ হিঃ) ঃ ফাতহুল বারী। আল বাহিয়াহ্।

৯২। ইবনু হাজর আল আসকালানী (৭৭৩-৮৫২ হিঃ) ঃ আল আহাদীছুল আলিয়াত। হস্তলেখা।

৯৩। আস্‌সুয়ূতী (৭৭৯-৯১১ হিঃ) ঃ আল জামিউল কবীর। হস্তলেখা।

৯৪। আলী আলকারি (মৃত্যু ১০১৪ হিঃ) ঃ আল আহাদীসুল মাওযূয়াহ্। ইস্তাম্বুলে মুদ্রিত।

৯৫। আল মানাবী (৯৫২-১০৩১ হিঃ) ঃ ফাইযুল কাদীর শারহুল জামিইছ ছগীর।

৯৬। আয যুরকানী (১০৫৫-১১২২ হিঃ) ঃ শরহুল মাওয়াহিবি ল লাদানিয়া। মিশরে মুদ্রিত।

৯৭। আশ্ শাওকানী (১১৭১-১২৫০ হিঃ) ঃ আল ফাওয়ায়িদুল মাজমু'আহ ফিল আহাদীছিল মাওযূআহ্। ভারতে মুদ্রিত।

৯৮। আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (১২৬৪-১৩০৪ হিঃ) ঃ আত্ তা'লীকুল মুমাজ্জাদ আলা মুয়াত্তা মুহাম্মাদ। মুস্তফায়ী, ১২৯৭ হিঃ।

৯৯। আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (১২৬৪-১৩০৪ হিঃ) ঃ আল আসারুল মারফূ'আ ফিল আখবারি মাওযূআহ্। ভারতে মুদ্রিত।

১০০। মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বিন হালাবী মুসালসালাতুহ। হস্তলেখা।

১০১। মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী ঃ তাখরীজু ছিফাতিস ছলাত। এ বইয়ের মূল বই।

১০২। মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী ঃ ইরওয়াউল গালীল ফী তাখরীজি মানারিস সাবীল। ৮ম খণ্ড।

১০৩। মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী ঃ তাখরীজু ছিফাতিছ ছলাত। ছহীহ আবু দাউদ।

১০৪। মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী ঃ আত্ তা'লীক আলা আহকামি আবদিল হক।

১০৫। মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী ঃ তাখরীজু আহাদীছ শরহে আকীদাতুত তাহাবীয়া। মাকতাব ইসলামী।

১০৬। মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী ঃ সিলসিলাতুল আহাদীয যয়ীফা।

১০৭। মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী ঃ আছ ছহীহাহ্।

১০৮। মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী ঃ তাহযীরুস সাজিদ মিন ইত্তেখাযিল কুবুরি মাসাজিদ।

১০৯। মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী ঃ আহকামুল জানায়েয ওয়া বিদা'উহা।

১১০। মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী ঃ তামামুল মিন্নাহ ফীত তা'লাকি আলা ফিকহিস্ সুন্নাহ।

১১১। মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী ঃ আত্ তাওয়াসুসলু- ওয়া আনওয়াউহু ওয়া আহকামুহু।

১১২। মালিক ইবনু আনাস (৯৩-১৭৯ হিঃ) ঃ আল আল-মুদাউওয়ানাহ। আস সা'আদাহ, ১৩২৩ হিঃ।
১১৩। আশ শাফি'ঈ (১৫০-২০৪ হিঃ) ঃ আল উম্মু। আল আমিরিয়া, ১৩২১ হিঃ।
১১৪। ইসহাক ইবনু মানছুর আল মারওয়াযী (মৃত্যু ২৫১ হিঃ) ঃ মাসাইলুল ইমাম আহমাদ।
১১৫। ইবনু হানী ইবরাহীম আন্নসাবুরী (মৃত্যু ২৬৫ হিঃ) ঃ মাসাইলুল ইমাম আহমাদ।
১১৬। আল মুযানী (১৭৫-২৬৪ হিঃ) ঃ মুখতাসার ফিকহ শাফিঈ।
১১৭। আবু দাউদ (২০২-২৭৫ হিঃ) ঃ মাসাইলুল ইমাম আহমাদ। আল মানার, ১৩৫৩ হিঃ।
১১৮। আবদুল্লাহ ইবনু ইমাম আহমাদ (২০৩-২৯০ হিঃ) ঃ মাসায়িলু ইমাম আহমাদ।
১১৯। ইবনু হাযম (৩৮৪-৪৫৬ হিঃ) ঃ আল মুহাল্লা। আল মুনীরিয়াহ্ সংস্করণ।
১২০। কাযী 'ইয়ায (৪৭৬-৫৪৪ হিঃ) ঃ আল ই'লাম বিহুদূদি ক্বাওয়াইদুল ইসলাম।
১২১। আল ইযযু ইবনু আবদুস সালাম (৫৭৮-৬৬০ হিঃ) ঃ আল ফাতাওয়া। হস্তলেখা।
১২২। আন্ নববী (৬৩১-৭৬৭ হিঃ) ঃ আল মাজমুউ-শরহিল মুহাযযাব। আল মুনীরিয়াহ্ সংস্করণ।
১২৩। আন্ নববী (৬৩১-৭৬৭ হিঃ) ঃ রাওযাতুত্ ত্বালিবীন। আল-মাকতাবুল ইসলামী।
১২৪। ইবনু তাইমিয়াহ্ (৬৬১-৭২৮ হিঃ) ঃ আল ফাতাওয়া।
১২৫। ইবনু তাইমিয়া (৬৬১-৭২৮ হিঃ) ঃ মান লাহু কালামুন ফিততাকবীরে ফিল ঈদাইনে ওয়া গাইরিহি। হস্তলেখা।
১২৬। ইবনুল কাইয়্যিম (৬৯১-৭৫২ হিঃ) ঃ ইলামুল মুকিঈন।
১২৭। আস সুবকী (৬৮৩-৭৫২ হিঃ) ঃ আল ফাতাওয়া।
১২৮। ইবনুল হুমাম (৭৯০-৮৬৯ হিঃ) ঃ ফাতহুল কাদীর।
১২৯। ইবনু আবদিল হাদী ইউসুফ (৮৪০-৯০৯ হিঃ) ঃ ইরশাদুস্ সালিক। হস্তলেখা।
১৩০। ইবনু আবদিল হাদী ইউসুফ (৮৪০-৯০৯ হিঃ) ঃ আল ফুরুউ।
১৩১। আস্সুয়ূতি (৮৮৯-৯১১ হিঃ) ঃ আলহাবী লিল ফাতাবী।
১৩২। ইবনু নাজীম আলমিছরী (মৃত্যু ৯৭০ হিঃ) ঃ আল বাহরুর রায়িক।
১৩৩। আশ্ শা'রানী (৮৯৮-৯৭৩ হিঃ) ঃ আল মীযান। (আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ)।
১৩৪। আল হাইতামী (৯০৯-৭৯৩ হিঃ) ঃ আদদুররুল মানযুদ ফিছ্ছালাতি ওয়াস সালামি আলা সাহেবিল মাকামিল মাহমূদ। হস্তলেখা।
১৩৫। অলি উল্লাহ আদ্দেহলভী (৯০৯-৯৭৩ হিঃ) ঃ আসমাল মুতালিব। হস্তলেখা।
১৩৬। অলি উল্লাহ আদ্দেহলভী (১১১০-১১৭৬ হিঃ) ঃ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা। আল মুনীরিয়াহ সংস্করণ।
১৩৭। ইবনু আবিদীন (১১৫১-১২০৩ হিঃ) ঃ আল হাশিয়াতু আরাদ্দুররিল মুখতার। ইস্তাম্বুল থেকে মুদ্রিত।

১৩৮। ইবনু আবিদীন (১১৫১-১২০৩ হিঃ) ঃ হাশিয়াতু আলাল বাহরির রায়িক।

১৩৯। ইবনু আবিদীন (১১৫১-১২০৩ হিঃ) ঃ রাসমুল মুফতী।

১৪০। আবদুল হাই আল লাক্ষ্ণৌভী (১২৬৪-১৩০৪ হিঃ) ঃ ইমামুল কালাম ফী মা ইয়াতাআল্লাকু বিল কিরাআতি খালফাল ইমাম। ভারতে মুদ্রিত।

১৪১। আবদুল হাই আল লাক্ষ্ণৌভী (১২৬৪-১৩০৪ হিঃ) ঃ আন্‌নাফিউল কাবীর লিমাইয়ুতালিউল জামিউছ ছাগীর। ভারতে মুদ্রিত।

ঙ. সীরাত ও জিবনীগ্রন্থ

১৪২। ইবনু আবী হাতিম আবদুর রহমান (২৪০-৩২৭ হিঃ) ঃ তাকদিমাতুল মারিফাত লিকিতাবিল জারহি ওয়াত্‌তা'দীল। ভারতে মুদ্রিত।

১৪৩। ইবনু হিব্বান (মৃত্যু ৩৫৪ হিঃ) ঃ আছছিকাত। ভারতে মুদ্রিত।

১৪৪। ইবনু আদী (২৭৭-৩৬৫ হিঃ) ঃ আল কামিল। বৈরুতে মুদ্রিত।

১৪৫। আবু নুআইম (৩৩৬-৪৩০ হিঃ) ঃ হিলইয়াতুল আওলিইয়া। আসসা'আদা', মিশর, ১৩৪৯ হিঃ।

১৪৬। আল খতিব বাগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হিঃ) ঃ তারীখে বাগদাদ। আস সাআ'দাহ্‌।

১৪৭। ইবনু আবদির বারর (৩৬৮-৪৬৩ হিঃ) ঃ আল ইনতিকাউ ফী ফাদলিল ফুকাহা।

১৪৮। ইবনু আসাকির (৪৯৯-৫৭১ হিঃ) ঃ তারীখে দামিশক।

১৪৯। ইবনুল জাওযী (৫০৮-৫৯৭ হিঃ) ঃ মানাকিবু ইমাম আহমাদ।

১৫০। ইবনুল কাইয়্যিম (৬৯১-৭৫১ হিঃ) ঃ যাদুল মাআদ। ১৩৫৩ সংস্করণ।

১৫১। আবদুল কাদের আল কারশী (৬৯৬-৭৭৫ হিঃ) ঃ আলজাওয়াহিরুল মুযীয়া। ভারতে মুদ্রিত।

১৫২। ইবনু রজব আল হাম্বলী (৭৩৬-৭৯৫ হিঃ) ঃ যায়লুত্‌-তাবাকাত। মিশরে মুদ্রিত।

১৫৩। আবদুল হাই আল লাক্ষ্ণৌভী (১২৬৪-১৩০৪ হিঃ) ঃ আলফাওয়াইদুল বাহিয়া ফী তারাজিমিল হানাফিয়া। আস সাআ'দা, ১৩২৪ হিঃ।

চ. আল লুগাত (অভিধান)

১৫৪। ইবনুল আছীর (৫৪৪-৬০৬ হিঃ) ঃ আন্‌নিহাইয়াতু ফী গারীবিল হাদীছি ওয়াল আছার। উছমানিয়া, মিশর, ১৩১১ হিঃ।

১৫৫। ইবনু মানযুর (৬৩০-৭১১ হিঃ) ঃ লিসানুল আরাব। বৈরুত, ১৯৫৫ ইং।

১৫৬। আল ফিরোযাবাদী (৭২৯-৮১৭ হিঃ) ঃ আলকামুসুল মুহীত। ৩য় মুদ্রণ, ১৩৫৩ হিঃ।

১৫৭। একদল আধুনিক উলামা ঃ আ'ল মু'জাম আল অসীত।

ছ. উছূলুল ফিকহ্‌

১৫৮। ইবনু হাযম (৩৮১-৪৫৬ হিঃ) ঃ আল-ইহ্‌কামু ফী উছূলিল আহকাম। আস সা'আদা, ১৩৪৫ হিঃ।

১৫৯। আস্‌সুবকী (*৬৮৩-৮৫৬ হিঃ) ঃ মা'না কাওলিশ শাফিঈ আল মুত্ত্বলাবী "ইযা ছাহ্‌হাল হাদীছু ফাহুয়া মাযহাবী"।

১৬০। ইবনুল কাইয়্যিম (৬৯১-৮৫৬ হিঃ) ঃ বাদাইউল ফাওয়ায়িদ।

১৬১। অলিউল্লাহ আদ্-দেহলভী (১১১০-১১৭৬ হিঃ) ঃ ইকদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদি ওয়াত্তাকলীদ। ভারতে মুদ্রিত।

১৬২। আল ফোল্লানী (১১৬৬-১২১৮ হিঃ) ঃ ঈকাযুল হিমাম।

১৬৩। আয্যারকা আশ্শায়খ মুস্তাফা ঃ আলমাদখালু ইলা ইলমি উছূলিল ফিকহ্।

জ. আল আযকার

১৬৪। ইসমাঈল কাযী আলজাহ্যামী (১৯৯-২৮২ হিঃ) ঃ ফাদলুছ ছালাতি আলান নাবীয়্যি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মাক্তাব ইসলামী।

১৬৫। ইবনুল কাইয়্যিম (৬৯১-৭৫১ হিঃ) ঃ জালাউল আফহামী ফিছ্ ছালাতি আলা খাইরিল আনাম। আল মুনীরিয়াহ্ সংস্করণ।

১৬৬। সিদ্দীক হাসান খান (১২৪৮-১৩০৭ হিঃ) ঃ নুযুলুল আবরার।

ঝ. বিবিধ গ্রন্থ

১৬৭। ইবনু বাত্তাহ আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ (৩১৪-৩৮৭ হিঃ) ঃ আল-ইবানাহ্ আন শারীআতিল ফিরকাতিন-নাজিয়াহ্। হস্তলেখা।

১৬৮। আবু আমর আদদানী 'উছমান ইবনু সাঈদ (৩৭১-৪৪৪ হিঃ) ঃ আল মুক্তাফী ফী মারিফাতিল ওয়াকফিত্তাম। হস্তলেখা।

১৬৯। আল খাত্বিবুল বাগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হিঃ) ঃ আল ইহতিজাজু বিশ শাফিঈ ফী মা উসনিদা ইলাইহি .... । সৌদি আরবে মুদ্রিত।

১৭০। আল হারাবী ঃ আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ আনছারী (৩৯৬-৪৮১ হিঃ) ঃ যাম্মুল কালাম ওয়া আহলুহু। হস্তলেখা।

১৭১। ইবনুল কাইয়্যিম (৬৯১-৭৫১ হিঃ) ঃ শিফাউল আলীল ফী মাসাইলিল কাদারি ওয়াল কাদরি ওয়াত্তা'লীল। মুদ্রিত।

১৭২। আল ফিরোযাবাদী (৭২৯-৮১৭ হিঃ) ঃ আররাদ্দু আলাল মুতারাযি আলা ইবনিল আরাবী। হস্তলেখা।

আনুষাঙ্গিক বিভিন্ন তথ্যসূচী

১। আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী বলেন, হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য অনেক ফিকহের কিতাব জাল বানোয়াট হাদীছে পরিপূর্ণ, এর উপর একটি উদাহরণ পৃষ্ঠা (টীকা)- ১৩।

২। ইমাম নববীর গবেষণা মতে ছহীহ ও যঈফ হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটির জন্য বিশেষ শব্দ ব্যবহার করা অনিবার্য।- পৃষ্ঠা ১৪।

৩। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কাউকে কোন হিদায়াতের পথে ডাকে সে ব্যক্তি তার সমপরিমাণ নেকী পাবে- ১৫।

৪। লিখক এ কিতাবে কোন দুর্বল ও জাল হাদীছ থেকে দলীল গ্রহণ করেননি তার ঘোষণা- ১৬।

৫। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্ধৃতি দানে অসতর্কতা ও জাল বানোয়াট হাদীছ বর্ণনার পরিণতি- (মূল ও টীকা) ১৬-১৭।

৬। আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভীর নিকট সাধারণ আলিম ও ফকীহদের তুলনায় সকল মতভেদপূর্ণ মাসআলায় মুহাদ্দিছগণের মাযহাব প্রাধান্যযোগ্য। পৃষ্ঠা- ২০ (টীকা- ২)।

৭। কুরআন ও হাদীছ আঁকড়িয়ে ধরার ব্যাপারে ইমাম চতুষ্টয়ের নির্দেশ ও উপদেশাবলী পৃষ্ঠা- ২৩।

৮। আবূ হানীফাহর (রহঃ) মাযহাব ছহীহ হাদীছ, ফিক্বহ ও জাল যঈফ হাদীছ নয়- ২৩।

৯। ইমাম আবূ হানীফার যুগে হাদীছ সংকলিত না হওয়ার কারণে তাঁর মাযহাবে কিয়াসের পরিমাণ বেশী- ২৫।

১০। ইমাম আবূ হানীফাহ (রহঃ), তাঁর কথা অস্থিতিশীল হওয়ার যুক্তি দেখিয়ে তা লিপিবদ্ধ করতে আবূ ইউসূফকে নিষেধ করেছিলেন- ২৫।

১১। ইমাম আবূ হানীফার (রহঃ) বিভিন্ন মত ও উক্তি ছহীহ হাদীছ বিরোধী হওয়ার গ্রহণযোগ্য ওযর রয়েছে। ফলে এ জন্য তাঁকে কটাক্ষ করা বৈধ নয়।- ২৬।

১২। ইমাম মালিক (রহঃ)-এর উক্তিসমূহ- ২৭-২৮ পৃষ্ঠা।

১২। ইমাম শাফিঈ (রহঃ)-এর উক্তিসমূহ- ২৯-৩৩।

১৩। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এ উক্তিসমূহ- ৩৩-৩৪।

৪৮। সারা রাত জেগে ইবাদত করা মাকরুহ– (টীকা) ১০৭ পৃষ্ঠা।

৪৯। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) কর্তৃক ইশা'র ওযূ দ্বারা চল্লিশ বৎসর ফজরের ছলাত পড়ার ঘটনা মিথ্যা– ১০৭ পৃষ্ঠা।

৫০। দু'আ সম্বলিত আয়াত রুকূ সাজদাহয় পড়া বৈধ হওয়ার দলীল– ১০৮ পৃষ্ঠা।

৫১। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক বিতরের পর আরো দুই রাক'আত নফল পড়ার বিধান– ১০৯-১১০ পৃষ্ঠা।

৫২। জানাযাহ্‌র ছলাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ও অপর একটি সূরা মিলান সুন্নাত– ১১১।

৫৩। রুকুর পূর্বে ও রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে রফউল ইয়াদাইন করা মুতাওয়াতির ও সুসাব্যস্ত হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত, রহিত হয়নি– (মূল ও টীকা– ২) ১১৭।

৫৪। একেকবার রাফউল ইয়াদাইনে দশটি করে নেকী রয়েছে– (টীকা– ১১৭)।

৫৫। যে ব্যক্তি ছলাতে পরিপূর্ণভাবে রুকূ সাজদাহ্‌ করে না তার মৃত্যু মুহাম্মাদের ধর্মের উপর হবে না– ১২০।

৫৬। سبوح ও قدوس এর অর্থ– (টীকা– ৩) ১২২ পৃষ্ঠা।

৫৭। الجبروت ও الملكوت শব্দ দ্বয়ের অর্থ– (টীকা– ৪) ১২৩ পৃষ্ঠা।

৫৮। রুকুর জন্য বর্ণিত সকল প্রকার দু'আ এক সাথে পড়া যাবে কি না? (টীকা– ৫) ১২৩ পৃষ্ঠা।

৫৯। سمع الله لمن حمده ও ربنا ولك الحمد বলাতে ইমাম মুক্তাদী উভয়েই শরীক। (টীকা– ৪) ১২৬ পৃষ্ঠা।

৬০। রুকুর পর আবার বুকে হাত বাঁধা সম্পর্কে লেখকের মত– (মূল ও টীকা– ৩) ১৩০ পৃষ্ঠা।।

৬১। সাজদাহ্‌ করা কালে রফউল ইয়াদাইন করা দশজন ছাহাবী থেকে প্রমাণিত, মানসূখ নয়– (মূল ও টীকা– ৫) ১৩২ পৃষ্ঠা।

৬২। রুকূ ও সাজদাহ্‌ কালে চুল ও কাপড় গুটানো নিষেধ, এ বিধান পুরুষদের জন্য প্রযোজ্য– নারীদের জন্য নয়, (মূল ও টীকা–) ১৩৬-১৩৭ পৃষ্ঠা।

৬৩। ছলাত চলা কালে শিশুদের মুছল্লীর পিঠে চড়ে খেলা করাতে দোষ নেই– ১৪৩ পৃষ্ঠা।

৬৪। ছলাত চলা কালে প্রয়োজনে মুছল্লী কর্তৃক অর্থবহ ইঙ্গিত করাতে ছলাত নষ্ট হয় না (মূল ও টীকা– ২)– ১৪৪ পৃষ্ঠা।

৬৫। أغر বা غر ও محجل শব্দদ্বয়ের অর্থ (টীকা– ২)– ১৪৫ পৃষ্ঠা।

৬৬। সাজদাহ্ থেকে মাথা উঠিয়েও রফউল ইয়াদাইন করা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাব্যস্ত– (মূল ও টীকা– ৪) ১৪৮ পৃষ্ঠা।

৬৭। "সাজদাহ হতে তীরের ন্যায় দ্রুত সোজা হয়ে দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়ানোর হাদীছ জাল বানোয়াট– (মূল ও টীকা– ২) ১৫৪ পৃষ্ঠা।

৬৮। তাশাহ্হুদে তর্জনী অঙ্গুলি নাড়ানো ছহীহ্ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত (মূল ও টীকা– ৩)– ১৫৮-১৫৯ পৃষ্ঠা।

৬৯। লেখকের নিকট হাদীছ অনুযায়ী প্রত্যেক তাশাহ্হুদেই দরুদ ও দু'আ পাঠ করা যায়। (মূল ও টীকা– ৪)– ১৬০, ১৬৮-১৬৯।

৭০। বান্দার সাথে আল্লাহর থাকার অর্থ। (টীকা– ৩)– ১৬২।

৭১। التحيات، الصلوات ও الطيبات এর প্রকৃত অর্থ– (টীকা) ১৪৩ পৃষ্ঠা।

৭২। ছাহাবাগণ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মৃত্যুর পর ছলাতের তাশাহ্হুদে السلام عليك ايها النبي বাদ দিয়ে السلام على النبي বলতেন। (মূল ও টীকা– ৫) ১৬২-১৬৪ পৃষ্ঠা।

৭৩। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সূক্ষ্ম অনুসরণের নমুনা মূলক দুটি উদাহরণ (টীকা, জ্ঞাতব্য)– ১৬৭

৭৪। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ছলাত পাঠ এর অর্থ– (টীকা– ১) ১৬৯ পৃষ্ঠা।

৭৫। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ছলাত পাঠ সংক্রান্ত কিছু উপকারী তথ্য– ১৭৩-১৮৯ পৃষ্ঠা।

প্রথম তথ্য ঃ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি ছলাত পাঠের ভিতর ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরের সাথে উপমার কারণ রহস্য– ১৭৩-১৭৭ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় তথ্য ঃ নবীর প্রতি ছলাত পাঠের ক্ষেত্রে তার পরিবার পরিজনকে জড়িত করণ– ১৭৭-১৮০।

তৃতীয় তথ্য ঃ ছহীহ্ সূত্রে বর্ণিত ছলাতের কোন শব্দে سيدنا শব্দ নেই। ১৮০-১৮৫

চতুর্থ তথ্য ঃ কোন্ প্রকার শব্দে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ছলাত পাঠ উত্তম– ১৮৫-১৮৬ পৃষ্ঠা।

পঞ্চম তথ্য ঃ ছলাত পাঠের ক্ষেত্রে এক প্রকারের শব্দ অন্য প্রকারের সাথে মিলানো যাবে না– ১৮৬ পৃষ্ঠা।

ষষ্ঠ তথ্য ঃ বেশী পরিমাণ নবীর প্রতি ছলাত পাঠ করে– ১৮৬-১৮৭ পৃষ্ঠা।

সপ্তম তথ্য ঃ দরূদ পাঠ ইবাদত, কিন্তু মীলাদ পাঠ ও মীলাদ মাহফিলের আয়োজন বিদ'আত– ১৮৭-৮৮ পৃষ্ঠা।

৭৬। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছলাতে হাতের ভরে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন এ হাদীছটি মুনকার বা ছাবেত ছহীহ নয়– (টীকা-- ৬) ১৯০ পৃষ্ঠা।

৭৭। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো বিত্‌রে কুনূত করতেন, সর্বদা নয়– (মূল ও টীকা– ৩)– ১৯২।

৭৮। কুনূতের দু'আয় হাত তোলা সাব্যস্ত রয়েছে (টীকা– ৯)– ১৯১ পৃষ্ঠা।

৭৯। বিত্‌রে রুকূর পূর্বে কুনূত পড়তেন– ১৯৩।

৮০। কুনূত বা যেখানে হাত উত্তোলন করে দু'আ করা শরীয়ত সম্মত সেখানে দু'আ শেষে মুখে হাত বুলানো (মাসেহ্ করা) বিদ'আত– (টীকা– ৪) ১৯১ পৃষ্ঠা।

৮১। বিত্‌রে কুনূত করা ওয়াজিব নয়। হানাফী মাযহাবের বিধাতে আলিম ইবনুল হুমাম ওয়াজিব হওয়ার মতকে দুর্বল বলেছেন। টীকা– ৩) ১৯৪ পৃষ্ঠা।

৮২। আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী..... এই দু'আটিকে নির্দিষ্টভাবে মাতুর নাম রাখা ভুল. এটির পূর্বে চার বিষয়বস্তু থেকে আশ্রয় চাওয়ার দু'আ (আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা...) পড়তে হবে– ১৭৭ পৃষ্ঠা।

৮৩। শেষ তাশাহ্‌হুদে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ছলাত পাঠ ওয়াজিব (মূল ও টীকা– ৯) পৃষ্ঠা– ১৯৬।

৮৪। আল্লাহর নাম ও গুণাবলী ছাড়া অন্য কিছুর অঙ্গীকার ধারণ ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর সাথীবর্গের নিকট মাকরূহ– (টীকা– ১) ২০৩ পৃষ্ঠা– ২০৩

৮৫। ছলাত আদায়ের পদ্ধতিতে পুরুষ ও মহিলার মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। যেটুকু পার্থক্য রয়েছে তা ছলাতের বাইরেও বিদ্যমান (উপসংহার)– ২০৩।